উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

মানুষের ২০ লক্ষ বছরের পথ চলায় চাঁদ এক আদিম ধ্রুবতারা। ল্যাম্পপোস্টের কোজাগরি আলো থেকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সে চিরকাল এক অদৃশ্য মায়াসুতোয় আমাদের বেঁধে রেখেছে।

...শশী হে!

৭ থেকে ৯-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
Ph : 9830303398
Since 90 Years

মোদি অনুপ্রবেশকারী, তোপ মমতার ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৪°
সর্বনিম্ন	১৬°	১৭°	১৮°	১৫°

ইরানের নিশানায় ভারত মহাসাগর ১৩

রাজ্যে দ্বিতীয় দফার প্রচারে আসছেন মোদি
সম্ভবত কোচবিহার দিয়ে শুরু ১৬

শিলিগুড়ি ৭ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 22 March 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 301

পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় দুর্যোগের মুখে উত্তর

বরফস্নাত সান্দাকফু। শনিবার।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ, তেমনই কৌশলগত। ভূমধ্যসাগর থেকে সেই আফগানিস্তানে পা রেখেই নিজস্ব অবস্থানের কৌশলগত পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতের দুটি অঙ্গরাজ্যকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একেই বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের পর্যাপ্ত জোগান ঘটছে, তার মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তনে ঝঞ্ঝা পূর্বদিক থেকে ক্রমশই নীচু হতে থাকায় দুর্যোগের মুখে উত্তরবঙ্গও। ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি তো রয়েইছে, তাপমাত্রার পতনে চৈত্রেও ভারী তুষার চাদরে মুড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু। ভারী তুষারপাতে রাস্তায় প্রায় এক ফুট বরফ জমে যাওয়ায় বিপাকে পর্যটকরা। তুষারপাতে বন্ধ ফালুটের রাস্তাও। এমন পরিস্থিতিতে সিকিমের আকাশেও অশনিসংকেত। তুষারঝড়ের সতর্কতা জারি হয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। এখনও সাধারণ বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু না হলেও, ছাংগু, নাথু লা সহ পূর্ব সিকিমের বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের তরফে চলছে কড়া নজরদারি। সতর্ক দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনও। তবে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমতলে উত্তরবঙ্গের আকাশ কিছুটা হলেও পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, দুর্যোগের মধ্যেই কেঁপে উঠে সিকিম এবং সংলগ্ন এলাকা। এদিন রাত ৮.৪৬ নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৪.১। উৎসস্থল মংগন।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায় বৃষ্টি চললেও, রবিবার ও সোমবার ঝড়-বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা হলেও কমবে। আবার মঙ্গলবার থেকে কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টি এবং ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।'

বসন্তের আকাশে কালো মেঘ উত্তরে নতুন নয়। কিন্তু টানা কয়েক মাস প্রকৃতি শুষ্ক থাকার পর এভাবে যে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে এবং নাছোড় বৃষ্টি বিদায় নিতে চাইবে

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
সন্তান প্রত্যাশীদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ
পরিষেবা
• আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব বেবি)
• আই.ইউ.আই
• আই.সি.এস.আই
পকুড়তলা মোড়, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | 9800711112

না, তা কল্পনাতেও ছিল না কারও। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে সান্দাকফু ভারী তুষারপাতের মুখে পড়বে, তাই বা কার ভাবনায় ছিল? যে সমস্ত পর্যটক সান্দাকফুতে ট্রেকিং করতে বা বেড়াতে গিয়েছেন, শনিবার তাঁদের পড়তে হয়েছে সমস্যায়। সান্দাকফু থেকে মানেভঞ্জন পর্যন্ত রাস্তায় প্রায় একফুট বরফ জমে যাওয়ায় ল্যান্ড রোভারের চাকা পর্যন্ত গড়াতে পারেনি দুপুর পর্যন্ত। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বিকেলে ৪০ জন

এরপর ষোলোর পাতায়

নিঃশব্দে আরও প্রভাব বিস্তার উত্তরে

তৃণমূল জমানায় সংঘের অশ্বমেধ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অলিন্দে যে বিতর্কটি দীর্ঘকাল ধরে ধিকিধিকি জ্বলছিল, শনিবার বসন্তবেলায় শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অকপট স্বীকারোক্তিতে তা নতুন রূপ নিল। বামেদের দীর্ঘ তিন দশকের অধিক শাসনকালে সংঘের অশ্বমেধের ঘোড়া যে কঠিন বাধার সম্মুখীন হত, তৃণমূলের জমানায় সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর আজ অনেকটাই শিথিল। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে সেকথা অকপটে স্বীকার করে নিল আরএসএস নেতৃত্ব।

সংঘের উত্তরবঙ্গের এক পদাধিকারীর বয়ানে এই সম্পর্কিত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। তাঁর মতে, 'বাম জমানায় লড়াইটা ছিল মূলত মনস্তত্ত্বের। এক সুসংগঠিত আদর্শিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সংঘকে লড়াই করতে হত প্রান্তিক স্তরে। কিন্তু বর্তমান শাসকদলের সেই আদর্শগত দৃঢ়তা বা নির্দিষ্ট মনস্তত্ত্ব নেই। তৃণমূলের শাসন নীতিহীন এবং আদর্শগতভাবে শূন্যগর্ভ, ফলে সামাজিক কিছু বাধা থাকলেও মানুষের হৃদয়ে হিন্দুত্ববাদের বীজ বপন করা এখন অনেক সহজ।'

তৃণমূলের জমানায় আরএসএস-কে খোলা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে- বারবার এমন অভিযোগ তুলত বামেরা। আরএসএসের স্বীকারোক্তি বামেদের সেই পুরোনো অভিযোগকেই মান্যতা দিল। ফলে ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে।

আরএসএসের স্বীকারোক্তি নিয়ে অবশ্য বিশেষ কিছু বলতে চাননি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে গণতন্ত্রের পরিবেশ রক্ষা করে তৃণমূল কাজ করেছে এটা তারই প্রমাণ। তবে আমরা ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে মানুষকে বোঝাই। ওদের সাম্প্রদায়িক বিভাজন নীতি এবং কী কী খারাপ তা বলি। এভাবেই লড়াই চলে।' রাজ্য বিজেপির সাধারণ

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়।
নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়!
ADYAMA GOLD JEWELLERY
Sevoke Road, Siliguri
9830330111

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে আরএসএস-এর কর্তারা।

সম্পাদক বাপি গোস্বামী সংঘের বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'জানি না সংঘ কী বলেছে। তবে এটা বলতে পারি তৃণমূলকে সরাতে মানুষ প্রস্তুত।'

উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত সংঘের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আজ আর গোপন নেই। তাদের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে উত্তরের ১০৪টি এলাকায় সংঘের ৫৩০টি শাখা চালু রয়েছে। এরমধ্যে বিদ্যার্থীদের ৩৮৮ এবং ব্যবসায়ীদের ১১১টি শাখা রয়েছে। শুধু শিলিগুড়ি শহরে ৩১টি শাখা চলছে। তিন বছর অন্তর সংঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক হয়। তিন বছর আগে উত্তরে শাখার সংখ্যা ৫০০-র কম ছিল বলে দাবি করেছেন ওই পদাধিকারী।

সংঘের প্রতিষ্ঠার একশো বছর উপলক্ষ্যে বেশকিছু কর্মসূচি নিয়েছে তারা। গণবেশে একত্রিকরণ, বিভিন্ন নাগরিকদের মতবিনিময়, গৃহসম্পর্ক অভিযানের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রামে শাখা খোলার জন্য গত প্রায় এক বছর ধরে কাজ চলছিল। তাতেই তাদের কাজের প্রসার পেয়েছে বলে মনে করছেন আরএসএস কর্তারা।

শাসকদলের 'মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা' তাঁদের প্রসারের পথকে আরও মসৃণ করে দিয়েছে। এই পরিসংখ্যানের হিসেব শুনে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের কথা, 'রাজ্যে তৃণমূল আসার পিছনে আরএসএসের হাত রয়েছে। তাই তৃণমূলও আরএসএস-কে সাহায্য করছে। এতদিন সেকথাই আমরা বলেছি। এবার সেটা প্রমাণিত হল। এই অশুভ জোটের বিরুদ্ধে একমাত্র আমরাই লড়াই করছি।'

সংঘের এই আধিপত্য বিস্তার যে অলক্ষে বিজেপির পালে হাওয়া জোগাচ্ছে, তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যদিও সংঘ সরাসরি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখার কথা অস্বীকার করে, তবু তারা এ কথা কবুল করেছে যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা তৈরির কাজ তারা নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী স্তিমিত দশা কাটিয়ে আজ তারা পুনরায় হিন্দুত্বের ও জাতীয়তাবাদের এক প্রাবল্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

সাদা চোখে সাদা কথায়

নেতারা চুপ থাকলেও ক্ষোভের বারুদ ঠাসা

গৌতম সরকার

খগেশ্বর রায় বিদ্রোহে ইতি টেনেছেন। সৌরভ চক্রবর্তী দলের ডাকা সভায় মঞ্চ আলো করে বসেছেন। আবদুল করিম চৌধুরী কার্যত লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছেন নিজেকে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে নেই। ইংরেজবাজার পুরসভার বাইরে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর আর কর্মজগৎ নেই। তৃণমূল নেতার পরিচিতি ছাপিয়ে তিনি যে নিছক ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান। তজমুল হোসেন বলেই দিয়েছেন, তাঁকে টিকিট না দেওয়ার ফল দলকে ভুগতে হবে।

এঁদের কাউকে এবার প্রার্থী করেনি তৃণমূল। সেজন্য প্রথমে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছিল। এখন কোথাও তাতে ভাটা পড়েছে! কোথাও ধিকিধিকি জ্বলছে! কোথাও আশ্বাসবাণীতে ক্ষোভের আগুনে জল পড়েছে। আবার বিদ্রোহে স্বার্থ রক্ষা কঠিন জেনে কেউ কেউ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। অনেকের নানা স্বার্থ জড়িত। জমির কারবার, বালি-পাথর-কয়লার ব্যবসা, পঞ্চায়েতের কাটমানি, ঠিকাদারি ইত্যাদি। দলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিলে এসব চালানো কঠিন।

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বরের আমূল ভোল বদলে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাঁকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তাঁর অনুগামীরা কার্যত সেদিন 'বাবু যত বলে, পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ' অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে তাঁদের মুখে শোনা গেল, শত হলেও তো আমরা তৃণমূল গোছের সুর। মুখ্যমন্ত্রী খগেশ্বরকে রাজগঞ্জের অভিভাবকের দায়িত্ব দেওয়ায় অন্তত মুখরক্ষার ঢাল পাওয়া গেল।

প্রশাসননির্ভর দল পরিচালনার ফল কী হতে পারে, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল জমানায় সরকারি অফিসারদের একাংশকে কার্যত ভোট ম্যানেজার বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কে দায়িত্বে থাকলে তৃণমূলের 'অস্বস্তি' হবে না, সেটা বুঝে পোস্টিং দেওয়া হত। ভোট ম্যানেজারের পাশাপাশি কিছু অফিসার বিরোধী দল তো বটেই, তৃণমূলের অন্দরের বিক্ষোভটাও সামলে দিতেন। নির্বাচন ঘোষণার আগে কয়েক দফায় পুলিশ ও প্রশাসনে নবান্নের তরফে ব্যাপক রদবদলে একই অঙ্ক ছিল।

সেই পরিকাঠামোর গোড়ায় কার্যত কুঠার চালিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রশাসন ও পুলিশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাজানো বাগানে মত্ত হাতির তাণ্ডব চালিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে দলের মধ্যে ডিগবাজিটা এখন সামলানোও সমস্যা। একা দলনেত্রী ক'জনকে সামলাবেন! দলের প্রথম দিনের সৈনিক রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকলেও

এরপর ষোলোর পাতায়

তোমার আমার দোয়া কবুল হোক

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নমাজ পাঠ। শিলিগুড়িতে শনিবার। ছবিটি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর।

অবাঙালি ভোট নিয়ে টানাটানি

পদেও কৌশলী তৃণমূল, মন পেতে বৈঠকে গৌতম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : ভোটের আগে আবারও এক মঞ্চে শিলিগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল এবং বিজেপির প্রার্থী। শনিবার একটি অবাঙালিদের অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে তাঁদের। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রধান পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার শালিনী ডালমিয়া। তাঁর দাবি, প্রত্যেকবারের মতো এবছরও তিনি মেয়রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্যান্য বছর মেয়র না এলেও এ বছর এসেছেন।

বিজেপির কটাক্ষ, অবাঙালিদের অনুষ্ঠান বলেই ভোটের আগে মেয়র হাতছাড়া করতে চাননি। বিজেপি প্রার্থী বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'আমাকে ডেকেছিল। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও গিয়েছি। মেয়র গিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য বছর কেন যান না, জানা নেই।'

বিগত নির্বাচনগুলিতে শিলিগুড়িতে অবাঙালি ভোট একটা

অবাঙালিদের একটি অনুষ্ঠানে একমঞ্চে শংকর ঘোষ ও গৌতম দেব। শনিবার।

বড় ব্যবধান তৈরি করেছে। শহরের এই অবাঙালিরা যেদিকে থাকেন সেই দলের পাল্লা ভারী বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও। এবারও কি অবাঙালি ভোট হিসেব পালটে দিতে পারে, তা নিয়ে চর্চা শহরের অলিতে-গলিতে। অবাঙালি ভোটারদের মন পেতে তাই ছুটছেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব এবং বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন ভোটে অবাঙালিদের বিজেপির দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এবারও তার বাইরে নয় বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর।

কিন্তু তৃণমূল প্রার্থীর লক্ষ্য যে অবাঙালি ভোট, তা তাঁর গত কয়েকদিনের কর্মসূচি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে গৌতম শহরের বেশকিছু সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠন, নিয়ন্ত্রিত বাজারের কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠন ছাড়াও শহরের কয়েকটি সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন গৌতম। এই সংগঠনগুলিতে অবাঙালিদেরই আধিক্য। সংগঠনগুলির দাবি, মেয়রের সঙ্গে বৈঠক করে তারা তাদের সমস্যাগুলি জানিয়েছে। কখনও রান্নার গ্যাসের সমস্যা,

এরপর ষোলোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

ইদে জনসংযোগ তৃণমূল-বামের
পাঁচের পাতায়

শংকরকে নিয়ে পোস্টারের লড়াই
ছয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বিজেপির ঘাঁটিতে প্রচার শুরু মমতার

নিউজ ব্যুরো

২১ মার্চ : ইদ মিটতেই পূর্ণ শক্তিতে নির্বাচনি লড়াইয়ে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল। রাজ্যে প্রচারপর্বের প্রথম দফাতেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নজর দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গে। তৃণমূল ভবনের খবর, প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে ২৪ মার্চ প্রথম দফার প্রচারে উত্তরবঙ্গে পা রাখবেন মমতা। ময়নাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে তিনি নির্বাচনি সভা করবেন। ২৫ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে সভা করবেন তিনি। অন্যদিকে ক্যামাক স্ট্রিট সূত্রে খবর, ২৬ মার্চ থেকে উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করবেন অভিষেক।

এদিন বিকেলে তৃণমূল ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি রওনা হবেন। মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে প্রচার শুরু করছেন তিনি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে শংকর মালাকার, আলিপুরদুয়ারে সুমন কাঞ্জিলাল ও ময়নাগুড়িতে রামমোহন রায়ের সমর্থনে সভা করবেন তৃণমূল নেত্রী।

দলের এক রাজ্য নেতা জানিয়েছেন, সবদিক গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখেই উত্তরবঙ্গে মমতা-অভিষেকের সফরসূচি ঠিক করা হচ্ছে। প্রথম দফাতেই মমতা উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে সমস্যার দুটি কেন্দ্র বেছে নিয়েছেন। তবে, এই দুটি কেন্দ্র বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি অনেকটাই আশাবাদী। প্রচারপর্বের শুরুতেই এই দুই কেন্দ্রে তিনি দলীয় কোন্দলের কাঁটা উপড়ে ফেলতে চান। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির টিকিটে জয়ী সুমন দল বদলে এবার তৃণমূলের প্রার্থী। জেলায় দলের একাধিক দাপুটে নেতা সুমনকে প্রার্থী করার পর বেসুরো হয়েছেন। তাঁদের কাঁটায় সুমনের যাতে পা না কাটে, তা নিশ্চিত করতে চান মমতা। এরপরই মমতা নজর দিয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে।

এরপর ষোলোর পাতায়

ভোট উৎসব '২৬

মমতার সফর

- মঙ্গলবার ২৪ মার্চ- ময়নাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি
- ২৫ মার্চ- হরিরামপুর

অভিষেকের সফর

- ২৬ মার্চ- নাটাবাড়ি, কালচিনি ও ধূপগুড়ি
- ২৮ মার্চ- বালুরঘাট, তপন ও মানিকচক
- ৩১ মার্চ- শীতলকুচি, ফালাকাটা ও রাজগঞ্জ

ফুলে-ফুলে নেতাদের ওড়াউড়ি, ক্লান্ত মানুষ

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে কালিয়াগঞ্জ

ভোটের অঙ্ক

রণবীর দেব অধিকারী

কালিয়াগঞ্জ, ২১ মার্চ : বসন্তে হঠাৎ বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। দুলছে বিঘার পর বিঘা সবুজ ধান। সকালে নেংটি পরে মাঠে নেমে আবাদের হালহকিকত বুঝছিলেন ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক কমল বর্মন। মাথায় প্যাঁচানো গামছা। ভোটের গরমের আঁচ তেমন নেই।

ভোটের কথায় কমলের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর, 'সবই তো এক। নেতারা নিজেদের স্বার্থে মৌমাছির মতো এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ওড়াউড়ি করেন। সাধু হয়ে যান রাজনীতিবিদ। বহুরূপী দলবদলু নেতাদের এক্কাদোক্কা খেলায় আমরা স্রেফ ভোটার হয়ে থেকে যাই।' কালিয়াগঞ্জে গত এক দশকে দলবদলের ছবি বারবার দেখা গিয়েছে।

সিপিএম জমানার পতনের পর কালিয়াগঞ্জে আগ্রাসী মেজাজে একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও পুরসভা দখল করেছিল তৃণমূল। লালঝান্ডা ছেড়ে জোড়াফুলে এসে ২০১৫ সালে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়ে যান নিতাই বৈশ্য। তিনি এবার কালিয়াগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী। কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার আপাদমস্তক তৃণমূল। তাঁরও অতীতে বাম ঘরানার ছাপ।

বালি মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চল টাঙন নদী।

স্থানীয়রা আড়ালে মজা করে বলেন, তাঁর শরীর থেকে নাকি এখনও কাস্তে-হাতুড়ির গন্ধ ছড়ায়। উদাহরণ আরও আছে। কংগ্রেস ছেড়ে কার্তিকচন্দ্র পাল তৃণমূলে যোগ দিয়ে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার বোর্ড উলটে দিয়েছিলেন। হাত চিহ্নে নির্বাচিত কাউন্সিলারদের হাত করে রাতারাতি পুর বোর্ড কংগ্রেসের হাত থেকে তৃণমূলের দখলে নিয়ে যাওয়ার নেপথ্য কারিগর ছিলেন কার্তিক।

'হাত' থেকে হাতিয়ে নেওয়া সেই বোর্ডে চেয়ারম্যানের আসনে বসেন তিনি। পরে আবার যোগ দেন বিজেপিতে। সেই কার্তিক এখন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ। গত লোকসভা ভোটে কার্তিকের মনোনয়নপত্রের অন্যতম প্রস্তাবক উৎপল ব্রহ্মচারী এবার কালিয়াগঞ্জে বিজেপির প্রার্থী। দলবদলের গল্প এখানেই শেষ নয়। ভিনজেলা থেকে উড়ে আসা বিদায়ি বিজেপি বিধায়ক সৌমেন রায় একই পথের পথিক।

একুশের ভোটে কালিয়াগঞ্জ থেকে পদ্ম প্রতীকে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সৌমেন কিছুদিনের জন্য চলে যান ঘাসফুল শিবিরে। অল্পদিনের মধ্যে ঘরওয়াপসি। গায়ে দলবদলু তকমা সেঁটে যাওয়ার কারণেই হয়তো এবার তাঁকে প্রার্থী করেনি বিজেপি।

এরপর ষোলোর পাতায়

স্বপ্নার পিতৃবিয়োগ

রাজগঞ্জ, ২১ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে পিতৃবিয়োগ রায়গঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের। শনিবার সকালে ৬টা নাগাদ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্বপ্নার বাবা পঞ্চানন বর্মনের (৭০) মৃত্যু হয়। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ওই বেসরকারি হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। জলপাইগুড়ির মাষকালাইবাড়ি শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বাড়িতে গিয়ে স্বপ্নার বাবার মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, তৃণমূল নেতা জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস, দলের সদর ব্লক-২'এর সভাপতি অর্জুন দাস, সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কুমার রায় প্রমুখ। বাবাকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বপ্না। আগামী কয়েকদিন ভোটের প্রচারে তিনি বেরোবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়।

কয়েকদিন আগে স্ট্রোক হয় পঞ্চাননের। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। স্বপ্নার দাদা অসিত বর্মন জানান, স্বপ্নার এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের নেপথ্যে তাঁর বাবার অবদান অনস্বীকার্য। পেশায় রিকশাচালক পঞ্চানন একসময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অভাবের সংসারে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্নার লড়াই থেমে থাকেনি। অসুস্থ বাবার স্মৃতি সম্বল করেই ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় সোনা জিতে বিশ্বের মঞ্চে ভারত তথা বাংলার নাম উজ্জ্বল করেন স্বপ্না।

বৃহস্পতিবার ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনি প্রচার শুরু করেন স্বপ্না। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টিংপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপ্নাই এবার রাজগঞ্জ বিধানসভায় শাসকদলের বাজি। এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ী অ্যাথলিট রাজনীতির ময়দানে নতুন হলেও তৃণমূলের হয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী। রাজনীতি বুঝতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই পড়ছেন। বিরোধীদের সম্পর্কে জানার জন্য তৃণমূলের তরফে তাঁকে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভোটের মুখে বাবার মৃত্যুতে শোকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন স্বপ্না।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বারবার যে কাজ করতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেই কাজ এ সপ্তাহে শুরু করলে সাফল্য পাবেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও জ্ঞাতির কাছ থেকে কিছু সম্পত্তির ভাগ পেতে পারেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাষা ব্যবহারে সংযমী হওয়া ভালো।

বৃষ : ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। ছেলের চাকরিপ্রাপ্তিতে সংসারে সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। আটকে থাকা কোনও কাজ এ সপ্তাহে শুরু করলে সাফল্য পাবেন। আপনার কারণে সংসারে সামান্য সমস্যা হতে পারে।

মিথুন : বাবার পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার আশা এ সপ্তাহে পূর্ণ হবে। আপনাকে ব্যবহার করে কোনও আত্মীয় তার কাজ হাসিল করতে পারে। খুব কাছের লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পেশাদারি শিক্ষায় সাফল্য পাবেন।

কর্কট : অপরিচিত ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলুন। ব্যবসার নতুন পরিকল্পনায় সাফল্য পাবেন। এ সপ্তাহে পথে-ঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন।

সিংহ : এ সপ্তাহে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বস্ত্র ও ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। ঘরে-বাইরে যে কোনও বিবাদ-বিতর্ক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। সন্তানের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ দেখে তৃপ্তি পাবেন। সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে বাড়তি উপার্জনের আশা করতে পারেন।

কন্যা : অকারণে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারা সপ্তাহ আনন্দে কাটবে। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে টাকাপয়সা নিয়ে অভাব হবে না। রাজনীতিকদের দলে দায়িত্ব আরও বাড়বে। শাস্ত্রচর্চা, পূজাপাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

তুলা : শরীর খারাপ নিয়ে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে অশান্তি বাড়বে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কেটে যাবে। ব্যবসায়ীরা বড় বিনিয়োগে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় প্রতিপক্ষের কূটচালে সাময়িক সমস্যা হলেও তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসার কাজে বাবার সঙ্গে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। একাধিক সূত্রে আয়ের রাস্তা খুলবে। পেটের সমস্যা, হাঁপানি, সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। একাধিক মতপার্থক্য থাকলেও দাম্পত্যে শান্তি বজায় থাকবে। জনহিতকর কোনও কাজে যোগদান করে মানসিক শান্তি পাবেন।

ধনু : ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অপ্রিয় সত্যি কথা ও রুক্ষ আচরণের জন্য ঘরের পরিবেশ উত্তপ্ত হতে পারে। বিদেশি কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

মকর : অফিসের কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে বাহবা পাবেন। নতুন ব্যবসায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। বিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কারণে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে চলেছেন। নিকট কোনও আত্মীয়ের আগমনে বাড়িতে আনন্দ। প্রেমের দোলাচল থাকবে।

কুম্ভ : কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে একাধিক ভালো খবর পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় হঠাৎ কিছু সমস্যা হতে পারে। সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি ও দূরে বদলির যোগ। প্রশাসনিক কাজে যুক্ত আমলাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বুক ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

মীন : ছেলেমেয়ের পড়াশোনায় খরচের বহর বাড়বে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সম্পত্তিগত কারণে প্রিয়জনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। আর্থিক লেনদেনে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো হবে। সম্পত্তি বেচাকেনা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বসে ঠিক করুন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ চৈত্র, ১৪৩২, ভাঃ ১ চৈত্র, ২২ মার্চ, ২০২৬, ৭ চ'ত, সংবৎ ৪ চৈত্র সুদি, ২ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪৫, অঃ ৫।৪৫। রবিবার, চতুর্থী রাত্রি ১১।৫৭। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১।২৫। বৈধৃতিযোগ সন্ধ্যা ৬।১৬। বণিজকরণ দিবা ১।২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।৫৭ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।২৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।২৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১১।৫৭ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।১৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১৫ গতে ২।৪৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১১।৫৭ গতে ১।১৫ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ৩।৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৫ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

ভোটের তাস মৃত্যুঞ্জয় ও সেই কিশোরী

রাজবংশী মন জয়ে এক পন্থা দুই ফুলে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২১ মার্চ : তপশিলি জাতি সংরক্ষিত কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা আসনে রাজবংশী ভোট পেতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। তিন বছর আগে দুই রাজবংশী পরিবারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনার স্মৃতি আঁকড়ে ভোট-বৈতরণি পার করতে চাইছে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ।

২০২৩ সালে রাজবংশী পরিবারের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয় বর্মন নামে এক তরুণের। ভোটের দামামা বাজতেই কালিয়াগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী উৎপল ব্রহ্মচারী ও তৃণমূল প্রার্থী নিতাই বৈশ্য পৌঁছে গিয়েছেন ওই নির্যাতিতা কিশোরী এবং ঘটনার রেশে মৃত তরুণের বাড়িতে।

শনিবার সুকান্ত মোড় সংলগ্ন ভারত সেবাশ্রমের হিন্দু মিলন মন্দির এবং বয়রা কালীমাতার মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর রাধিকাপুরের চাঁদগাঁও এলাকার রবীন্দ্রনাথ বর্মনের বাড়ির সামনে হাজির হন উৎপল এবং বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। রবীন্দ্রনাথ হলেন মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা। মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবিতে বাড়ির অনতিদূরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। অন্যদিকে, ওই এলাকাতেই ধর্ষণ ও খুন হওয়া রাজবংশী কিশোরীর সমাধিস্থল রয়েছে। দুই সমাধিস্থলেই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উৎপল ও কার্তিক।

উৎপল বলেন, 'রাজবংশী ছোট বোনের সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। একদিন এই কিশোরী খুনে কালিয়াগঞ্জের সমস্ত রাজবংশী সমাজ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সঠিক বিচারের দাবিতে গর্জে উঠেছিল। সেই আন্দোলনে আমরাও অংশগ্রহণ করেছিলাম। আজও এই দুই পরিবার ন্যায়বিচার পায়নি। মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার আজও ন্যায়বিচারের আশায় হাহাকার করছে। তাদের প্রতিও আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করলাম।'

মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের সমাধিতে ফুল অর্পণ বিজেপি প্রার্থী উৎপল ব্রহ্মচারীর।

> ভাইঝি মারা যাওয়ার পর ওর মা চাকরি পেল। আর তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে আমাদের হয়রানি করা হয়। এ কেমন বিচার!
>
> মৃত কিশোরীর কাকা

মৃত কিশোরীর মা রাজ্য সরকারের অস্থায়ী চাকরি পেলেও, ওই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দার এখনও পুলিশের উপর ক্ষোভ রয়েছে। কিশোরীর এক কাকার অভিযোগ, 'ভাইঝি মারা যাওয়ার পর ওর মা চাকরি পেল। আর তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে রেখে মাঝেমধ্যেই পুলিশি হয়রানি করা হয় আমাদের। এ কেমন বিচার!'

অন্যদিকে, বুধবার সকালে ওই কিশোরীর বাড়িতে হাজির হন তৃণমূল প্রার্থী নিতাই। তাঁকে মৃতার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। নিতাই বলেন, 'সেসময় বিজেপি ওই পরিবার সহ জনমানসের মধ্যে আক্রোশের হাওয়া তৈরি করে কেটে পড়ে। পরে তৃণমূল এই পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। মৃত কিশোরীর মাকে সরকারি দপ্তরে অস্থায়ী কর্মীর চাকরি পাইয়ে দেয়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের কাছে যাব। তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করব।'

দুর্ঘটনায় ট্রেলার

শামুকতলা, ২১ মার্চ : ৩১সি জাতীয় সড়কের পানিয়ালগুড়ি এলাকায় একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যাওয়ার ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।

জাতীয় সড়কের ওপরেই ট্রেলারটি দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকে। গাড়িটিকে তুলতে একটি ক্রেন এবং একটি গাড়ি সরানোর যন্ত্র আনা হয়। কিন্তু সেই ট্রেলার এতটা ভারী ছিল যে তাকে সরাতে পারা যায়নি। এরপর আরেকটি গাড়ি সরানোর যন্ত্র আনা হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সেটিকে রাস্তা থেকে সরানো সম্ভব হয়। ৩১সি জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় দু'ধারে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক জানিয়েছেন, একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের উপরে উলটে যায়। এই ঘটনায় কেউ জখম হননি।

জেলবন্দির মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ : জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের এক বন্দির মৃত্যু হল। মৃতের নাম দেবেন্দ্র সরকার (৬৭)। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত হরিমন্দির ভবানীনগর এলাকায় তাঁর বাড়ি। সংশোধনাগার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। গত প্রায় এক মাস ধরে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন কিডনি সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে। শুক্রবার ওই ব্যক্তি মারা যান। শনিবার ময়নাতদন্ত হয়। এবিষয়ে, দেবেন্দ্রর পরিবারের তরফে তাঁর জামাই গোপাল হালদার বলেন, 'কয়েক মাস আগে আমার স্ত্রী দেখতে এসেছিল, তখন এমনিতে বেশ ভালো ছিলেন। কিন্তু মুখে ঘা ছিল। হঠাৎ করে কেন অসুস্থ, বোঝা যাচ্ছে না।'

প্রসঙ্গত, ওই সংশোধনাগারের অনেক বন্দিরই মুখে ঘা হচ্ছে বলে খবর।

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, দেবগণ, ২৮/৫'-8", M.A., ফর্সা, সুশ্রী, Convent শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৩২, শিলিগুড়ি নিবাসী, বাইরে কর্মরত পাত্র চাই। (M) 7319072320. (C/113727)

■ নাপিত, 30+/5'-3", M.A., D.El.Ed., Bengali TET pass, ফর্সা। সরকারি চাকরিজীবী স্ব-বর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9382416243. (C/121081)

■ কায়স্থ, 30/5'-4", শিলিগুড়িতে উচ্চপদস্থ রেলকর্মী। পিতা-মাতা সঃ চাঃ। সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9733091878. (C/121087)

■ কায়স্থ, 33 yrs./5'-1", M.Sc., Convent Educated, দেবগণ, তুলা রাশি, সরকারি চাকরিরতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। Ph.No. 7407389479. (C/121093)

■ দাস, 31/5'-2", M.A., ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য স্বপ্রতিষ্ঠিত 34-37 নিরামিষাশী পাত্র অগ্রগণ্য। 7076577664. (C/121079)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ পাত্রী সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, M.A., B.Ed., 34/5'-5", পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা। স্বাস্থ্যবান যোগ্য পাত্র কাম্য। মা ও বাবা দুজনেই শিক্ষক। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 7474718039. (C/120629)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০ বছর বয়সি, সুশিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ কন্যা, ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা নিকটবর্তী হলে অগ্রগণ্য। 7001929331. (C/121206)

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-৩", M.Tech., একমাত্র কন্যা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, Private Bank কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। সরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্র কাম্য। (M) 9475541964. (C/121201)

■ স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, কায়স্থ, দেবারিগণ, 36+/5'-3", (M.A, English, B.Ed.), শিক্ষিকা (Private School), উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mobile No. 8653849452. (C/121202)

■ সুশ্রী, কায়স্থ, ৪০+/৫'-১", Eng., M.A., B.Ed., কর্মরতা, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য অবিবাহিত বা ইস্যুলেশ ডিভোর্সি/ বিপত্নীক জলপাইগুড়ির চাকরিজীবী/ উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ, শুধু অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। 7718434825. (C/120851)

■ বয়স 31, উচ্চতা 5'-3", জলপাইগুড়ি নিবাসী, নিরামিষাশী, কৃষ্ণভক্ত, প্রকৃত সুন্দরী, সংস্কৃত স্নাতক। সুপ্রতিষ্ঠিত দাবিহীন পাত্র কাম্য, 31-35 বয়সের মধ্যে। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9883666183. (C/120848)

■ ব্রাহ্মণ, 29, বাস্যব, নিরামিষভোজী পাত্রীর অডিভোরসী উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত সরকারি কর্মরত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 9434217104. (K)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 29+, B.Sc., ভালো সরকারি এবং বেসরকারি উপযুক্ত পাত্র কাম্য। অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ ফোন করিবে না। (M) 8159048974. (C/121215)

■ পাত্রী রাজবংশী, 32+/5'-2", সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, সুশ্রী। জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী, উপযুক্ত রাজবংশী পাত্র চাই। ফোন-9434665491. (C/120854)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 26+/5'-3", MBA. চাকরি এবং ব্যবসা করে পাত্র চাই। পাত্রীর ডানপায়ে সামান্য ডিফেক্ট আছে, যদি সম্বন্ধ করতে চান তবে ফোন করুন-9641323819. (C/113732)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংক কর্মরতা, ভালো গান জানে, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/121222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সরকারি কলেজে নন টিচিং স্টাফ, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/121222)

■ পাত্রী নমশূদ্র, B.A. (Eng. Hons.), & GNM, সুন্দরী, 29+/5'-3", সরকারি Staff Nurse-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নেশাহীন, দাবিহীন সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন, শুধুমাত্র প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 8016216232. (C/121223)

■ রাজবংশী, ২৭ yrs. ৫'-২", M.A., চাকুরে পাত্র চাই। 9382277971. (K)

■ বয়স 50, বিধবা, নিঃসন্তান, ইলেকট্রিক সিটি বোর্ডে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, বয়স 26/5'-2", B.A. পাশ, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য নেশাহীন, সরকারি চাকরি/ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। 7001284512. (C/121228)

■ কায়স্থ, 31/5'-6", M.Sc. (Chem.), ইং-মাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সঃ চাঃ, ব্যাংক, B.Tech. পাত্র কাম্য। 9434716674. (C/120630)

■ উঃ বঃ নিবাসী, 34+, HT : 5'-3", SBI-তে Officer পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি বা PSU পাত্র কাম্য। ঘটক বা Matrimoni নহে। Mob : 8768390805. (B/S)

■ রাজবংশী, 29/5'-3", B.A., D.El. Ed., GNM Complete, ফর্সা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9339728618. (C/120150)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৬, M.Com., MBA ও বর্তমানে সরকারি ব্যাংক-এ চাকরিতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/121131)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, পাত্রী MBBS গভঃ ডাক্তার। পিতা ডাক্তার ও মাতা স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121131)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৪, M.A. in English, গানে বিশারদ। বর্তমানে বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/121131)

■ 23, ঘরোয়া, প্রকৃত সুন্দরী, সংগীত পারদর্শী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6297679754. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা ও মাতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121131)

■ 29/5'-3", B.Sc. Pass, Private Sector-এ কর্মরতা, পিতা Retired, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 7407777995. (C/121131)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৫, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে ICDS সুপারভাইজার পদে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121131)

■ Marwari girl, 26/5'-2", Fair, Slim, well educated, never married, from reputed business family seeking well settled Marwari Groom (Siliguri) educated veg. family. 6001416719. (C/121131)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 30/5'-3", B.A., B.Ed., Divroce পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8016232769. (C/121132)

■ সাধারণ মধ্যবিত্ত, 22 বছর বয়স, ঘরোয়া, সুন্দরী, উত্তরবঙ্গের নিবাসী, পিতা ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য ভালো এবং সাধারণ পরিবারের পাত্র দরকার। 9733066658. (C/121131)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, পাত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী ও গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121131)

■ ২৯+, উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, B.Ed. কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। পিতা সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121131)

■ বৈশ্য সাহা, 28/5'-6", B.Sc., M.A., D.El.Ed., পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র চাই (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য)। 6297838032. (C/121136)

■ ICDS Supervisor (PSC), 33, পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8250263360. (C/121136)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্যানার্জী, ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুদর্শন, Diploma in Architact Engineering, Rs. 75000/- p/m, দাবিহীন, এইরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, ব্রাহ্মণ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। 24-30'এর মধ্যে। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ির মধ্যে পাত্রী অগ্রগণ্য। Mobile : 9434868380. (C/121089)

■ কায়স্থ (মজুমদার), আলিপুরদুয়ার, 35+/5'-6", founder of IT sector পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 30-এর মধ্যে পাত্রী চাই। কোচবিহার/পুণ্ডিবাড়ি/তুফানগঞ্জ অগ্রগণ্য। (M) 8670948838. (C/120147)

■ বারুজীবী, 37+, M.A., B.Ed., 5'-7", নিজস্ব ব্যবসা ও গৃহ শিক্ষক, একমাত্র পুত্রের পাত্রী চাই (দাবিহীন)। (M) 8927704655. (S/C)

■ পাত্র কোচবিহারবাসী, ব্রাহ্মণ, ইঞ্জিনিয়ার, ৩১/৬', একমাত্র সন্তান, সুদর্শন, পোস্ট ডক্টরেট করছে। ২৭ অনূর্ধ্ব, ব্রাহ্মণ/বৈদ্য, দীর্ঘাঙ্গী, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর বাবা-মা সরাসরি ফোন করুন। 8597909424, 9609715643. (C/120626)

■ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, কোচবিহার নিবাসী, 34+/5'-7", বারুজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9474857488. (C/120627)

■ বণিক, 34/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/120148)

■ উচ্চ প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, 32, পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী চাই। 7479265127. (C/121208)

■ SC, রাজবংশী, 33+/5'-7", M.Sc., Ph.D.-রত, PNB Bank-এ Ast. ম্যানেজার পদে কর্মরত, স্ববর্ণ/অসবর্ণ, ফর্সা, সুন্দরী, সুশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9874789806. (B/S)

■ সাহা, B.A. পাশ, 35+, দাবিহীন ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য আলম্বান গোত্রের সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9932454224. (U/D)

■ 45, শিলিগুড়ি নিবাসী, অবিবাহিত, সরকারি কর্মচারী পাত্রের পাত্রী কাম্য, সন্তান সহ গ্রহণ। (M) 8282979912, 7003524810. (K)

■ বিপত্নীক, 58, চাকরিজীবী, 48-55, ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই (Divorce ও চাকরিজীবী বাদে)। 9477124597. (C/121216)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, শিব গোত্র, 29/5'-9", B.Sc. Comp. Sci., MNC-তে Snr. Software Engr. পাত্রের সুন্দরী, সুশ্রী, শিক্ষিতা, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8293026755. (C/121133)

■ কায়স্থ, 29+/5'-9", শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., MBA, MNC কর্মরত, মুম্বাই। সুশ্রী, ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ইচ্ছুক পাত্রীপক্ষ সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8116609849. (C/113734)

■ কায়স্থ, 31+/5'-7", M.Sc., MNC IT পুনেতে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7001185440. (C/113736)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর, phe-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/121222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 'রাজবংশী', ৩২, MBA, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/121222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/121222)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৬, এমবিএ, ৬', ITC কর্মরত, নরগণ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। মোঃ ৬২৯৫৯৪২৭৪৯, ৬২৯৭৮৫৮৮০৩, (নো ম্যাট্রিমনি)। (C/120850)

■ 36/5'-5", M.Tech., 17 LPA পাত্র, 32 মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9932637746. (K)

■ 42, বিপত্নীক, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 9230648112. (K)

■ বয়স 32, উচ্চতা 5'-8", রেলওয়েতে কর্মরত, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ করুন-6296009923. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 9832413266. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 46+, নিজস্ব বাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ইস্যুহীন স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া, 30 থেকে 37 বছরে পাত্রী কাম্য। (M) 9434591957. (B/B)

■ কায়স্থ, সচ্ছল পরিবারের সুচাকুরে, ৩৮/৫'-৮", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, দেবারি, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9434027098. (C/120855)

■ পদবি শীল, জলপাইগুড়ি নিবাসী, 31/5'-6", M.A. (Eng.), D.El. Ed., MLIS, সঃ চাকুরে পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9933083780. (C/120856)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রের জন্ম ১৯৯৭-তে, হিন্দু বাঙালি পরিবার, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121131)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, হিন্দু বাঙালি, পাত্র ডাক্তার ও স্বল্পকালীন ডিভোর্সি। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121131)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ-এর রেলওয়েতে চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/121131)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, ফুড সাপ্লাই অফিসার। পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/121131)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MBBS, MD, বর্তমানে গভঃ হাসপাতালে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121131)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৭, Ph.D., সরকারি কলেজে প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। 8637896519. (C/121222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/121222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, B.Tech MBA ও বর্তমানে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121131)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩২, M.Tech. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ-এর রেলওয়েতে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121131)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 34/5'-8", PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, নিজস্ব ফ্ল্যাট শিলিগুড়িতে। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/121131)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 36/5'-8", B.Com., MBA, প্রাইভেট ব্যাংক-এ জেনারেল ম্যানেজার, Divorce পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 8653532785. (C/121132)

■ 34/5'-9", M.Tech., নামী MNC-তে Bangalore-এ কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9593704442. (C/121131)

■ ব্রাহ্মণ, 40/5'-10", M.A., B.Ed., Tet Qualified, Government College Professor পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া এবং কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (No Caste bar). 9330848518. (C/121131)

■ কায়স্থ, 31/5'-8", M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। 9593965652. (C/121131)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 32/5'-7", সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, শিক্ষিত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 29, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9832571690 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/121131)

■ কায়স্থ, 39/5'-5", শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি, স্বর্ণ দোকানে কর্মরত, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিঃসন্তান ডিভোর্সি চলিবে। (M) 9932966377. (C/121131)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121132)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121131)

ALLEN Results Validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence

ALLEN
WHERE CHAMPIONS ARE MADE

JEE Main 2026 (Session 1)

8 Out of 12 ALLENites achieved Overall 100%ile

100%ile RAJASTHAN TOPPER
Kabeer Chhillar
Classroom Course

100%ile RAJASTHAN TOPPER
Arnav Gautam
Classroom Course

100%ile BIHAR TOPPER
Shubham Kumar
Classroom Course

100%ile ODISHA TOPPER
Bhavesh Patra
Classroom Course

100%ile RAJASTHAN TOPPER
Chiranjib Kar
Classroom Course

100%ile GUJARAT TOPPER
Purohit Nimay
Classroom Course

100%ile HARYANA TOPPER
Anay Jain
Classroom Course

100%ile DELHI (NCT) TOPPER
Shreyas Mishra
Online Recorded+Test Series Course

Scan to Meet Our Champions

ALLEN SILIGURI CHAMPIONS

99.895 %ile
ADITYA AGARWAL
Classroom Course

99.840 %ile
OJAS KUMAR
Classroom Course

99.587 %ile
ABHIGYAN CHAK.
Classroom Course

99.538 %ile
HARSH KUMAR
Classroom Course

99.248 %ile
ABHIROOP MAJUMDER
Classroom Course

99.231 %ile
ADITYA SINGHAL
Classroom Course

99.219 %ile
AYUSH KUMAR JHA
Classroom Course

99.204 %ile
SAYAK DAS GUPTA
Classroom Course

JEE (ADV.) 2025

AIR 892
IIT, BHU
Pranshu Goyal
Classroom Course

AIR 965
IIT, BHU
Vatsal Varenya
Classroom Course

AIR 1584
IIT, Bombay
Pritish Nandy
Classroom Course

AIR 1688
IIT, Indore
Mayank Khoria
Classroom Course

AIR 4338
IIT, Roorkee
Abhirup Mahato
Classroom Course

NEET (UG) 2025

AIR 785
AIIMS, Bhubaneswar
Maahir Hasan
Classroom Course

AIR 2802
AIIMS, Guwahati
Sankalan Roy
Classroom Course

AIR 5287
GMCH, Guwahati
Deboleena Hazarika
Classroom Course

AIR 9739
NRSMC&H, Kolkata
Prathama Banerjee
Classroom Course

AIR 10430
CMC, Kolkata
Bodhisattwa Basak
Classroom Course

4226 ALLENites out of 18160 seats in IIT (2025)

459 ALLENites out of 2257 seats in AIIMS (2025)

They made it possible with ALLEN, Now it's your turn.

ADMISSIONS OPEN
JEE | NEET | OLYMPIADS | CLASSES 7TH TO 10TH

SIGN UP FOR ASAT
GET UP TO **90%** SCHOLARSHIP*
Test Dates
29 March & 05 April 2026

Class 10th to 11th
Nurture Course
JEE (Main+Adv.): 2 April
NEET (UG): 2 April

Class 11th to 12th
Enthusiast Course
JEE (Main+Adv.): 24 March
NEET (UG): 24 March

Class 12th pass
Leader Course
JEE (Main+Adv.): 21 April
NEET (UG): 28 April

Class 7th to 10th
Pre-Nurture & Career Foundation
CLASS 7th to 10th: 2 April

WEEKEND BATCH
Nurture + Enthusiast +PNCF
JEE (Main+Adv.): 2 April
NEET (UG): 2 April
CLASS 7th to 10th: 2 April

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

For test dates & course start dates visit website or nearest centre.

ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
86906 60111
allen.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

General Observer details as follows :

No. & Name of AC	Name of the General Observer	Contact No. & E-Mail ID	Visiting Hours	Venue
01-Mekhliganj	Mr. Vijay Prakash Meena, IAS	7602605966, observermkgwbla26@gmail.com	12.00 p.m.- 01.00 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
02-Mathabhanga	Mr. Kunal Prakash Khemnar, IAS	7365913766, observermtbwbla26@gmail.com	10.00 a.m.- 11.00 a.m.	Circuit House-II, Cooch Behar
03-Cooch Behar Uttar	Mr. Gowtham Potru, IAS	9635103966, observercbruttarwbla26@gmai.com	02.30 p.m.- 03.30 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
04-Cooch Behar Dakshin	Mr. Anurag Yadav, IAS	7363023066, observercbrdakshinwbla26@gmail.com	05.00 p.m.- 06.00 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
05-Sitalkuchi	Mr. Alok Yadav, IAS	7364822366, observerslkwbla26@gmail.com	11.00 a.m.- 12.00 noon	Main Circuit House, Cooch Behar
06-Sitai	Mrs. Remya Mohan Moothadath, IAS	7365874366, observersitaiwbla26@gmail.com	12.00 noon - 01.00 p.m.	SDO Office, Dinhata
07-Dinhata	Mr. Gyanendra Kumar Gangwar, IAS	7063181566, observerdinwbla26@gmail.com	12.00 noon - 01.00 p.m.	Main Circuit House, Cooch Behar
08-Natabari	Mr. Amit Arora, IAS	7501648966, observernatabariwbla26@gmail.com	12.00 noon - 01.00 p.m.	SDO Office, Tufanganj
09-Tufanganj	Mrs. Aisha Masrat Khanam, IAS	7501953466, observertfgwbla26@gmail.com	10.00 a.m. - 11.00 a.m.	Tufanganj Circuit House

Expenditure Observer details as follows :

No. & Name of AC	Name of the Expenditure Observer	Contact No. & E-Mail ID	Visiting Hours	Venue
01-Mekhliganj	Mr. Thamba Mahendra	7063502166, observermkgwbla26@gmail.com	10.30 a.m.- 11.30 a.m.	Mekhliganj Circuit House
02-Mathabhanga		7063502166, observermtbwbla26@gmail.com		
05-Sitalkuchi		7063502166, observerslkwbla26@gmail.com		
03-Cooch Behar Uttar	Mr. D. Sankar Ganesh	8653780566, observercbruttarwbla26@gmail.com	03.30 p.m.- 04.30 p.m.	Circuit House-II, Cooch Behar
04-Cooch Behar Dakshin		8653780566, observercbrdakshinwbla26@gmail.com		
06-Sitai		8653780566, observersitaiwbla26@gmail.com		
07-Dinhata	Dr. Vijay Kr. MD	9679384244, observerdinwbla26@gmail.com	10.30 a.m. - 12 noon	Circuit House-II, Cooch Behar
08-Natabari		9679384244, observernatabariwbla26@gmail.com		
09-Tufanganj		9679384244, observertfgwbla26@gmail.com		

Sd/- District Election Officer
&
District Magistrate, Cooch Behar

দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ২১ মার্চ : রায়গঞ্জ শহরের কসবা নেতাজি মোড় এলাকায় এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম চঞ্চল বর্মন (৩০)। পরিবারের সদস্যরা জানান, শুক্রবার দুপুরে খেয়ে নিজের ঘরে শুতে গিয়েছিলেন ওই তরুণ। তারপর সন্ধেবেলা পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ওই ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। শনিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আজ টিভিতে

জলি এলএলবি-থ্রি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ **স্টার গোল্ড**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ মিস কল, দুপুর ১২.১৫ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৩.৩০ হিরোগিরি, সন্ধে ৬.৪৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.০০ আমার মায়ের শপথ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ভিলেন, দুপুর ১২.৩০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৩.৩০ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ একাই একশো, বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.৩০ আক্রোশ, বিকেল ৫.০০ দিওয়ানা, রাত ৮.০০ মায়া মমতা, ১০.৩০ চিরসাথী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসারের ইতিকথা, সন্ধে ৭.৩০ মহাজন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৫ বাগি, দুপুর ১.১৭ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.১১ এনিমি, রাত ১০.৫৯ সিং ইজ কিং
জি বলিউড : বেলা ১১.৩৩ নসিব অপনা অপনা, দুপুর ২.২৮ নদিয়া কে পার, বিকেল ৫.২৬ দবং, রাত ৮.০০ জুদাই, ১০.৫২ জুর্ম

জি সিনে অ্যাওয়ার্ডস-জশন জারি হ্যায়
সন্ধে ৭টা থেকে **অ্যান্ড পিকচার্সে**

ওয়াইল্ড আফ্রিকা : রিভার্স অফ লাইফ
দুপুর ১.৩০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেটে**

থামা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ **সোনি ম্যাক্স**

পুত্রশোক সামলে রক্তদান চলছেই

আলোর সারথি

প্রতিকূলতা সামলে মানুষের পাশে থেকেছেন। ফিরিয়েছেন জীবন। সেরকমই এক যোদ্ধা ক্রান্তির জয়বুল মাল। তাঁর জীবনের সংগ্রামের কাহিনী কৌশিক দাসের কলমে।

ক্রান্তি, ২১ মার্চ : বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে নীরবে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে চলেছেন ক্রান্তির এক অতি সাধারণ দিনমজুর। গথামের যদি ব্যাটম্যান থাকেন, তবে ক্রান্তির মানুষের বিপদের রক্ষাকর্তা হলেন এই 'ব্লাডম্যান'— জয়বুল মাল।

ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের লেনিন কলোনির বাসিন্দা, ৫৮ বছরের জয়বুলের নিজেরই দিন আনতে পান্তা ফুরোনো অবস্থা। নিয়মিত রক্তদান করলে পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। অথচ দু'বেলা খিদে মেটানো পেটভর্তি খাবারের সঙ্গে দেখা হয় না তাঁর। জয়বুলের রক্তে অসংখ্য মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ ফিরলেও, নিয়তির পরিহাসে তাঁর নিজের ক্যানসার আক্রান্ত বড় ছেলে এক প্রকার বিনা চিকিৎসাতেই মারা যায়। তবুও তিনি মুখ ফেরাননি এই রক্তদান থেকে। নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে দূরদূরান্তে ছুটে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসেন তিনি।

বয়স যখন ২৩, তখন এলাকার একটি ক্লাবের শিবিরে প্রথম রক্তদানের হাতেখড়ি তাঁর। এরপর কার্যত সেটাই নেশাতে পরিণত হয়েছে। গত ৩৫ বছর ধরে মালবাজার, জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়িতে বহুবার এই 'লাল ভালোবাসা' দিতে গিয়েছেন তিনি।

স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে চারজনের সংসারে ভালোমন্দ খাওয়ার সুযোগ কোথায়? রক্তদান করার পর বহু রোগীর আত্মীয় ভালো খাবার খাওয়ানো তো দূরের কথা, পরবর্তীতে খোঁজ অবধি নেন না। অন্যের জন্য বারবার নিজের হৃদয়কে উজাড় করে দিলেও নিয়তি বারবার উপহাস করেছে জয়বুলকে। আর্থিক হাল ফেরাতে প্রথম জীবনে ভ্যানচালক থেকে পরবর্তীতে মাছ বিক্রেতা, দিনমজুরি এমনকি পরিযায়ী শ্রমিকের কাজও করেছেন। আপাতত লটারির টিকিট বিক্রি করেই তাঁর রুটিরুজি চলে।

নিয়তির নির্মম পরিহাসে বছর কয়েক আগে এক ঝড়জলের রাতে

'ব্লাডম্যান'— জয়বুল মাল

শিলিগুড়ির এক মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে বাড়ি ফেরার পর এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছিলেন জয়বুল। দেখেন, মাথা গোঁজার একচিলতে ঝুপড়িটা ঝড়ে উড়ে গিয়েছে। তবুও হাল ছাড়েননি। অমানুষিক পরিশ্রম করে লেনিন কলোনিতে নদীর চরে পুনরায় মাথা গোঁজার আস্তানা গড়ে তুলেছেন। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর মধ্যরাতে রক্তের খোঁজে এলে একবারের জন্যও তাঁর মুখ থেকে 'না' শব্দটা বেরোয় না।

জয়বুলের কথায়, 'যতদিন শরীর সঙ্গ দেবে ততদিন আমি রক্ত দিয়ে যাব। তবে কষ্ট লাগে রক্তদানের পর রোগীর পরিবার অনেকসময় খোঁজও করেন না। রাস্তায় দেখা হলে চিনতেও পারেন না। এখনও অবধি ৬০ বারের বেশি রক্ত দিয়েছি আমি।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
DHURANDHAR THE REVENGE
*ing : Ranveer Singh, Saraarjun, Akshay Khanna
Time : 12.45 & 5 P.M.
Ticket : Rs. 99.40 & Rs.120

(A.C) SILIGURI 9832336881

11.30 AM, 3.45 PM & 8.00 PM

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR THE REVENGE (H)
Time : 12:00 P.M., 4:10, 8:15 P.M.
Dolby with AC

TUITION

■ CBSE, ICSE-5-7 (alll sub.), 8-10 (Eng, Beng, S.Sc etc), 11-12 (Eng, Beng, Hist, Pol. Sc) exp. teacher (M.A. Triple, B.Ed) Siliguri. (M)-9564244215. (C/121127)
■ মহিলা Tuition 3 থেকে 6 বছরের বাচ্চা যত্ন সহ পড়ানো হয়। শিলিগুড়ি-(M) 9735044451. (C/121133)
■ Adept Sir (25 yr. Exp.) teaches Eng. SST (5-12) CBSE/ICSE/WB-8918018183. (C/121136)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অপূর্ব সহজ পদ্ধতি। সপ্তাহে একদিন স্বল্প ব্যয়ে কোচিং। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/121136)

শিক্ষা

■ Car with Automatic transmission ড্রাইভিং শিখতে চাই। Car সহ যোগাযোগ করুনঃ- 8076345853, শিলিগুড়ি। (C/121137)

মিউচুয়াল ট্রান্সফার

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা। জলপাইগুড়ি শহর ও সংলগ্ন স্থান বা ফুলবাড়ি পর্যন্ত হাইওয়ে সংলগ্ন স্থানে যেতে ইচ্ছুক। M - 8158846654. (C/120852)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্রান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত। যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

ভাড়া

■ Rent 2 BHK flat 1st flr. 1050 s.f.+ Garage Near Terangimor, Coochbehar. 9474582821. (C/121131)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, বলাই দাস চ্যাটার্জি রোডে, আনুমানিক ১৪০০ বর্গফুট বাড়ি ভাড়া। স্কুল/অফিস অগ্রগণ্য। ফোনঃ- 8116444206. (C/121128)

জ্যোতিষ

■ হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত ও বিচার, গ্রহ শান্তি যে কোনও সমস্যায় আসুন কিংবা লিখুন - প্রাচীন প্রতিষ্ঠান - জ্যোতিষ ভবন, দিনহাটায়। মো- ৯৬৪৭২১৫৩৭২/৯৯৩২৬৩৮৬৬২. (S/M)
■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121129)

সভা/সমিতি

■ শ্রীশ্রী কৈবল্য নাথের স্বরূপ শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য্য - সপ্তম মোহন্ত মহারাজ আগামী ৩রা এপ্রিল নিউ জলপাইগুড়ি শ্রীশ্রী রামঠাকুর মন্দিরে শুভ পদার্পণ করবেন এবং ৪ঠা এপ্রিল শনিবার শ্রীনাম (দীক্ষা) প্রদান করবেন। শ্রীনাম প্রার্থীদের শ্রীমন্দিরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। - সেক্রেটারি, মন্দির কমিটি।

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ সরাসরি এক রাজ্য সরকারের হস্তগত সংস্থার দ্বারা তৈরি. ১০০% পিওর ও খাঁটি ব্র্যান্ডেড ঘি, পনির, খোয়া, ফ্রেশ জুস ও বিভিন্ন প্রকার healthy প্রোডাক্ট বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সাব ডিস্ট্রিবিউটার দেওয়া হচ্ছে। ইন্টারভিউ এর জন্য যোগাযোগ করুন - 8424060401. (C/121133)

বিক্রয়

■ 364 sqft. Shop for sale at Sevoke More, Hill Cart Road, Siliguri. (M)-94341-86568. (C/121136)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে SBI-এর পাশে Ward-37 সম্পূর্ণ বাড়ি সহ জমি বিক্রয় হইবে। M-7430099823. (C/121207)
■ Near Dum Dum Airport, three residential Flats for Sale 800 sqft and 1700 sqft at Belgharia Expressway- Das 9832301345. (C/121128)
■ Sale Shop 200 sqft., Raja Ram Mohan Roy Road, SLG, 7098207153. (C/121205)
■ 850 sqft. 2 BHK in 2nd Floor & 105 sqft. Garage near Hatimore, Sale, Siliguri. 9749308062/ 8918793788. (C/121213)
■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/121126)
■ শিলিগুড়ি নর্থবেঙ্গল মেডিকেলের নিকটে এবং ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে ও শক্তিগড়ে ফ্ল্যাট বিক্রয়। 94341-81429/8101905858. (C/121133)
■ শিলিগুড়িতে রানিং রিটেল ঔষধের দোকানের মেডিসিন সহ যাবতীয় সেটআপ শীঘ্রই বিক্রয় করা হবে। ফোন করুন-7001881548.
■ শিলিগুড়ি বাবুপাড়াতে সানাই ভবনের পাশে অয়েল ফার্নিশ ফ্ল্যাট ও কভার গ্যারাজ বিক্রয়। (M):- 8777607245. (C/121131)
■ জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে ২ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 9733416191. (C/120857)
■ জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে আশালতা স্কুলের উল্টোদিকের গলিতে, আদর্শ, মনোরম পরিবেশে চার কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ-9932278967. (C/120858)
■ শিলিগুড়ি রাজা রামমোহন রায় রোডে, বীরেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্টে (2BHK) 891 sqft. টপ ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। M : 98320-77658. (C/121121)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কের পাশে, সাড়ে চার/সাড়ে ছয় কাঠায় টিনের বাড়ি অতি সত্বর বিক্রয়। M-9733070550. (C/121231)
■ Ready Flat for sale, E.V. Pally, Sanghati More, Siliguri. M-9832097070. (C/121132)
■ Covered Garage (Gr. Floor/ Flat) 807 sq.ft. (Approx.) with Toilets. Immediate Sale. Sukanta Nagar, Siliguri-06. 89180-81950. (C/121230)
■ রাঙাপানি রেলগেট থেকে 1 km-এর মধ্যে রেজিস্টার জমি বিক্রি হবে। (M) 9800700453. (K/D/R)
■ শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে ঝঙ্কার মোড়ের কাছে বিশাল মেগামার্ট-এর বিপরীতে 1st floor-এ 840 S.F. (2BHK) ফ্ল্যাট বিক্রয়। M-6296224328. (C/121227)
■ শিবমন্দির হালের মাথায় 2.5 কাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য প্রতি কাঠা 14 লক্ষ। M:-7478998997. (M/M)
■ 3 BHK Flat for sale at Subhashpally, Hatimore, Siliguri. Ph : 9832571789. (C/121226)
■ শিবরাম পল্লী মেইন রোড-এর পাশে ৩ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। প্রকৃত ক্রেতার যোগাযোগ কাম্য। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M-7908693890. (C/121225)
■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে নতুন 2BHK ফ্ল্যাট (2nd ফ্লোর) গ্যারাজ সহ/ছাড়া বিক্রয় হবে। দাম মাত্র- 3000/sq.ft. M-7318794323. (C/120859)
■ শিলিগুড়ির Subhaspally-তে এক কাঠা জমি বিক্রয়। (M) 9434011008. (C/121133)
■ Flat for sale in South Bharat Nagar, Siliguri. First Floor 3Bhk 1350 sqft. 3rd floor 3Bhk 1050 sqft & 2 Bhk 700 sqft. Ph: 9933042000.
■ Sale 3/5 Katha Land Near Uttar Kanya Office, Fulbari. Slg. 9434036376. (C/113731)

কর্মখালি

■ Required Executives with Commerce & English Medium Background at Siliguri for a Public Relations Firm. WhatsApp : 9775273453. (C/120631)
■ প্রার্থী প্রয়োজন :- Accountant (Tally, Excel & Word), Tele caller (Female), Data Entry Operator ২-৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যোগাযোগের ঠিকানা- Durga Motors Royal Enfield Showroom Jalpaiguri Ph no - 8515068479/ 8515067504. Email Id - durgamotors.re@gmail.com (C/120856)
■ শিলিগুড়িতে ডাক্তারের বাড়িতে বাঁধা মাঝ বয়সি মহিলা কাজের লোক চাই। (M) :- 8777607245, 7585914414. (C/121131)
■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/121132)
■ শিলিগুড়িতে আমূল দুধের গাড়ি চালানোর জন্য লাইসেন্স সহ ড্রাইভার চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। (M) :- 98324-94825. (C/121132)
■ ডাক্তারের গাড়ি চালাবার জন্য এক্সপার্ট ড্রাইভার চাই। 9 to 8 pm. বেতন 13000/- 9832492627, শিলিগুড়ি। (C/121132)
■ Siliguri CA firm needs Accountant with working Exp. of Excel, Tally, I.TAX, GST.Sal. 15K to 25K. M. 8509630585. (C/121129)
■ Urgently Needs Delivery boy in Siliguri. Mobile No : 8509090070.
■ Require Urgently a Manager and a Factory Assistant for a Small Tea Estate in Dooars. Apply giving detailed particulars of Experience and present emoluments to Usigens98@gmail.com (C/113735)

কর্মখালি

■ Sales Officers with exp & bike required for animal med. in NorthB 9760022331. (K)
■ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির প্রোডাক্ট মার্কেটিং এর জন্য Executive প্রয়োজন। বয়স ৩৫ বছর থেকে ৫০ বছর। যোগ্যতা - মাধ্যমিক। স্থায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধা। যোগাযোগ - 8481964579. (K)
■ Requirement For a Petrol Pump 1) Nozzle Man - 2 Seat, & 2) Manager 1 Seat (Computer enabled) send CV :- 7384308061. (C/121133)
■ Requirement For Famous Restaurant 1) Chef:- 1 Person (Indian Food, mini- 15 Yrs Exp.) 2) Manager Computer enabled (mini- 15 Yrs Exp.) 3) House Keeping :- mini. Exp. 2 yrs. 4) Waiter : mini. Exp. 2 yrs. Send biodata 7384308061. (C/121133)
■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে রান্না ও রান্নাঘরের কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। কাজের সময় সকাল 8.30 টা থেকে সন্ধ্যা 6.30 টা। বেতন 8500 টাকা + খাওয়া। যোগাযোগ +918250412996. (C/121134)
■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/121136)

Requirement of Teachers

■ MGM Sr. Sec. School, Saharghat, Madhubani (CBSE 10+2, Aff. 331331) invites applications for : YouTube Editor, PTI, Special Educator (B.Ed Spl.), Principal (MA+B. Ed, 5 yrs exp), PGT/ TGT/D.El.Ed (Eng, Hin, SST, Phy, Chem, Bio, Math, Commerce). Min 2 yrs exp. Contact : 9199944230, 7903179796, 7424960926. (C/121136)

কর্মখালি

■ শিবমন্দির শিলিগুড়িতে পশুপাখির দোকানে কাজের জন্য, মহিলা কর্মী চাই। থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব। (M) - 9800700453. (K/D/R)

আবশ্যক

■ Land Required for Promoting and Devloping at Siliguri. Ph : 98323-78910. (C/113729)

Vacancies open for 3 persons

■ Both Male and Female can apply. Location 1 :- Alipurduar (Base), Location 2 :- Coochbehar (Base), Location 3 :- Dooars (Base) Required Sales F.O.S (LG Products Under Distributor) Salary - 10,000/- Traveling- 3000/-, Incentive Extra- RS 2500- Rs 5500 Maxium Limit Durga Puja - Bonus Leave - 12 Numbers Contact:- 9832011192. (C/121128)

JERMEL'S ACADEMY HAKIMPARA
(A SENIOR SECONDARY CBSE SCHOOL)
TEACHER VACANCY
KINDERGARTEN TEACHER (1 POST)
REQUIREMENTS
• MONTESSORI TRAINED OR EQUIVALENT
• EXPERIENCE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION PREFERRED
• GOOD COMMUNICATION AND CLASS MANAGEMENT
• PASSIONATE, CARING, CREATIVE, WITH A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS CHILDREN.
INTERESTED CANDIDATES TO WHATSAPP RESUME TO 8101913939
ADMISSIONS OPEN FOR PLAY SCHOOL – UKG (HAKIMPARA CAMPUS) & CLASS I – IX AND XI (ALL STREAMS) AT MAJHABARI CAMPUS.
WHATSAPP ENQUIRIES TO 8101913938

কর্মখালি

■ ড্রাইভার চাই। যোগাযোগ : 9733041645. (C/121135)
■ ফালাকাটাতে লন্ড্রী স্টোর -এ রিসেপশনে কাজ করার জন্য সত্বর পুরুষ/মহিলা কর্মী প্রয়োজন। যোগাযোগের Phone No. - 9239652025. (C/121135)

REQUIRED
A reputed Real Estate & Contractor Firm operating in Siliguri, Sikkim & nearby areas invites applications for the following:
● Accountant
● Data Entry Operator
● Back Office Executive
● Co-Ordinator's
Job Location: Siliguri / Sikkim / Nearby
Qualification & Requirements:
● Knowledge of Accounts, GST & Tally
● Basic computer & MS Excel skills
● Good communication & office handling
● Experience preferred (Freshers may apply)
Interested candidates may apply at: Email: kkghr2@gmail.com
Contact: 90832-81093
Salary no bar for deserving candidates.

REQUIRED
A newly established uPVC Manufacturing Factory invites applications from dynamic and result-oriented candidates for:
● Plant Manager / Production Manager
● Production Supervisor / Shift Incharge
● Extrusion Machine Operators (uPVC)
● Mixing Operator / Line Workers / Helpers
● Quality Control Executive / Lab Technician
● Mechanical / Electrical Engineers
● Maintenance Technician
● Store Keeper / Dispatch Supervisor
● Accountant / Billing Executive
● Data Entry Operator / Office Staff
● Sales & Marketing Executive
Job Location: Siliguri / Kolkata / Nearby Area
Qualification & Requirements:
● Relevant experience In manufacturing preferred (uPVC/PVC industry advantage)
● Technical & machine handling knowledge
● Basic computer knowledge for office roles
● Freshers may apply for junior positions
Apply with resume at: Email: kkghr2@gmail.com
Contact: 90832-81094
Attractive salary & growth opportunities for deserving candidates.

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেলার দাবিতে সরব শিলিগুড়ি

পুরোনো দাবি উসকে দিল ইস্তেহার

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : রাজ্যে সাতটি নতুন জেলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে তৃণমূলের ইস্তেহারে। আর তাতেই শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণার পুরোনো দাবি উসকে দিল নতুন করে। কখনও শিলিগুড়ি মহকুমার সঙ্গে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির একাংশ জুড়ে, কখনও আবার শিলিগুড়ি মহকুমার সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লককে জুড়ে আলাদা জেলা করার দাবি উঠেছে। কিন্তু এখনও এই দাবির বাস্তবায়ন হয়নি রাজনৈতিক দলগুলি ধীরে চলো নীতি নেওয়ায়। তবে বর্তমানে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে শিলিগুড়ির চায়ের দোকান থেকে পাড়ার ঠেকে ফের চর্চায় শিলিগুড়িকে জেলা ঘোষণার দাবি। সরব নাগরিক সংগঠনগুলি।

দার্জিলিং জেলা সদর হওয়ায় জেলা স্তরের সমস্ত অফিস, আদালত শৈলরানিতেই। ফলে মহকুমার মানুষকে অধিকাংশ প্রশাসনিক কাজে দার্জিলিংয়ে যেতে হয় ৭৭ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পেরিয়ে। যে কারণে শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করার দাবি দীর্ঘদিনের। ২০১২ সালে এমন দাবিকে সামনে রেখেই একাধিক আইনজীবী এবং শহরের বিশিষ্টজনদের নিয়ে বৃহত্তর শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। সংগঠনটির ব্যানারে বহুদিন আন্দোলন হয়েছে। সংগঠনের দাবি ছিল, শিলিগুড়ি মহকুমা, সংলগ্ন ডাবগ্রাম এবং বিন্নাগুড়ি মৌজা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লককে নিয়ে আলাদা জেলা করার। সংগঠনের সম্পাদক আইনজীবী রতন বণিক বলেছেন, 'আমরা ১৩-১৪ বছর ধরে শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করার দাবিতে আন্দোলন করছি। দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

কালিম্পং যদি আলাদা জেলা হতে পারে তাহলে শিলিগুড়ি নয় কেন, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর

- তৃণমূলের ইস্তেহারে নতুন সাতটি জেলার কথা থাকায় ফের চর্চা শিলিগুড়িতে
- শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার দাবিতে আন্দোলন চলছে ২০১২ সাল থেকে
- রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতিতে রাজ্য প্রশাসন

যুক্তি, '২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কালিম্পংয়ের জনসংখ্যা ২,৫১,৬৪২ জন। বর্তমানে সেখানে জনসংখ্যা তিন লক্ষের কাছাকাছি। অন্যদিকে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকা সহ মহকুমার জনসংখ্যা ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৩৭ জন। গত ১৫ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক হয়েছে। ফলে কালিম্পংয়ের আগে শিলিগুড়ি আলাদা জেলা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজও জেলা স্তরের যে কোনও কাজে মানুষকে দার্জিলিং দৌড়াতে হচ্ছে।' তাঁর দাবি, রাজ্যে যে রাজনৈতিক দলই সরকার গড়ুক না কেন, শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা ঘোষণা করতে হবে। শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার দাবিতে সরব হয়েছে সদ্য গঠিত শিলিগুড়ি নাগরিক মঞ্চও। সংগঠনের আহ্বায়ক পার্থ চৌধুরীর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি আলাদা জেলা হওয়া উচিত। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে নিশ্চয় এই দাবি বিবেচনা করবে।'

রাজনৈতিক মহল অবশ্য শিলিগুড়িকে জেলা করার ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতির পক্ষপাতি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাহাড়কে আলাদা করে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শিলিগুড়িকে দার্জিলিং জেলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হলে, পাহাড়ের দাবি আরও মান্যতা পেয়ে যেতে পারে, এমন ভাবনা প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে রয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মনে করেন, 'শিলিগুড়ির প্রশাসনিক সমস্ত কাজকর্ম এখানেই হওয়া উচিত। তিন-চার ঘণ্টা গাড়িতে সফর করে দার্জিলিং পৌঁছে কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।' প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর মতে, 'অবশ্যই শিলিগুড়ি আলাদা জেলা হওয়া উচিত।' কিন্তু ভোটের মুখে এসে তৃণমূলের নতুন জেলা করার কথা মাথায় এল কেন, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিদায়ি বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি মহকুমার মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা উচিত।'

অসম থেকে নিখোঁজ স্কুল ছাত্রী উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২১ মার্চ : নিখোঁজ হওয়ার সাতদিনের মাথায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ অসম থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল। গত ১৪ মার্চ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ছোটপথুরামজোত এলাকা থেকে ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি সরকারি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনার দিনই নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে এক তরুণ প্রতিবেশী রাজ্য অসমে নিয়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত ২৪ বছরের তরুণের বাড়ি অসমের ধুবড়ি জেলার হেলাকুড়া এলাকায়। তবে নিজের বাড়িতে না রেখে ধুবড়িতেই তার এক মামার বাড়িতে নাবালিকাকে সে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ২০ মার্চ গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। তবে, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। শনিবার নাবালিকাকে ফাঁসিদেওয়ায় আনা হয়েছে। নিয়মানুযায়ী ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে ওই নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-র হেপাজতে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালতে বিচারকের সামনে তার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে। অন্যদিকে, অভিযুক্তের সন্ধানে পুলিশ তল্লাশি জারি রেখেছে। সাতদিন পর মেয়েকে ফিরে পাওয়ায় নাবালিকার পরিবারে স্বস্তি ফিরেছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, অবশেষে নিখোঁজ স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র পরিবারের হাতে তুলে দিল। গত ১৯ মার্চ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ডাঙ্গাপাড়ার বারোঘরিয়া এলাকার এক নাবালক নিখোঁজ হয়ে যায়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও হদিস না মেলায় রাতেই বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ ডায়েরি করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে, ছাত্রটি সাইকেল নিয়ে ইসলামপুরের দিকে রওনা দিয়েছে। এরপর পুলিশি তৎপরতায় শনিবার তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি প্রীতম লামা বলেন, 'আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নাবালককে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নমাজ পাঠের অনুষ্ঠানে সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী ও তৃণমূলের গৌতম দেব।

অন্য পথে বিজেপি

ইদে জনসংযোগ তৃণমূল-বামের

রণজিৎ ঘোষ ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : উৎসবের আবহে জনসংযোগের সুযোগ হাতছাড়া করলেন না শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম প্রার্থীরা। শনিবার সারা দেশের সঙ্গে শিলিগুড়িতেও ইদুলফিতর পালিত হয়েছে। আর এই উৎসবকে হাতিয়ার করে সকাল থেকেই প্রচারে নেমে পড়লেন শিলিগুড়ির দুই প্রার্থী, তৃণমূলের গৌতম দেব এবং সিপিএমের শরদিন্দু চক্রবর্তী। তবে, বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষকে সেখানে দেখা যায়নি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মাও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি জনসংযোগ চালিয়েছেন। তবে, শংকরের মতোই এড়িয়ে গিয়েছেন শিখা চট্টোপাধ্যায়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আয়োজিত মূল নমাজ পাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন গৌতম এবং শরদিন্দু। সেখানে আলাদাভাবে দুই প্রার্থীই মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের সঙ্গে করমর্দন, আলিঙ্গন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। গৌতম বলেছেন, 'শুধু প্রার্থী হয়েছি বলে এবারই এখানে এসেছি, তেমনটা নয়। আমি প্রতি বছর এইদিন এখানে এসে সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আমরা সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ মিলিতভাবে এই শহরে, বাংলায় বসবাস করছি। আগামীতেও সম্প্রীতি বজায় থাকবে।'

বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষকে অবশ্য এদিন কোনও মসজিদে বা ইদের নমাজে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায়নি।

এদিন সকালে ইদের নমাজ পাঠ শুরু হওয়ার প্রাক মুহূর্তেই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে পৌঁছে গিয়েছিলেন সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু

> **শুধু প্রার্থী হয়েছি বলে এবারই এখানে এসেছি, তেমনটা নয়। আমি প্রতি বছর এইদিন এখানে এসে সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করি।**
>
> **গৌতম দেব** *তৃণমূল প্রার্থী*

চক্রবর্তী। তিনি নমাজে অংশ নেওয়া প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে করমর্দন এবং আলিঙ্গনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সকলকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'শিলিগুড়ি হচ্ছে মিনি ভারতবর্ষ। সবাই মিলেমিশে শহরে বসবাস করছি। আগামীতেও সম্প্রীতি বজায় থাকবে।'

অতীতে সিপিএমের এই প্রার্থীকে কোনও দিন ইদের নমাজে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায়নি। মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতেও দেখা যায়নি। কিন্তু কথায় বলে ভোট বড় বালাই। তাই এবার মন্দির, মসজিদ সর্বত্রই ছুটছেন বাম প্রার্থী শরদিন্দু। দু'দিন আগে তিনি আনন্দময়ী কালীবাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন। শনিবার ইদ উৎসবের ময়দানেও তাঁকে দেখা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি বিধানসভায় মুসলিম ভোটব্যাংক যথেষ্ট রয়েছে। তাই ভোটের প্রচারে ইদ উৎসবের মঞ্চকে ব্রাত্য করতে চাননি সিপিএম প্রার্থী। তিনি বললেন, 'শিলিগুড়িতে আমরা সবাই মিলে শান্তিতে বসবাস করছি। আমাদের শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশকে রক্ষা করতে, আরও মজবুত করতে চাইলে সিপিএমকেই জেতাতে হবে। শিলিগুড়ির মানুষের বক্তব্যকে বিধানসভায় তুলে ধরতেই আমি সবার আশীর্বাদ চাইছি।'

সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দুও দুপুরে জামা মসজিদ এবং মহাবীরস্থান সংলগ্ন কারবালা মসজিদে গিয়েও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শরদিন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পরই তৃণমূল প্রার্থী গৌতম কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নমাজে পৌঁছান। সেখানে নমাজে অংশ নেওয়া প্রত্যেকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন গৌতম। সেখান থেকে তিনি বর্ধমান রোডে কারবালা মসজিদে গিয়েও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তৃণমূল, সিপিএমের মতো মসজিদে গিয়ে বা স্টেডিয়ামের নমাজে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পথ বেছে নেননি শংকর। তবে, তিনি মুসলিম বন্ধুবান্ধবদের ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শংকর বলেছেন, 'কোনও মসজিদে যাইনি। আমার বন্ধুবান্ধবদের ইদের শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

প্রার্থী কবে, প্রচারে পিছিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : ভোট ঘোষণার পর ছয়দিন কেটে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম নিজেদের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার করে প্রচারের ময়দানেও মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই ময়দানে এখনও কংগ্রেসের দেখা নেই। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম প্রার্থীরা সকাল থেকে রাত যেখানে প্রচারে রয়েছেন, সেখানে কংগ্রেস এখনও প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারেনি। যা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতে যত দেরি হবে, ততই যে দল নির্বাচনি লড়াইতে পিছিয়ে পড়বে, মনে করছে দলেরই একটা বড় অংশ। বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীদের নাম জাতীয় কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করবে। তাই জেলার নেতারা দিল্লির দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। তবে ভোট প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিকের। তিনি বলেন, 'রবিবার আমাদের প্রার্থীর নাম দিল্লি থেকে ঘোষণা হওয়ার কথা রয়েছে। প্রার্থী ঘোষণা না হলেও সর্বত্র আমরা ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছি। এদিন কার্সিয়াং প্রচারে গিয়েছিলাম।'

জেলা সভাপতি অস্বস্তি আড়ালের চেষ্টা করলেও একটা বড় অংশের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা হতাশ। তবে প্রকাশ্যে কিছু বলে নেতৃত্বের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না। শিলিগুড়িরই এক কংগ্রেস নেতার কথায়, 'প্রচারে গিয়ে যদি প্রার্থীর মুখ তুলে ধরতে না পারা যায়, তবে প্রচারকে সেই মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। নাম ঘোষণায় দেরি হলে প্রচারের সময়ও কম পাওয়া যাবে।'

কথা ছিল শুক্রবার কিংবা শনিবার কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়ে যাবে। কিন্তু ইদের দিনেও প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়নি। ২৯৪টি আসনে লড়াই করার জন্য প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে সাড়ে তিন হাজারের বেশি নাম জমা পড়েছে। দার্জিলিং জেলাতে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একাধিক নাম জমা পড়েছে। সেখানে দল কেন প্রার্থীতালিকা প্রকাশে এত দেরি করছে, তা নিয়ে দলের নীচুতলার নেতা-কর্মীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। কেননা তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম প্রার্থীদের নামে প্রায় সর্বত্র ছবি দেওয়া পোস্টার, ফ্লেক্স পড়ে গিয়েছে। সেখানে পোস্টার, ফ্লেক্স তো দূরের কথা, কংগ্রেসের দলীয় পতাকা কোথাও সেভাবে চোখে পড়ছে না। নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অমিতাভ সরকার বলেন, 'আমরা বড় দল, কী করে প্রচার করতে হয় জানি। প্রচারের সবটা বাইরে সংবাদমাধ্যমে জানাই না। রবিবার তালিকা প্রকাশ হয়ে যাবে। তালিকা প্রকাশ দেরিতে হওয়ায় প্রচারে সময় কিছুটা কম পাওয়া গেলেও আমরা সেটা মানিয়ে নেব।'

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা

সর্বাধিক প্রচলিত

কোচবিহারে বামফ্রন্টের কোন্দল চরমে

কোচবিহার, ২১ মার্চ : জেলা বামফ্রন্টের অন্দরে কলহ আরও বাড়ল। কোচবিহার উত্তর ও সিতাই কেন্দ্রে আসন বণ্টন নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। রাজ্য বাম নেতৃত্ব কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে আগেই সিপিএমের প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। ঘোষণাকে পাত্তা না দিয়ে ওই দুটি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দেয় ফরওয়ার্ড ব্লক। শনিবার আরেক ধাপ এগিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, সিপিএম যদি কোচবিহার উত্তর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার না করে তাহলে জেলার অন্য আসনগুলিতে, যেখানে সিপিএমের প্রার্থী রয়েছেন, সেখানেও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ঘোষণা করবে।

পালটা সিপিএমের দাবি, ফরওয়ার্ড ব্লক যেভাবে এগোচ্ছে তাতে সিপিএম-ও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। ফব পৃথকভাবে প্রার্থী দিলে সিপিএম-ও প্রতিটি আসনে প্রার্থী দেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের বক্তব্য, 'রাজ্য বামফ্রন্ট যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা তাই-ই মেনে নিয়েছি। এখন জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক যদি আলাদা করে প্রার্থী দেয় তাহলে আমরাও প্রস্তুত রয়েছি। প্রতিটি আসনে আমরাও পৃথক প্রার্থী দেব।' জেলায় প্রধান দুই শরিক দলের কোন্দলে ভোটের মুখে জেলার বামঐক্যের ফাটল ক্রমেই চওড়া হচ্ছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে এদিন কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে নিজেদের ঘোষিত প্রার্থী পঞ্চানন রায়কে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে নেতৃত্ব। সেখানে দীপক বলেছেন, 'রাজ্য বামফ্রন্ট ও জেলা সিপিএমের শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া প্রয়োজন। কর্মীদের লড়াই ও আবেগ নিয়ে তারা ভাবুক। ফরওয়ার্ড ব্লককে কোচবিহার থেকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমাদের আসনে সিপিএমের প্রার্থী দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোচবিহার উত্তর, সিতাই বাদে অন্য আসনগুলিতেও আমরা প্রার্থী দেব। শরিকদল যদি আমাদের আসনে প্রার্থী দেয় তাহলে আমাদের অধিকার রয়েছে অন্য আসনে প্রার্থী দেওয়ার।'

সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কাদা ছোড়াছুড়িতে বেজায় ক্ষুব্ধ নীচুতলার বাম কর্মীরা।

জেলা ও রাজ্য স্তর মিলিয়ে সব আসনেই বামেদের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। সিপিএম ও ফরওয়ার্ড ব্লক একসঙ্গে প্রার্থীর হয়ে প্রচারের কথা থাকলেও বাস্তবে তা প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। যা নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন কর্মীরা। কর্মীদের দাবি, এমনিতেই জেলায় বামেদের শক্তি একেবারেই দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে আসন বিন্যাস নিয়ে জলঘোলা না বাড়িয়ে দুই শরিক নেতৃত্ব বরং সুষ্ঠু সমাধান করে প্রচারে মন দিক।

দল বদলালেন খোকন মিয়াঁ

কোচবিহার, ২১ মার্চ : শেষপর্যন্ত দল ছাড়লেন খোকন মিয়াঁ। কয়েকদিন থেকে তিনি বিদ্রোহী ছিলেন। শনিবার অবশেষে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। কংগ্রেসে যোগ দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করেছেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া বর্ষীয়ান নেতা। শনিবার কোচবিহারে কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েই তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘুদের দিদিভাই শুধুমাত্র মিটিং, মিছিলের জন্য ব্যবহার করছে। তারা পোস্টার, ব্যানার লাগাবে। তারপর কেস কামারিতে গিয়ে জেলে থাকবে।' পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে তিনি কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়াই করবেন বলে জানান। খোকনের কথাতেই পরিষ্কার যে, তিনি প্রার্থী হওয়ার শর্তেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। দলে যোগ দিয়েই তিনি টিকিট পাওয়ায় কংগ্রেসের অন্দরেও চাপা ক্ষোভ রয়েছে।

তৃণমূলের দাবি, খোকন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাদের কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) বলেন, 'ওঁর যদি যাওয়ার হত তাহলে আগেই যেতে পারতেন। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরে কেন? এর থেকে পরিষ্কার যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উনি ওখানে গিয়েছেন।' বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন মনে করেন, 'খোকন মিয়াঁ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় আমাদের কিছুটা হলেও লাভ হবে।'

নির্বাচনে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল যে জয়ের কথা ভাবছে, তার অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে সংখ্যালঘু ভোট। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট যথেষ্ট রয়েছে। বামফ্রন্টের তরফে আগেই এই আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। এবার খোকন মিয়াঁ যদি কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে এখান

দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান খোকনের। শনিবার।

থেকে দাঁড়ান তাহলে তৃণমূলের চাপ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। খোকন এদিন বলেছেন, 'সেই সময়ের দিদি আর আজকের দিদির মধ্যে আমি পার্থক্য দেখছি। ভোট দোরগোড়ায়। এইসময় খেলার মাঠ থেকে এক ঘণ্টা আগে খেলোয়াড়দের ধরে নিয়ে তৃণমূলের বিধানসভার প্রার্থী করা হচ্ছে। অথচ জেলায় প্রবীণরা, যাঁরা তৃণমূলের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে দল করছেন, তাঁদেরই টিকিট জুটল না। এই দলটা কোথায় যাচ্ছে? কারও কাছে কি বিক্রি হচ্ছে? দুঃখদুর্দশা নিয়ে আমি কংগ্রেসে যোগ দিলাম।'

মিছিল

নকশালবাড়ি, ২১ মার্চ : সরহুল উৎসবকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সমাজের মিছিল হল নকশালবাড়িতে। শনিবার আদিবাসী ময়দানে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু হয় আদিবাসী সমাজের মিছিল। নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড়ে মিছিল শেষ হয়। শাল গাছের পাতা, ফুল দিয়ে প্রকৃতিকে পুজো করেন আদিবাসী সমাজের মানুষ।

কৃষ্ণ-খগেশ্বরকে কড়া বার্তা দলের

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২১ মার্চ : মিটেও যেন মিটল না!

রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মনকে নিয়ে দুই নেতার দড়ি টানাটানিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি মার খেতে বসেছে। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ঘাসফুলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ তাই শনিবার সকালে খগেশ্বর রায় ও কৃষ্ণ দাসকে জেলা কার্যালয়ে এক বৈঠকে ডেকে বার্তা দেন। স্বপ্নার হয়ে দুজনকে একসঙ্গে নির্বাচনি প্রচার করতে হবে বলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। কেউ কারও কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দেন। নেতৃত্বের নির্দেশমতো তাঁরা একসঙ্গে কাজ করতে রাজি বলে দুজনে জানিয়ে দেন।

কিন্তু বিকেলেই ছবিটা পুরোপুরি উলটে যায়। সকালের সভার কিছু পরে কৃষ্ণ শিকারপুরে নির্বাচনি প্রচার সারেন। সেখানে খগেশ্বর রায়ের অনুগামীদের একাংশ উপস্থিত থাকলেও আরেকটি অংশ উপস্থিত

স্বপ্নাকে নিয়ে কোন্দল বরদাস্ত নয়

ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের মহিলা ব্লক সভানেত্রী সবার্ণী ধাড়া, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকারের পাশাপাশি খোদ খগেশ্বরও সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে কৃষ্ণ বললেন, 'বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিকে জানানো হয়েছিল। ২৪ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী ময়নাগুড়িতে আসছেন। বিধায়ক ও ব্লক সভাপতি অন্য একটি বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি।' অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে খগেশ্বরের অবশ্য বক্তব্য, 'আইপ্যাক যেভাবে নির্দেশ দেবে সেইমতো কাজ করব। আইপ্যাক আমাকে ওই বৈঠকে যাওয়ার কোনও নির্দেশ না দেওয়ায় আমি সেখানে যাইনি।' রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি বললেন, 'যৌথ সভাদলের তরফে ২৪ তারিখ থেকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' বিজেপির রাজগঞ্জ বিধানসভার মিডিয়া তপন রায় বললেন, 'ওপর ওপর মিল হলেও ভিতরে দুই নেতার মধ্যে লম্বা ফাটল থেকেই গেল।'

স্বপ্নাকে রাজগঞ্জ কেন্দ্রে জেতাতে দলনেত্রী খগেশ্বরকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুক্রবার খগেশ্বরের ডাকা প্রচার কর্মসূচিতে কৃষ্ণের অনুগামীরা স্বপ্নাকে আসতে বাধা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ফলে ক্ষুব্ধ খগেশ্বর নিজেই সদলবলে বেলাকোবায় স্বপ্নার প্রচারে দেওয়াল লেখা শুরু করেন। এই দুই নেতার স্বপ্নাকে নিয়ে দড়ি টানাটানিতে রাজগঞ্জে বিরোধীরা অ্যাডভান্টেজ যাতে পেয়ে না যায় তাই তড়িঘড়ি শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টিতে শুক্রবার রাতেই হস্তক্ষেপ করে। জেলা সভানেত্রী শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল অফিসে সাতসকালে দুই বিক্ষুব্ধ নেতাকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন। তাতে সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দল মনে করছে।

কথা না শোনাতেই প্রেমিকাকে 'শাস্তি'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : প্রেমে অধিকারবোধ থাকা ভালো, কিন্তু তা মাত্রা ছাড়ালে? এই ওভার-পসেসিভনেসের ঝক্কি কী হতে পারে তা হোটেলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচারের শিকার হওয়া তরুণী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। হোটেলে তিনদিন বন্দি রেখে ওই তরুণীর ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো ধৃত প্রেমিক অভিনব ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ উদ্বেগজনক তথ্য পেয়েছে। সম্পর্কে কিছু বিষয় নিয়ে প্রেমিকার ওপর নাকি ওই তরুণের খুব রাগ হয়েছিল। আর তাই তাঁকে শাস্তি দিতে ওই তরুণ তাঁকে লাগাতার ধর্ষণের পাশাপাশি গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার মতো শাস্তির পরিকল্পনা করেছিলেন।

বিষয়টি সামনে আসায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম মজুমদারের বক্তব্য, 'আসলে এখনও একশ্রেণির পুরুষের মধ্যে মহিলাদের ওপর আধিপত্য কায়েমের মানসিকতা রয়েছে। আর সে থেকেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।'

ওই তরুণী আগে বারে কাজ করতেন। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, বারে যাতায়াতের সূত্রেই অভিনবর সঙ্গে ওই তরুণীর পরিচয়। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে সেই সম্পর্কের গাঢ় হওয়া। তবে সময় গড়াতেই তরুণ ওই তরুণীর ওপর অধিকারবোধ ফলানো শুরু করেন বলে অভিযোগ। কথা না শুনলে রাগ দেখানো, মাঝেমধ্যেই আজেবাজে কথা শুনিয়ে দেওয়া চলত। অভিনবর কথা মতোই ওই তরুণী বারে কাজ ছেড়ে দেন বলে দাবি। কিন্তু ওভার-পসেসিভনেসের মাত্রা যে পরে অতটা বেড়ে যেতে পারে তা ওই তরুণী কখনই বুঝে উঠতে পারেননি।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তরুণীর দাবি, কিছুদিন ধরেই প্রেমিক তাঁকে পার্টিতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন। মঙ্গলবার রাতে তিনি সেইমতো রাজিও হন। ওই তরুণীর কথায়, 'আমি ভাবতেই পারিনি ওর মনে এতটা রাগ জমে আছে। নইলে কখনই পার্টিতে যাওয়ার বিষয়ে রাজি হতাম না। ওভাবে হোটেল থেকে বের না হতে পারলে হয়তো শেষই হয়ে যেতাম।'

এদিকে, ওই তরুণের কীর্তিতে সচেতন নাগরিক সমাজ উদ্বিগ্ন। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অত্যুহা বাগচীর বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে একটি হিন্দি সিনেমা দেখেছিলাম। সেখানে মূল অভিনেতার মধ্যেও এই অভিযুক্ত তরুণের মতো মানসিকতা দেখেছি। এমন কিছু সিনেমা, ওয়েবসিরিজের কাহিনীর প্রভাব মানুষের মনে পড়ে।' মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী মৌকণা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'হয়তো ওই তরুণের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রচণ্ডভাবে বজায় রয়েছে। আর এর জেরে তিনি শেষপর্যন্ত ওই ঘটনা ঘটিয়েছেন।'

সৌজন্য মৈত্র ও পিয়া মৈত্র বহুদিন সম্পর্কে ছিলেন। বর্তমানে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। সৌজন্য বলছিলেন, 'সম্পর্ক মানেই একে অপরকে সম্মান করা। কিছুদিন আগেই একটি বাইক কেনার চিন্তাভাবনা করেছিলাম। স্ত্রী স্কুটার নিতে বললেন। প্রথমে ওই সিদ্ধান্তে রাজি হইনি। পরবর্তীতে স্ত্রীর কথামতো স্কুটার নিই। এখন দেখছি, তাতেই লাভ হয়েছে।' পিয়ারও একই বক্তব্য, 'রাগের মাথায় মোবাইল ভেঙেছি। তারপর ভুল বুঝে ক্ষমাও চেয়েছি। এভাবেই তো সম্পর্ক আজীবন টিকে থাকে।'

অভিনব আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলে কী করবেন? প্রশ্নটা শুনে নিগ্রহের শিকার হওয়া তরুণী হকচকিয়ে যান। পরে কোনওমতে বললেন, 'এখনই অতটা ভাবতে চাইছি না। আগে এই পরিস্থিতি থেকে বের হই, তারপর দেখা যাবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা উৎপল সরকার - কে 27.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99L 85501 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " ডিয়ার লটারি মানে সকল মানুষের সমৃদ্ধি। আমরা এই স্লোগানটিকে প্রত্যেক সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য বলে ধরে নিতে পারি, কারণ ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়া মানুষের সংখ্যা আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে চলেছে। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রচারে বেরিয়ে অস্বস্তি বিজেপি প্রার্থীদের

মুখোমুখি শিখা ও প্রীতিকণা। শনিবার শিলিগুড়িতে।

বাদানুবাদে জড়ালেন শিখা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : শনিবারের সকালে ভোটের প্রচারে নেমে বারবার অস্বস্তিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হল বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়কে। দশরথপল্লিতে গিয়ে তিনি সরাসরি তৃণমূল কাউন্সিলার তথা বরো চেয়ারম্যান প্রীতিকণা বিশ্বাসের সঙ্গে হিন্দুত্ব রক্ষার তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। আবার বোতল কোম্পানি মোড়ে প্রচারের সময় এক দোকানদার শিখার উদ্দেশে প্রশ্ন করে বসলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় আপনাকে দেখা যায়নি।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিখার সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মীরা ওই তরুণের সঙ্গে কিছুটা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন।

শিখা অবশ্য পরে দুটো ঘটনারই সাফাই দিয়েছেন। সেই দোকানদারের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই লড়াই দেশকে বাঁচানোর লড়াই।' আর প্রীতিকণার সঙ্গে বাগযুদ্ধের প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রীতিকণাকে বললাম, আপনারা কাঁটাতার দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন না কেন? নরেন্দ্র মোদি প্রচুর টাকা দিচ্ছেন কাঁটাতার দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা কাজ করছেন না।' অন্যদিকে, শিখার প্রতিদ্বন্দ্বী, তৃণমূলের প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার বক্তব্য, 'প্রীতিকণার সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা আমি শুনে তারপরই কোনও মন্তব্য করব।'

শনিবার সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে বের হন শিখা। এদিন পূর্বপরিকল্পিত সূচি হিসেবে তিনি চলে যান পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লিতে। প্রচার চলার মধ্যেই হঠাৎ করে শিখার মুখোমুখি হয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা বরো চেয়ারম্যান তৃণমূলের প্রীতিকণা বিশ্বাস। মুখে হাসি নিয়েই শুরু হয় একে অপরের সঙ্গে বাগযুদ্ধ। সেই বাগযুদ্ধের মূল ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়, 'হিন্দুত্ব'। প্রীতিকণা বলেন, 'আপনি হিন্দুত্বের কথা বলছেন। সেই হিন্দুত্ব রক্ষা করার কথাই যদি হত, তাহলে সাধুদের ওপর আক্রমণ হত না।' এরপর 'নমস্কার' বলে প্রীতিকণা বেরিয়ে যেতে চাইলে তাঁকে আটকান শিখা। শিখা এরপর বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'সবার আগে দেশ বড়। বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। তার একপাশে বিভিন্ন জায়গায় জামায়াতেরা জিতেছে। তারা কিন্তু এদেশে হানা দেবে। আমাদের ওপর অত্যাচার হবে।' এরপর প্রীতিকণা পালটা প্রশ্ন করেন, 'সীমান্ত তো আপনাদের। সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব তো আপনার। সীমান্ত দেখার কথা আপনাদের। কিন্তু আপনি বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন।' এরপরই প্রীতিকণার এক সঙ্গী বলে ওঠেন, 'সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার দায়িত্ব আপনার।' পালটা শিখার এক সঙ্গী বলেন, 'আপনারা আগে জমি দিন।' এরপর অবশ্য হাসিমুখেই দুইজন নিজের নিজের পথে এগিয়ে যান। এব্যাপারে প্রীতিকণাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম দেব, রঞ্জন শীলশর্মা সকলেই অনেক বেশি মার্জিনে জিতবেন।'

> বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। তার একপাশে বিভিন্ন জায়গায় জামায়াতেরা জিতেছে। তারা কিন্তু এদেশে হানা দেবে। অত্যাচার হবে।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**

এরপর শিখা চলে যান পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে ভোট চাইতেই বোতল কোম্পানি মোড়ের এক দোকানদার বলে ওঠেন, 'এসআইআর-এর সময় আপনাকে দেখা যায়নি।' এরপর শিখার সঙ্গে থাকা এক সঙ্গী ওই দোকানদারকে পালটা প্রশ্ন করে বলেন, 'আমি তো এখানে ছিলাম। তুমি কি আমাকে দেখনি?' অন্যদিকে, শিখা এদিন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গাও ঘোরেন।

প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলেন আনন্দময়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ মার্চ : ভোট প্রচারে বেরিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। রাস্তাঘাট, নিকাশিনালার সংস্কার নিয়ে বিধায়ককে প্রশ্ন করতেই এক বাসিন্দার সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। যা নিয়ে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। বাসিন্দাদের এইসব প্রশ্নে বিধায়ক বেশ অস্বস্তিতে পড়েন। ভোটের মুখে শনিবার এমনই ঘটনার সাক্ষী রইল নকশালবাড়ি।

এদিন ছিল নকশালবাড়িতে সবচেয়ে বড় হাট। আশপাশের গ্রামের প্রচুর মানুষ হাটে আসেন। প্রচারের এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি বিজেপির বিধায়ক। হাটে ব্যবসায়ীদের মন জয় করতে সকাল থেকেই জনসংযোগে জোর দেন আনন্দময়। এদিন প্রথমেই নকশালবাড়ির ইসকন মন্দিরে পুজো দেন। এরপর বড় মণিরামজোতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিধায়ক দলীয় কার্যালয়ে আসেন। সেখান থেকেই লিফলেট নিয়ে বাজারে জনসংযোগ শুরু করেন। তবে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের রাস্তায় আসতেই এক বাসিন্দার প্রশ্নের মুখে পড়েন। নকশালবাড়ি বাজারের বাসিন্দা রিজু ঘোষ বাড়ি থেকে বের হয়েই বিধায়ককে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রথমেই রিজু প্রশ্ন করেন, গত ৫ বছরে তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি। গত ৫ বছরে তিনি কোথায় ছিলেন?

বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'এই পাড়ার ড্রেনের অবস্থা, রাস্তার অবস্থা দেখেছেন? আপনি কতবার এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন?'

ফান্ডের দোহাই দিয়ে ওই তরুণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন আনন্দময়। বিধায়ককে পালটা জবাব দিয়ে ওই তরুণ বলেন, 'ফান্ডের বিষয়ে আমি জানি না। একবার এলাকায় এসে খোঁজ নিলে আমরা আপনার সঙ্গে থেকে রাস্তার জন্য, ড্রেনের জন্য আন্দোলন করতাম। শেষপর্যন্ত সভাধিপতি এলাকার ড্রেন, রাস্তা সংস্কারের কাজ করেছেন।' তবে বিধায়ক তরুণের কাঁধে হাত রেখে লিফলেট দিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন, '২০২৬ সালে এই সরকারের বিসর্জন হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এদিকে, বিধায়কের সঙ্গে এমন বিতর্ক দেখে আশপাশে প্রচুর ব্যবসায়ী জড়ো হয়ে যান। বিবেক সিংহ নামে এক দোকানদার বলেন, 'আমাদের এলাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা নিকাশিনালা। এখন ভোটের মুখে ড্রেনের কাজ হচ্ছে। জানি না, কবে শেষ হবে। বিধায়কের কাজ করা দরকার ছিল।'

ওই এলাকার ব্যবসায়ী ধর্মেন্দ্র পাঠক বলছেন, 'দুজনেই সঠিক জায়গায় রয়েছেন। সাধারণ মানুষ বিধায়ককে ভোট দিয়েছেন অনেক আশা নিয়ে। এলাকার উন্নয়নে গত ৫ বছরে বিধায়ক তহবিলে কোনও কাজ হয়নি এটা যেমন সঠিক, ঠিক তেমনই বিধায়কের তহবিলে কাজ করতে দেওয়া হয় না, এটাও সঠিক। কিন্তু এই সমস্যাগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা প্রয়োজন ছিল বিধায়কের।'

বিধায়ক যখন নকশালবাড়ি হাটে জনসংযোগে ব্যস্ত ঠিক তখনি নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড়ে এক আদিবাসী মিছিলে হাঁটছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। অরুণ ঘোষ বলেন, 'গত ৫ বছরে বিধায়ক কাজ করলে সাধারণ মানুষ এভাবে প্রশ্ন করতেন না।'

প্রচার শেষে আনন্দময় বলেন, 'প্রতিবারের নির্বাচনে এই নকশালবাড়ি থেকে আমরা প্রচুর ভোটে জয়লাভ করেছি। গত ১৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি চাইছে।'

বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় স্থানীয় বাসিন্দা। শনিবার।

অবশেষে রোমা-রিনার সাক্ষাৎ

ফাঁসিদেওয়া, ২১ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীপদের দৌড়ে অন্যতম নাম ছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার। তবে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে রিনা টোপ্পো এক্কার নাম ঘোষণার পর থেকেই রোমাকে সেভাবে প্রচারের ময়দানে দেখা যায়নি। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছিল, তবে কি প্রার্থী না হতে পারার অভিমান থেকেই দূরত্ব বজায় রাখছেন রোমা?

এদিকে, রোমার প্রার্থী হওয়া নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। এরপর কলকাতা থেকে শাসকদলের প্রার্থী ঘোষণা হতেই রিনার নাম নিশ্চিত হয়। শনিবার সকালে রোমার বাড়িতে পৌঁছান প্রার্থী রিনা। কোনও নির্দিষ্ট শিডিউল না থাকায় এই 'সারপ্রাইজ ভিজিট' কার্যত রাজনৈতিক চমক তৈরি করেছে। দুই নেত্রী এদিন একান্তে কথাও বলেন।

রোমা স্পষ্ট করেছেন, 'দলের সিদ্ধান্তের উপর আমার কোনও ক্ষোভ নেই এবং দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে রিনার পাশেই থাকব।

ফাঁসিদেওয়া

সোমবার থেকে প্রচারে যাব।' একইভাবে রিনাও রোমাকে সঙ্গে নিয়েই প্রচারের ময়দানে নামার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি আগে থেকে না জানিয়েই ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। রোমা আমার বোনের মতো।' তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর তাঁদের এদিনই প্রথম দেখা।

অন্যদিকে, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য মহম্মদ আইনুল হকের সঙ্গেও এদিন সন্ধ্যায় দেখা করেছেন রিনা। প্রার্থী ঘোষণার পর ফাঁসিদেওয়া এলাকায় প্রচারের ময়দানে কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষকে রিনার সঙ্গে দেখা গেলেও, আইনুলের অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে, আইনুলের মতো পোড়খাওয়া নেতার নিষ্ক্রিয়তা ঘাসফুল শিবিরকে চাপে ফেলতে পারত।

হয়তো তা বুঝতে পেরেই রিনা তাঁর বাড়িতে যান। আইনুল বলেন, 'আমার মারাত্মক জ্বর, সর্দি হয়েছিল। তবুও গতকাল জালাস নিজামতারা অঞ্চলে দলের পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলাম।' এদিন প্রার্থী তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পর আইনুলের আশ্বাস, 'শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে খুব দ্রুতই তিনি সরাসরি প্রচারের ময়দানে নামবেন।'

নির্বাচন ঘোষণার পর প্রথম শনিবার ইদের দিনে বিধাননগরের সৈয়েদাবাদ, ঝিঙিবাড়ি, ভাতিগছ, ফলানুগছ, ঘুঘুঝোরা হয়ে রামকৃষ্ণপল্লি এবং পালপাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেছেন রিনা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি বিকেলে ঘোষপুকুরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক হয়। সন্ধ্যায় চটহাট এবং রাতে বিধাননগরে কালীপুজোর অনুষ্ঠানেও যোগ দেন শাসকদলের প্রার্থী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
রাস্তা যখন খেলার মাঠ।। হলদিবাড়ি স্টেশন চত্বরে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

প্রার্থী খুঁজতে হিমসিম বামেরা

ইসলামপুর ও চোপড়ায় হতাশ লাল শিবির

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২১ মার্চ : ইসলামপুর ও চোপড়া বিধানসভা আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি সিপিএম। এ নিয়ে বাম শিবিরের কর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে বলে খবর। দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী চোপড়ার বাসিন্দা। ফলে চোপড়া নিয়ে সিপিএমের অবস্থান রাজনৈতিক মহলে এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

২০১৬ এবং ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ইসলামপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসন জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) এবং কংগ্রেসকে 'হ্যান্ডওভার' করেছিল সিপিএম নেতৃত্ব। ফলে এবার এখনও প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা। দলের শীর্ষ স্তরের এক নেতা বলছেন, 'রাজ্য নেতৃত্ব কেন বিলম্ব করছে, তা বুঝতে পারছি না। কর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হচ্ছে।' যদিও জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল বলছেন, 'চোপড়া ও ইসলামপুর আসনে পার্টির সিম্বলেই প্রার্থী হবে।' সঙ্গে 'প্রার্থী সংকটের' তত্ত্ব উড়িয়ে আনওয়ারুলের যুক্তি, 'এসআইআর-এ প্রচুর নাম বিচারাধীন। তাই নাম ঘোষণায় বিলম্ব হচ্ছে।'

সিপিএমের জেলা সম্পাদক যতই যুক্তি দিন, দলের অন্দরে কানাঘুষো খবর, 'ইসলামপুর আসন থেকে একজনের নাম চূড়ান্ত করে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে।' যদিও এই প্রশ্ন এড়িয়ে আনওয়ারুলের মন্তব্য, 'আপনাদের কাছে এমন রিপোর্ট থাকতে পারে। আমার জানা নেই।'

সামাজিক মাধ্যমে সিপিএম ক্যাডারদের 'মুভমেন্ট' দেখলে মনে হবে, এই দুই আসনে বাম প্রার্থী জোর টক্কর দিতে প্রস্তুত। কিন্তু 'গ্রাউন্ড জিরো' অন্য কথা বলছে। গত দুটি বিধানসভা ভোটে ইসলামপুর আসনে শীর্ষ নেতৃত্ব কম্প্রোমাইজড হয়ে দলের সর্বনাশ করেছে বলেও মন্তব্য করেছেন পদাধিকারীদের একাংশ। তাঁদের যুক্তি, ইসলামপুর আসনে জেডিইউ-র ঝান্ডা ধরার লোক নেই। অথচ ২০১৬ সালের ভোটে শীর্ষ নেতৃত্ব সমঝোতা করে নিল। ২০২১ সালের ভোটেও কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে গিয়েছিল শীর্ষ নেতৃত্ব। যার খেসারত হিসেবে এলাকায় সাংগঠনিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।

তবে ২০১৯ সালের ইসলামপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু দলীয় প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১০ হাজারের গণ্ডি পার করতে পারেনি। সেই সময়ও এই ভরাডুবির জন্য ২০১৬ সালে জেডিইউ-কে এই আসন ছেড়ে দেওয়াকে দায়ী করেছিলেন দলের একাংশ। চোপড়া ও ইসলামপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় 'লাল পার্টির' কর্মী-সমর্থক আজও রয়েছেন। এবার পার্টির সিম্বলে কে লড়বেন, তা জানতে চাপা উৎসাহও নজরে পড়েছে। সঙ্গে সিপিএমের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা চাইছেন, শীর্ষ নেতৃত্ব দ্রুত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করুক। প্রার্থীর নাম ঘোষণা নিয়ে আনওয়ারুল বলছেন, 'দুটি বিধানসভা ভোটে ইসলামপুর আসন হ্যান্ডওভার করা হয়েছিল। কিন্তু এবার ইসলামপুর এবং চোপড়া দুটি আসনেই পার্টির সিম্বলে লড়াই হবে। কিছু টেকনিকাল বিষয় আছে, যা নিয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে। তবে দুই-একদিনের মধ্যেই এই দুটি আসনে সিপিএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়ে যাবে।'

শালের লগ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : শালের লগ পিকআপ ভ্যানে পাচার করার সময় বন বিভাগের হাতে ধরা পড়ে গেলেন বাবাই দেবনাথ (৩২) নামে এক চালক। ধৃতের বাড়ি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায়। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা পিকআপ ভ্যানটি আটক করেন। শালের লগের বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে জামিন মঞ্জুর হয়। পিকআপ ভ্যান এবং শালের লগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নিকাশি ব্যবস্থার হালে ক্ষোভ

চোপড়া, ২১ মার্চ : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সীভিটা গ্রামে নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। শনিবার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এলাকায় গিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার ব্যাপারে গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করেন। অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই গ্রামের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, গত ৬ মাস ধরে মাঝেমধ্যেই নালার জল উপচে সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন প্রধান মহম্মদ হানিফ বলেন, 'আগে নিকাশিনালার জল একটি নির্দিষ্ট জমির দিকে গিয়ে পড়ত। কিন্তু, ওই জমির মালিক জায়গাটি ভরাট করে দেওয়ায় জল বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে রাস্তায় জল জমে থাকছে।' অন্যদিকে, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'আমি নিজে এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

সিপিএমের যুব সংগঠনে ফাটল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : ভোটের মুখে বড় ফাটল সিপিএমের যুব সংগঠনে। ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যপদ ছাড়ছেন একের পর এক নেতা। যা নিয়ে শুধু ডিওয়াইএফআই নয়, সিপিএমের অন্দরেও হইচই পড়ে গিয়েছে। জেলা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সংগঠনের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছিল বলে খবর।

এর আগে রাজ্য নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সামনেই জেলা সম্পাদক নির্বাচন নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন যুব সংগঠনের একাংশ। যেভাবে, যে পদ্ধতিতে জেলা সম্পাদক বাছাই হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। কিন্তু বিক্ষুব্ধদের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ ছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিন জেলা নেতার পদত্যাগের চিঠির ধরন একইরকম।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী এবং ৪ নম্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জেলা নেতৃত্বকে চিঠি দিয়েছেন দীপঙ্কর সরকার। তারপর থেকেই তিনি একপ্রকার ঘরে বসে গিয়েছেন। শুক্রবার ওই লোকাল কমিটির সভাপতি এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অপর সদস্য শুভ্রদেব ভট্টাচার্যও ইস্তফা দিয়েছেন। তিনিও জেলা সম্পাদককে হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠিয়ে অব্যাহতি চেয়েছেন। সভাপতি এবং সম্পাদক পদত্যাগ করায় ডিওয়াইএফআইয়ের ৪ নম্বর লোকাল কমিটিই ভেঙে গিয়েছে। একইদিনে সংগঠনের দীর্ঘদিনের জেলা কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সমাদ্দারও পদত্যাগের কথা জেলা সম্পাদককে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে ডিওয়াইএফআইয়ের অন্তঃকলহ দীর্ঘদিন ধরেই চর্চায় রয়েছে। জেলা সম্পাদক বদলের পরে সেই অন্তঃকলহ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এবার ভোটের মুখে একের পর এক সদস্যর পদত্যাগ ঘিরে কার্যত অস্বস্তিতে সিপিএমও। একাংশের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জেলা সম্পাদক কিছু কাছের মানুষকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। পদত্যাগের বিষয়ে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি শুভ্রদেব। ইস্তফার চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'ব্যক্তিগত কারণেই এই পদত্যাগ। সংগঠনকে প্রয়োজনমতো সময়ও দিতে পারছি না। আগামীতেও হয়তো সময় দিতে পারব না।'

তবে, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভ্রদেব বিধানসভা ভোটে সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর হয়ে প্রচারে হাঁটছেন। প্রশ্ন উঠছে, সংগঠনে সময় দিতে না পারলে দলীয় প্রার্থীকে কীভাবে সময় দিচ্ছেন? শরদিন্দু বলেছেন, 'কে ইস্তফা দিয়েছেন জানি না। শুভ্রদেব তো আমার সঙ্গে প্রচারে রয়েছেন।' দীপঙ্কর সরকার এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'এটা পার্টির অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

সূত্রের খবর, শুভ্রদেব দলের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করলেও দীপঙ্কর সদস্যপদও পুনর্নবীকরণ করেননি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের জন্য মার্চ মাস পর্যন্ত হাতে সময় রয়েছে।' আর জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগী দীপঙ্কর সমাদ্দারের বক্তব্য, 'সাংগঠনিক কাজে সময় দিতে পারছিলাম না।'

ভোটের মুখে যুবশক্তিতে কেন এই ধস এ ব্যাপারে ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলছেন, 'তিনজনের সঙ্গেই কথা হয়েছে। তাঁরা ব্যক্তিগত কারণে দলকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারছেন না বলে এই অব্যাহতি নিয়েছেন।'

অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার

চোপড়া, ২১ মার্চ : শুক্রবার চোপড়া থানার জিরোপানি সীমান্ত এলাকায় এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করেছে বিএসএফ। ধৃত তরুণের নাম মহম্মদ জহিরুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের পঞ্চগড় থানা এলাকায়। চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের অভিযোগে বিএসএফ ওই তরুণকে আটক করে। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতকে শনিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে বাসন্তী প্রতিমায় তুলির টান। শনিবার। ছবি : সুশান্ত পাল

কবিতা দিবস

জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ : বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার পুরসভার নেতাজি সুভাষ প্রয়াস অডিটোরিয়ামে 'শ্রুতি মধুর' নামের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাচিক সংস্থা শব্দশ্রুতি। আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, বাচিক-আঙ্গিক পরিবেশন করেন জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা বাচিকশিল্পীরা। এছাড়াও সন্ধ্যায় 'দ্বেষের ঊর্ধ্বে দেশের কবিতা' বিষয়ে আলোচনা হয়। ছিলেন সুশান্ত নিয়োগী, জয়শীলা গুহ রায়, আকাশ পাল চৌধুরী।

দুর্ঘটনায় জখম

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : বাইক ও স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ৩ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বাগডোগরার কাছে কেষ্টপুরে এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের প্রথমে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

শংকরকে নিয়ে পোস্টারের লড়াই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : ভোটের মুখে পোস্টার এবং পালটা পোস্টার ঘিরে শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায় বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়তে শুরু করেছে। 'ডঃ শংকর ঘোষ আমাদের এমএলএ আমাদের বন্ধু', বিজেপি প্রার্থীর হয়ে 'টিম শিলিগুড়ি' নামে একটি সংগঠন এমন পোস্টারিং করছে। আর শংকরকে আবার বিধায়ক চেয়ে লাগানো সেই পোস্টারের গা ঘেঁষে 'বয়কট বিজেপি' বলে বেনামে পালটা পোস্টার সাঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে টিম শিলিগুড়ির পোস্টারের পাশে বয়কট বিজেপি লেখা পোস্টার আসলে তৃণমূলের তরফে সাঁটানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি শিলিগুড়ির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বয়কট বিজেপির পোস্টার সাঁটানো নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ভয় পেয়ে আড়াল থেকে পদ্ম শিবিরের প্রতীক ব্যবহার করে প্রচার করছে। বয়কট বিজেপি লেখা পোস্টারে সাদা পদ্ম ফুলের চিহ্নে লাল রং দিয়ে কাটা চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। তাতে লেখা 'বাংলার মর্যাদা নিয়ে রাজনীতি চলবে না'।

টিম শিলিগুড়ির তরফে চন্দন দে দাবি করেন, 'সংগঠনের তরফে শংকর ঘোষকে চেয়ে দুই হাজার পোস্টার ইতিমধ্যে লাগানো হয়েছে। আরও পাঁচ হাজার পোস্টার লাগাব। শংকর ঘোষ আমাদের সামাজিক কাজ করতে সহযোগিতা করেন। তাই নিজেদের খরচে ওঁর হয়ে আমরা পোস্টার লাগিয়েছি। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের নই।' ভোট ঘোষণা হওয়ার ৬ দিনের মধ্যে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলি একে ওপরকে নিশানা করে পোস্টার, ফ্লেক্স লাগাতে শুরু করেছে। তবে বেনামে পোস্টার এবার শিলিগুড়িতে প্রথম।

বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ও বিপক্ষে পোস্টার। শনিবার শিলিগুড়িতে।

বেনামে পোস্টারিং নিয়ে বিজেপি প্রার্থী শংকর বলছেন, "টিম শিলিগুড়ির ফেসবুক পেজ রয়েছে। কিন্তু নামহীনভাবে 'বয়কট বিজেপি' লিখে প্রচার করা হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা তৃণমূলের কাজ। রামভজন মাহাতোর উপস্থিতিতে এই পোস্টারিং করা হয়েছে। বিজেপির প্রতীক নিয়ে তৃণমূল যা করছে, তা কি শোভনীয়? তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে না পেরে আড়ালে থেকে এসব পোস্টার লাগিয়ে প্রচার চালাচ্ছে।"

এদিকে, দার্জিলিং (সমতল) জেলা তৃণমলের নেতা রামভজন মাহাতো বলছেন, 'বিজেপি বয়কট, পোস্টারিং আমরা শুরু করেছিলাম। শংকর ঘোষ যদি মনে করেন আমার নেতৃত্বে এটা লাগানো হচ্ছে, তাতে কিছু এসে যায় না। তৃণমূল তো সবসময় বিজেপিকে বয়কট করবে। শংকর ঘোষকে বন্ধু বানিয়ে যে পোস্টার দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও প্রচারকের নাম নেই।'

এদিকে, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বেসরকারি জায়গায় লাগানো তৃণমূল ও বিজেপির পোস্টারিং নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা খুলে নেওয়ার ঘটনায় শনিবার উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানে নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপির স্থানীয় নেতারা কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে যায়। পরে অবশ্য নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা বেসরকারি জায়গায় ফ্লেক্স পুনরায় লাগিয়ে নিতে বলেন। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সহ সভাপতি শ্যামল বিশ্বাসের কথায়, 'কমিশনের কর্মীরা বুঝতে না পেরে প্রথমে তৃণমূলের এবং পরে আমাদের ফ্লেক্স খুলে ফেলে। কিন্তু পরে কর্মীরা ভুল বুঝতে পারেন। আমারা ফের সেখানে ফ্লেক্স লাগিয়েছি।'

...শশী হে !

মায়ের মুখের রূপকথা থেকে মহাকাশ জয়ের মঞ্চ

দেবাশীষ সরকার

শিশুকালে ঠোঁটে বোল ফোটার আগেই মায়ের কোলের ওমে জীবনের প্রথম চাঁদ দেখার আসর বসে। পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তেই শিশুদের এই এক অভিন্ন অভিজ্ঞতা। কিন্তু নিতান্তই এক দুপেয়ে প্রাণী থেকে 'মানুষ' হয়ে ওঠার প্রায় ২০ লক্ষ বছরের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ঠিক কোন স্তরে এসে শুরু হয়েছিল এই চাঁদ দেখা?

ফ্রান্সের বোর্দো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি দেড় ফুট লম্বা চুনাপাথরের মূর্তির কথা বলা যাক। এক অন্তঃসত্ত্বা নারী, যাঁর ডান হাতে উঁচু করে ধরা একফালি চাঁদের মতো দেখতে একটি মহিষের শিং। তাতে কাটা

মূর্তিটির বয়স আনুমানিক ২৬ থেকে ৩৪ হাজার বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, মানুষের চাঁদ দেখা ও তাকে নিয়ে চর্চা করার ইতিহাস ৩৪ হাজার বছরের চেয়েও অনেক বেশি প্রাচীন।

রয়েছে ১৩টি দাগ। বিমূর্ত সেই নারী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন 'চাঁদ'-এর দিকে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে এটিই মানুষের চাঁদ-চর্চার প্রাচীনতম সরাসরি প্রমাণ। মূর্তিটির বয়স আনুমানিক ২৬ থেকে ৩৪ হাজার বছরের মধ্যে। অর্থাৎ, মানুষের চাঁদ দেখা ও তাকে নিয়ে চর্চা করার ইতিহাস ৩৪ হাজার বছরের চেয়েও অনেক বেশি প্রাচীন।

আরও পিছিয়ে যাওয়া যাক, প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। যূথবদ্ধ মানুষ দুই পায়ে দাঁড়াতে শেখার পর সবে আগুনকে বশ করেছে। বন্যজন্তু বা শীতের ভয় তখন আর নেই। হুড়মুড় করে বাড়ছে জনসংখ্যা। শুধু জঙ্গলে শিকার করে বা কুড়িয়ে পাওয়া খাবারে দলের পেট ভরছে না। বাঁচতে হলে আরও খাবার চাই। এদিকে, কাঁচা মাংসের বদলে আগুনে পোড়ানো খাবার খাওয়ার অভ্যাসে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি।

সেই আদিম মানুষেরা খেয়াল করল, দিনের বেলা মাথার ওপর এক ভয়ংকর উজ্জ্বল বস্তু দূর দিগন্ত থেকে ওঠে এবং অস্ত যায়। কিন্তু তার দিকে তাকানো যায় না। আবার সে অস্ত গেলেই চারদিক অন্ধকারে ঢেকে যায়। এরপর রাতের আকাশে দেখা মেলে অন্য এক সঙ্গীর - সাদা, উজ্জ্বল, শান্ত ও শীতল। ছোট হতে হতে সে একদিন হারিয়ে যায়, আবার ধীরে ধীরে বড় হয়ে সম্পূর্ণ গোলাকার রূপ নেয়। এই চক্রাকার আবর্তন প্রতিবার একেবারে নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে, যার সঙ্গে নারীদের শারীরবৃত্তীয় চক্রের অদ্ভুত এক মিল রয়েছে। আর এখান থেকেই মানুষের মধ্যে জন্ম নিল সময় মাপার প্রথম বোধ।

এদিকে, ক্রমশ খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শিখল, খাওয়ার পর ফলের বীজ নষ্ট না করে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামার ঠিক আগে মাটিতে পুঁতে দিলে অনেক বেশি শস্য পাওয়া যায়। আকাশে সেই সাদা গোলাকার বস্তুটি কয়েকটি নির্দিষ্ট চক্র পার হওয়ার পরই শুরু হয় বৃষ্টিপাত। 'বর্ষা' শব্দটি তখন যদিও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে, তবু সেই জলেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে চারাগাছ, বাঁচে প্রাণ। আদিম মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল, এই সাদা গোলকটির প্রাণ বাঁচানোর অদ্ভুত এক ক্ষমতা রয়েছে। এভাবেই প্রচ্ছন্নভাবে এক সর্বশক্তিমানের ধারণা তৈরি হল, জন্ম নিল 'প্রোটো গড' বা আদিম ঈশ্বর।

যেহেতু চাঁদের এই চক্রাকার পুনরাবৃত্তি ছিল একেবারে নিখুঁত, তাই তার হিসাব রাখলেই আগে থেকে বোঝা যেত কখন আকাশ থেকে জল ঝরবে আর কখন বীজ পুঁততে হবে। এই একটি ভাবনাই নীরবে এক বিশাল বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার কোনও প্রাণী তার সহজাত প্রবৃত্তির গণ্ডি পেরিয়ে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর চিন্তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে শিখল। আজও অন্যান্য প্রাণীর সিদ্ধান্ত চালিত হয় কেবল তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। একমাত্র মানুষই যুক্তিবোধ ও প্রবৃত্তির মেলবন্ধন ঘটাতে পারে, যার প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল ওই চাঁদকে চেনার মধ্য দিয়ে। তাই বলা যেতেই পারে, বন্যপ্রাণী থেকে আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার সিঁড়ির প্রথম ধাপটি চাঁদেরই তৈরি।

এরপর আটের পাতায়

মানুষের ২০ লক্ষ বছরের পথ চলায় চাঁদ এক আদিম ধ্রুবতারা। ফ্রান্সের বোর্দো মিউজিয়ামের প্রাগৈতিহাসিক মূর্তি থেকে শুরু করে মণ্ডলঘাটের নির্জন রেললাইন কিংবা জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির রাজকীয় স্নানযাত্রা, সর্বত্রই সে এক মায়াবী সহযাত্রী। সাহিত্যে সে কখনও রবির 'হাসির বাঁধ', কখনও সুকান্তের 'ঝলসানো রুটি'। বিজ্ঞান যখন তাকে ছোঁয়ার নেশায় মত্ত, সংস্কৃতি তখন তাকে 'মামা'র আদরে আগলে রেখেছে। ল্যাম্পপোস্টের কোজাগরি আলো থেকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সে চিরকাল এক অদৃশ্য মায়াসুতোয় আমাদের বেঁধে রেখেছে।

মায়াবী আলোয় বোনা অনন্ত প্রেমের উপাখ্যান

সৌগত ভট্টাচার্য

সন্ধ্যায় হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ায় মণ্ডলঘাট স্টেশনে। ট্রেনের চৌকো জানলার বাইরে একটা আস্ত চাঁদ এসেছে বেলাকোবা স্টেশন থেকে। ট্রেন চললে চাঁদও চলে, ট্রেন থামলে চাঁদটা থামে--- এ তো এক আদিম বিস্ময়! এই ট্রেনের যাত্রাপথের প্রতি স্টেশনে চাঁদ অপেক্ষা করে ট্রেন ছাড়ার... এবার মণ্ডলঘাট স্টেশনে এসে চাঁদটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। চারজনের একটা চড়কের দল ট্রেন থেকে নেমে রওনা দেয় তিস্তার চরের দিকে। বাঁধের ওপর কিছুটা হাঁটা পথ, তারপর চর শুরু। দলটি পা চালিয়ে হাঁটছে চরের বালির ওপর দিয়ে। যতদূর চোখ যায় শুধুই চর দেখা যায়। সাদা বালির ওপর চাঁদের আলো পড়লে চরকে সমুদ্রের মতো লাগে। যদিও এই চড়ক দলের কেউ কখনও সমুদ্র দেখেনি। বেলাকোবা থেকে ওদের সঙ্গে আসা চাঁদের আলো ও তিস্তা নদীর চরাচর মিলে চড়ক দলের লোকরা না দেখা সমুদ্রের কল্পনা করে। বর্ষায় নদীর জলে ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ি পড়ে থাকে সাদা বালির চরের বুকে। চাঁদ তার আলো থেকে কাঠের গুঁড়িটিকে বঞ্চিত করেনি। চরের বালিতে চড়ক দলের চারজনের একটা টলমল ছায়া হাঁটে। অনেক দূর থেকে নদীপাড়ের মাদার গাছটাকে দেখা যায়। পূর্ণিমার রাতে গাছের পিছন দিয়ে গোল চাঁদ উঠলে গাছের ডালপালাগুলো চাঁদের গায়ে রাস্তা বলে মনে হয়। গাছটির সামনে নদী। নদীর জলে চাঁদের ছায়া পড়ে। গাছের গোড়া থেকে চারজনই বাড়ি ফেরার আলাদা আলাদা পথ নেবে। মানুষ একলা হলে চাঁদ তার পথ চলার সঙ্গী হয়!

সেটাও ফাল্গুন মাসের কথা। আজ থেকে চাঁদের বয়স তখন দেড়শো বছরের মতো কম। গোটা দুনিয়া তখনও উজ্জ্বল নিয়ন আলোর দখলে চলে যায়নি। রাতের পৃথিবীর আলো-আঁধারির নিয়ন্ত্রণ ছিল চাঁদের হাতেই। তেমনই এক সময়কার জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির গল্প এটা--- বৈকুণ্ঠনাথ ছিলেন জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির গৃহদেবতা। রীতি অনুযায়ী দোলযাত্রার দিন বৈকুণ্ঠনাথের মূর্তি রাজবাড়ি থেকে বের করে হাতির পিঠে চাপিয়ে স্নান করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হত পূর্বদিকের দিঘিতে। বৈকুণ্ঠনাথের এই স্নানযাত্রাকে ঘিরে চলত উৎসব। বাদ্য বাজত, আবির খেলা হত, দিঘির চারপাশে মেলা বসত, যে মেলার নাম ছিল সোয়ারিমেলা। এদিকে রাজবাড়ির আদেশ ছিল, দোলযাত্রার দিন বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের প্রজারা যেন তাঁদের গৃহদেবতাকেও বৈকুণ্ঠনাথের স্নানযাত্রা উৎসবে শামিল করেন। সুতরাং রাজ-আদেশ মেনে প্রজারা যাঁর যাঁর গৃহদেবতাকে মাথায় চাপিয়ে হেঁটে বা গোরুর গাড়িতে নিয়ে আসতেন জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দিঘির পাড়ে। ছোট ছোট ছাউনি বানিয়ে তাঁদের গৃহদেবতার মূর্তি সাজিয়ে রাখেন পুকুর পাড়ে। নিয়নহীন সন্ধ্যার আকাশে দোলপূর্ণিমার চাঁদ উঠলে, দিঘির কালো জলে তার ছায়া পড়ে... সেই সময় চাঁদের আলোয় রাজার দেবতার সঙ্গে গৃহস্থের দেবতার দেখাসাক্ষাৎ হত।

চাঁদের বয়স বাড়ে। এখন আর বৈকুণ্ঠনাথের স্নানযাত্রা হয় না। কিন্তু সেই কোন কাল থেকে রং খেলায় মানুষ মাতোয়ারা হয়! রং খেলা শেষে নিস্তব্ধ শহরে সন্ধ্যার আকাশে বিরাট এক চাঁদ তার উপস্থিতি জানান দেয়। বিজন একটি শহর চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকে, অলিতে গলিতে তখন জ্যোৎস্নাকে নেশাধরা, মায়া জড়ানো লাগে। রং খেলার চিহ্ন হয়ে রং মাখা ছেঁড়া জামাকাপড় তখনও ঝুলে থাকে পাড়ার মোড়ের ইলেক্ট্রিকের তারে। রং-লাগা ছেঁড়া জামাকাপড়ের গায়ে জ্যোৎস্না লাগে এই শহরে...

ছেঁড়া জামাকাপড়ের পাট চুকলে নতুন জামাকাপড়ের গন্ধে ভরে যায় পয়লা বৈশাখের বাজার। নবাববাড়ির ছাদের ওপর রমজান মাসের চাঁদ ওঠে। প্রতিরাতে চাঁদের আকার একটু একটু করে বদলে যায়। নবাববাড়ির প্রকাণ্ড লোহার গেটের পাশের দোকানের বৃদ্ধ দর্জি রোজা রাখেন। অডারি পাঞ্জাবির গায়ে হুবহু চাঁদের প্রতিকৃতি চিকনের কাজে ফুটিয়ে তোলেন বৃদ্ধ।

হিজরি ক্যালেন্ডার চান্দ্র মাস অনুযায়ী চলে। বৈশাখ মাসের বেলায় সেরকম হয় না। বৃদ্ধ শুধু দিনের আকাশ আর রাতের আকাশ রংয়ের পাঞ্জাবির কাপড় কেটে সেলাই করতে থাকেন।

এরপর আটের পাতায়

পূর্ণিমার রাতে গাছের পিছন দিয়ে গোল চাঁদ উঠলে গাছের ডালপালাগুলো চাঁদের গায়ে রাস্তা বলে মনে হয়। গাছটির সামনে নদী। নদীর জলে চাঁদের ছায়া পড়ে। মানুষ একলা হলে চাঁদ তার পথ চলার সঙ্গী হয়!

বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক আবহমান চরিত্র

মনিমা মজুমদার

আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা / চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।- এই ছড়াটি শুনে বড় হয়নি এমন বাঙালি শিশু খুঁজে পাওয়া ভার! একটি উপগ্রহের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলাও বুঝি শুধুমাত্র বাঙালির পক্ষেই সম্ভব! এই ছোট্ট ছড়া শুধু একটি ছন্দময় বাক্য নয়, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে বাঙালি পরিবারের স্নেহ, শিশুর কল্পনা এবং লোকসংস্কৃতির সহজ সরল সৌন্দর্য। আকাশে ওঠা এক টুকরো রুপোলি গোলক- চাঁদ। পৃথিবীর বহু সংস্কৃতিতেই চাঁদ মানুষের কল্পনা, আবেগ ও শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চাঁদের উপস্থিতি যেন বিশেষভাবে গভীর ও অন্তরঙ্গ। গ্রামবাংলার নির্জন রাত, নদীর জলে চাঁদের আলো, প্রেমিকের অপেক্ষা, শিশুর ঘুমপাড়ানি গান- সবখানেই চাঁদ এক অনিবার্য প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই বাংলা কবিতা, গান, গল্প এবং লোকসংস্কৃতির ভেতর দিয়ে চাঁদ বারবার ফিরে আসে।

বাংলা সাহিত্যে চাঁদ মূলত ব্যবহৃত হয়েছে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতিরূপ হিসেবে। কে লেখেননি বলুন তো চাঁদ নিয়ে! 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো'- রবি ঠাকুরের লেখা এই গান বাঙালির অনুভূতির একটি অংশ। এই গানে চাঁদের আলোকে যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, তা আমাদের মনোজগতের সঙ্গে খুব সহজেই মিলে যায়। শিশুদের জন্য লেখা একাধিক ছড়া ও গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চাঁদের উল্লেখ করেছেন। শিশুর কল্পনার জগতে চাঁদ একটি আপন সঙ্গী। তাই তাঁর শিশুকবিতাতেও চাঁদের আলো, আকাশ এবং রাতের সৌন্দর্য সহজ ও মধুর ভাষায় ফুটে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে যদি কোনও জিনিসের জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে মনে হয় চাঁদ খুব সহজেই প্রথম দিকের স্থানটি দখল করে নেবে। নদী, বৃষ্টি, কাশফুল- এসবের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও যেন বাংলা কবিতা ও গানের এক স্থায়ী চরিত্র। কখনও সে প্রেমিকা, কখনও কবির সঙ্গী, আবার কখনও শিশুর 'মামা' হয়ে হাজির হয়। কাজী নজরুল ইসলামের একটি কাব্যগ্রন্থ- 'নতুন চাঁদ'। শিরোনামের সঙ্গে গ্রন্থের মধ্যে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে চাঁদের প্রসঙ্গ। নজরুলের গানে পাই, 'চাঁদ হেরিছে চাঁদমুখ তার সরসীর আরশিতে'। বিদ্রোহী কবির চেয়েও তিনি যে অনেক বেশি প্রেমিক কবি তার প্রমাণ এই চাঁদই দিয়েছে।

'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ / মরিবার হলো তার সাধ'- জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার এই শব্দমালার সঙ্গে কবিতাপ্রেমী প্রত্যেক বাঙালি পরিচিত। জীবনানন্দের কবিতায় চাঁদ শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, এটি রহস্য, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুচেতনা এবং স্বপ্নময়তার এক নীরব চিহ্ন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চাঁদ যেখানে উজ্জ্বল, আনন্দময় এবং সুরেলা, সেখানে জীবনানন্দের কবিতায় চাঁদ অনেক বেশি নিস্তব্ধ ও ধ্যানমগ্ন। তাঁর কবিতার জগৎ প্রায়ই গোধূলি, রাত কিংবা আধো অন্ধকারে ভরা। সেখানে চাঁদ কখনও মৃদু আলো ছড়িয়ে দেয়, আবার কখনও এক ধরনের বিষণ্ণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আর সেই সৌন্দর্য আমাদের আয়ু বাড়িয়ে দেয়।

চাঁদের রোমান্টিক আদলকে ভেঙে দিয়েছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। 'হে মহাজীবন'-এ তিনি এঁকেছেন চাঁদ নিয়ে চিরকালের সেই বিখ্যাত, বিপরীত চিত্র। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'- সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষুধার তীব্রতাকে তুলে ধরেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার বুকে বসে কবির কলমে চাঁদ নিয়ে কোনও প্রেম আসেনি। কাব্যিক স্নিগ্ধতা বর্জন করে কবি কঠিন বাস্তব নিয়ে এসেছেন।

বাংলা সাহিত্যে যদি কোনও জিনিসের জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে মনে হয় চাঁদ খুব সহজেই প্রথম দিকের স্থানটি দখল করে নেবে। নদী, বৃষ্টি, কাশফুল- এসবের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদও যেন বাংলা কবিতা ও গানের এক স্থায়ী চরিত্র। কখনও সে প্রেমিকা, কখনও কবির সঙ্গী।

বাংলা সাহিত্যে ব্যস্ততম উপাদান মনে হয় চাঁদ! বিভিন্ন ভূমিকা তাকে পালন করতে হচ্ছে! আনন্দ কিংবা দুঃখ, দুইয়ের প্রকাশেই তিনি আছেন স্বমহিমায়। এমনকি ছোট্ট ছেলেটির 'মামা' পর্যন্ত হতে হয় তাকে! এত দায়িত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনও গ্রহনক্ষত্রের কপালে পড়েছে কি না সন্দেহ আছে! আসলে চাঁদের উপমা চাঁদ নিজেই। 'এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি'- গীতিকবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায়, আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া এই গান বাঙালির রোমান্টিক ভাবনার এক আদর্শ উদাহরণ। রাঘব চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন- 'চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে'। গানটির মূল অনুভূতি অপেক্ষার। চাঁদ নিজেই এখানে প্রিয়জনের ছায়া। এক বিষণ্ণ রোমান্টিকতার ছোঁয়া সমস্তটা জুড়ে। কিশোর কুমারের কণ্ঠে 'আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ' অথবা রূপঙ্কর বাগচীর 'ও চাঁদ তোর বান্ধবীদের সঙ্গে যাব'- চাঁদ নিয়ে এই শব্দখেলার তালিকা অনেক লম্বা। চাঁদের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ সবার। অনেক দূরের যে জিনিস আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, অথচ তার জ্যোৎস্না এই পৃথিবীর বুক ছুঁয়ে এক মায়াময় পরিবেশের জন্ম দিচ্ছে! যে কোনও সৃষ্টিশীল মানুষ খুব সহজেই এর মোহে পড়ে যায়। তাই তো কবিতা বলুন, অথবা গান কিংবা কোনো সিনেমার রোমাঞ্চকর দৃশ্য- চাঁদ চলে আসে নিয়ত। 'পৃথিবী আমারে চায়' সিনেমার 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ' গানে সাদাকালো পর্দায় আলো আঁধার

এরপর আটের পাতায়

না

শুভ্র মৈত্র

এই যে রাস্তায় এখন গিজগিজ করছে টোটো, ওদের জ্বালায় হাঁটা দায়, তাদের কাউকে আপনার বাড়ির ঠিকানা বলুন, অবধারিত উত্তর পাবেন 'যাব না, স্টেশনে গেলে উঠুন'। আচ্ছা আপনি খামোকা স্টেশনে যেতে যাবেন কেন? বা প্রয়োজন না থাকলেও হাসপাতাল বা কোর্ট, বড়জোর বাজার? আপনি ধন্দে পড়বেন সব মানুষ কি শুধু এইসব জায়গাতেই যায়? কেউ বাড়ি ফেরে না? রাগ হয়, বিরক্তি হয়, ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতেও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ওদের শক্ত চোয়ালে 'না' বলা ঠেকাতে পারবেন না। যদি কেউ খানিক দয়া করে, তবে বড়জোর বলতে পারে, 'একজন? নাহ যাব না'। অর্থাৎ আপনার এক মারাত্মক অপরাধ পাওয়া গেল, কেন কোনও সঙ্গী, তাও জনা তিনেক, জোটাতে পারেননি। আর আরও বড় অপরাধ তো আগেই করে রেখেছেন, বাড়িটা বাজারে বা স্টেশনে করেননি! অথচ আপনার মনে হয় না, এত সংখ্যা এদের, সকলে ভাড়া পায়? সবার নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপার্জন হয় না!

তবে যদি বলেন, টোটো নয়, রিকশাতে বসলেই আমার খানিক রাজা রাজা মনে হয়। না রিকশাতে বিশেষ কারও সঙ্গে গা ঘেঁষে বসার সুবিধার জন্য ততটা নয়, যতটা একা পায়ের ওপর পা তুলে বসার সুবিধার জন্য। চাই কি একটা সিগারেটও ধরানো যায়। ওই মুহূর্তটাই যে নিজেকে রাজা ভাবার সময়। মাটির থেকে ফিট তিনেক ওপরে, তার বেশি নয়, বেশ একটা ওপরে বসে থাকাও হল, আবার সবাইকে দেখাও যায়, তার চেয়েও বেশি দেখানোও যায়। আর কোথাও এমন আয়েশ আছে? নাহ। এই যে একটা মানুষ আমার দিকে পেছন ফিরে প্যাডেল ঠেলছে, আর আমি আপাত উদাসীন কিন্তু সচেতন চোখে তাকিয়ে দেখছি রাস্তার মানুষকে, সুবেশা বৌদি থেকে কলেজ ফেরত মেয়েদের, এমন সুযোগ রিকশা ছাড়া আর কে দেয়? এমনকি টোটোয় বসা যাত্রীদের দেখেও খানিক করুণা করা যায়। ওরা হয়তো পৌঁছোবে আগে, কিন্তু এটা কোনও জার্নি হল, কেউ কাউকে চেনে না, চুপ করে বসে থাকো, অথবা মোবাইলে মুখ গুঁজে।

কিন্তু এ হেন আয়েশ পাওয়া কি সোজা কথা? এই যে নিজের রিকশায় সিটে বসে, চালকের সিটে পা তুলে অনন্ত সময় ধরে বসে থাকা মানুষটি, 'যাবে?' (রিকশাওয়ালাদের 'তুই' বড়জোর 'তুমি' সম্বোধন করাই আমাদের সাহেব রীতি) শুনলে কেমন দার্শনিক ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে গন্তব্য না জেনেই বলে দিল, 'যেবে না'। এমন তাচ্ছিল্য ছিল সেই না বলায় যে আর প্রশ্ন করা যায় না। নইলে এসেছিল অনেকগুলো- কেন যাবে না? যাবেই না যদি তাহলে স্ট্যান্ডে বসে আছ কেন? আজকাল টোটোর দাপটে তো এমনিই ভাড়া পাও না, তাও এই 'না' আসে কোথা থেকে? কলকাতায় শুনেছি হলুদ ট্যাক্সির এমন 'যাবে না' বলারও ফুরসত নেই। শুনতেই পায় না। তা বলে আমাদের এই গঞ্জ শহরে এমন প্রত্যাখ্যান? তাৎক্ষণিক গজিয়ে ওঠা প্রচণ্ড রাগ কমলে ভেবে দেখি, ওর না যাওয়ায় যতটা না, ওর এই উদাসীন 'না' বলার ভঙ্গিতেই আমার যাবতীয় ঈর্ষা। দুটো টাকা'র জন্য কত কিছু করি আমরা! মনের আরও কিছু কাজ কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে হিসেব কষতে বসি, দিনে কত টাকা উপার্জন হলেই ওদের এমন নির্লিপ্তি আসে!

আচ্ছা, এই 'না' শোনাটা কি শুধুই এই চালকদের থেকে পেতে হয়? ছেলেবেলা থেকে মা-বাবার কাছে শুনে শুনেই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন সান্ত্বনা ছিল, বড় হই, দেখছি! তখন রাজ্য লটারির প্রথম পুরস্কার ছিল এক লক্ষ টাকা। তা 'লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেলে তুমি কী করবে' বিষয়ক রচনায় আমার বন্ধু তোতা যখন লিখল, 'এক লক্ষ টাকা পেলে প্রথমেই যাব ঘুগনি-চপের দোকান, তারপর আইসক্রিম...' -- মাস্টারমশাই মেরেছিল কি না আজ আর মনে নেই, তবে সে ইচ্ছা যে বাড়িতে শোনা হাজার হাজার 'না' এর বিরুদ্ধে আমাদের সকলের

টোটো নয়, রিকশাতে বসলেই আমার খানিক রাজা রাজা মনে হয়। না রিকশাতে বিশেষ কারও সঙ্গে গা ঘেঁষে বসার সুবিধার জন্য ততটা নয়, যতটা একা পায়ের ওপর পা তুলে বসার সুবিধার জন্য।

রসরঙ্গ

প্রতিস্পর্ধা, তা নিশ্চিত।

তবুও সেই 'না' আর পিছু ছাড়ে না। এই যে বাড়িতে সেদিন ব্রহ্মমুহূর্তে টিভিটা অফ হয়ে গেল, মানে পর্দায় সরল বৌমা'র বিরুদ্ধে করা শাশুড়ির ষড়যন্ত্র সবে প্রকাশ পেতে শুরু করল, তক্ষুনি টিভি বন্ধ। রিমোটের গালে গালে চড় কষিয়ে, এমনকি হারিয়ে যাওয়া অভ্যাস ফিরিয়ে দু'-একবার ভয়ে ভয়ে টিভিকেও থাপ্পড় মেরে যখন কিছুতেই আর দজ্জাল শাশুড়ির মুখ দেখা গেল না, তখন বাধ্য হয়েই ফোনে ধরতে হল পাশের পাড়ার টিভির মেকানিককে, 'বাবা, টিভিটা না...'। সপাটে উত্তর এল, 'কাল সকালে ফোন করবেন'। ঠিক যেমন একটু আগে রিমোটে থাপ্পড় মারছিলাম আমি। এমন দাপট সেই গলায়, কী করে বলি, আজ রাতে তাহলে কীভাবে...?

তবে কি, এসব প্রত্যাখ্যানের প্রস্তুতি থাকা উচিত। পৃথিবীর কোনও কলের মিস্ত্রি বা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে আসা প্রেমিকা ঠিক সময়ে এসেছে, এমন দুর্নাম তাদের কেউ দিতে পারেনি। হাসপাতালে রাউন্ডে আসা ডাক্তারবাবুও যে দেরি করবেনই তা তো জানা কথা। তা বলে ঠেলতে ঠেলতে বাইকটা পেট্রল পাম্পে নিয়ে গিয়ে শুনতে হবে 'হবে না, তেল নেই'? আর ও ব্যাটা এটা বলার সময় মোবাইল থেকে মুখ তোলার অবধি প্রয়োজন মনে করল না!

আর ইদানীং তো রান্নার গ্যাস ডেলিভারির ছেলেটা প্রশ্নের উত্তরে ঘাড়ও ঘোরাচ্ছে না, 'আপনার নাই' ছুড়ে দিচ্ছে আকাশে। ঠিক যেমন সাধন'দা, আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিয়ান, কোনও নির্দিষ্ট বই চাইলেই বলতেন, 'নাই'। গ্যাসের ছেলেটাকে যে বকশিশ দিই নিয়মিত, ওর গলায় তার নামগন্ধ নেই।

কে জানত, বড় হওয়া থুড়ি বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 'না' শোনার অভিজ্ঞতা ক্রমেই বাড়বে। এবং সেই না-এর বেশিরভাগটাই আসে গিন্নির কাছ থেকে। প্রথম প্রথম দুটো মাত্র নাইট শোয়ের টিকিট নিয়ে এলে শুনতে হত 'না', রবিবার দুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করলেও 'না'। আর এখন সেই 'না' একই থেকে গেছে, শুধু জায়গাগুলি পালটেছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে যাওয়ার আগে যে পোশাকটাই পরি না কেন, তাতেই না। তিনি নিজে যে জামাটা বের করে দেবেন সেটাই পরতে হবে। বা খাওয়ার পাতে আর একটা রসগোল্লা চেয়ে নিলেও, না। সেটার জন্য আজকাল আবার মুখে শব্দ করতেও হয় না, সুগার-কোলেস্টেরল-ডাক্তার সব মিলেমিশে একটা তীব্র 'না' বেরিয়ে আসে দৃষ্টিতে। ধুত্তেরি, খাবই না, হয়েছে? দাঁড়ান দাঁড়ান, উঠতেও পারবেন না, সেখানেও এক পুলিশি 'না'।

এত হাজারো 'না' এর মধ্যেই ভোট এসে যায়। এবার তেমন 'না' শুনতে হবে না। ওই যে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আসছে আপনার বাড়ির দিকে, পরনে সাদা পাঞ্জাবি, এই সাতসকালেও কপালের টিকা ধেবড়ে গেছে ঘামে, আপনার দিকে তাকিয়ে এমন করে হাসছেন যেন সেই শৈশবে মেলায় হারিয়ে যাওয়া সহোদর-- তিনি কিন্তু শুধুই অস্তার্থক অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক। রাস্তা? -হ্যাঁ, জল?-হ্যাঁ, বিদ্যুৎ? -হ্যাঁ। চাকরি? – হ্যাঁ। একটু সাহস করে যদি জিজ্ঞেস করতে পারেন, এবারের চাঁদে যাওয়ার মহাকাশযানে একটা সিট খালি হবে?- সেটারও উত্তরে 'হ্যাঁ' শুনতে পারেন।

কিন্তু এতে ভুলে গেলেই ভুলভুলাইয়া। ভোটের পরে এ সবগুলোতেই 'না' শুনতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা দেখা পাওয়াতেই পড়বে বড় ঢ্যারা।

সব 'না' মনে থাকলে যে জীবন চলে না, তা আর কে না জানে? রিকশাওয়ালার গতকালের অপমান বিলকুল হজম করে নিতে হয়, আবার বলতে হয়, 'যাবে?' এবং সেদিন দয়াপরবশ হয়ে রাজি হলে আপনি আবার চেপে বসেন ফুরফুরে মেজাজে। আর স্কুলফেরত ছেলেমেয়ের দল দেখে মনে পড়ে যায় নিজের সেই সব দিনের কথা। সেই যে টিউশন কিশোর সাইকেলে পথ আটকেছিল কিশোরীর, আর ঝড়ের বেগে শুধু বলতে পেরেছিল, 'কিছু বুঝিস না, না?' তারপরেই আরও জোরে প্যাডেলে চাপ দিয়ে উড়ে গেছিল দিগন্তরেখা পার হয়ে। শুনতে চায়নি শেষ সূর্যের রং মাখা দুই বিনুনি কিশোরীর চোখে কী লেখা ছিল।

আসলে 'না' শুনতে ভয় পেত সে।

মায়ের মুখের রূপকথা থেকে মহাকাশ জয়ের মঞ্চ

সাতের পাতার পর

আর সেই চাঁদকে আরও নিবিড়ভাবে চেনার ও ছোঁয়ার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা আজও চলছে।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে দূর থেকে চাঁদ দেখার পর, ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে জানালেন, চাঁদের বুকেও পাহাড় ও সমুদ্র রয়েছে। এর প্রায় ৩০০ বছর পর, গত শতকের গোড়ায় মানুষ চাঁদকে ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে মিসাইল প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। মাথায় বোমা নিয়ে মিসাইল হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে যেতে পারত। যুদ্ধ শেষে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, এই মিসাইলগুলোর ওড়ার পাল্লা বাড়িয়ে বোমার বদলে যদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি জুড়ে দেওয়া যায়, তবে অনায়াসেই চাঁদকে ছোঁয়া সম্ভব। যেই ভাবা সেই কাজ। আমেরিকা ও রাশিয়ার সাতটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'লুনা-১' প্রথমবারের মতো চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছায়। নয় মাস পর, সেপ্টেম্বরে 'লুনা-২' পরিকল্পনামাফিক চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে। মানুষের তৈরি কোনও যন্ত্র প্রথমবার স্পর্শ করে চাঁদের মাটি। এরপর আরও প্রায় ৫০টি অভিযানের পর, ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই মানুষ প্রথম চাঁদের বুকে পা রাখে।

তবে পঞ্চাশের দশকের ১৩টি এবং ষাটের দশকের ৬৩টি অভিযানের পর চাঁদ ছোঁয়ার এই দৌড়ে কিছুটা ভাটা পড়ে। সত্তরের দশকে ২৩টি মিশন হলেও, আশির দশকে তা শূন্যে নেমে আসে। নব্বইয়ের দশকে ৭টি এবং ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮টি অভিযান হয়। এর মধ্যেই ২০০৮ সালের ১৪ নভেম্বর ভারতের প্রথম ও সফল মহাকাশযান 'চন্দ্রযান-১' চাঁদের মাটি স্পর্শ করে। পঞ্চম দেশ হিসেবে চাঁদকে ছোঁয়ার গৌরব অর্জন করে ভারত।

সাফল্যের পরিসংখ্যান দেখলে চোখ কপালে উঠবে। আমেরিকার মোট ৫৩টি অভিযানের মধ্যে সাফল্যের হার ৭০ শতাংশ। রাশিয়ার ৪০টি অভিযানের মধ্যে সফল হয়েছে ৪০ শতাংশ। ভারতের ক্ষেত্রে ৩টি মিশনের মধ্যে সাফল্যের হার ৬৭ শতাংশ। তবে এই তালিকায় চিন সবার ওপরে—তাদের ১০টি অভিযানের ১০০ শতাংশই সফল।

২০১০ সালের পর থেকে চন্দ্রাভিযানের গ্রাফ আবার ঊর্ধ্বমুখী। গত দশকে ১০টি অভিযানের পর চলতি দশকে ইতিমধ্যেই ২০টি মিশন সম্পন্ন হয়েছে, পরিকল্পনায় রয়েছে আরও প্রায় ৩০টি। তবে চন্দ্রাভিযানের মূল উদ্দেশ্য এখন আমূল বদলে গেছে। চাঁদ নিজে আর আসল টার্গেট নয়; মঙ্গল গ্রহ সহ গভীর মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার 'লঞ্চপ্যাড' বা বেস-ক্যাম্প হিসেবে চাঁদকে ব্যবহার করা যায় কি না, সেটাই এখন বিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য।

ফ্রান্সের বোর্দো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত সেই মূর্তি।

যে কোনও মহাকাশযাত্রার সিংহভাগ খরচ হয় মহাকাশযানকে পৃথিবীর অভিকর্ষ বল ও বায়ুমণ্ডলের বাধা পেরিয়ে প্রথম ২০০ কিলোমিটার ওপরে নিয়ে যেতে। বর্তমানে পৃথিবী থেকে ১ কেজি ওজন মহাকাশে পাঠাতে খরচ হয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। অথচ চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ এবং সেখানে বায়ুমণ্ডলের বাধাও নেই। ফলে চাঁদ থেকে ১ কেজি ওজন মহাকাশে পাঠানোর খরচ নেমে আসবে মাত্র ১ লক্ষ টাকায়। তবে মহাকাশযান পাঠানোর প্রস্তুতি হিসেবে চাঁদের বুকে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের প্রয়োজন। আর তার জন্য অপরিহার্য হল জল, বিদ্যুৎ ও অক্সিজেন। বর্তমান চন্দ্রাভিযানগুলোর মূল উদ্দেশ্যই হল এই জল ও জ্বালানির সন্ধান।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, চাঁদের মাটিকে বিশেষ রিঅ্যাক্টরে সূর্যের আলো দিয়ে উত্তপ্ত করলে লুকিয়ে থাকা জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসবে। সেই জলকে ভেঙে মিলবে অক্সিজেন। চাঁদের মাটিতে প্রচুর লোহা, টাইটানিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম মজুত রয়েছে। এগুলো জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে মিথেন গ্যাস তৈরি করতে পারে, যা রকেটের নিখুঁত জ্বালানি। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ভারতের চন্দ্রযান-৩ সহ সাম্প্রতিক প্রায় প্রতিটি অভিযানের লক্ষ্য চাঁদের দক্ষিণ মেরু। কারণ এখানেই সবচেয়ে বেশি জল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি চাঁদের মাটির গভীরে ফাটল থেকে পর্যাপ্ত উত্তাপ বা জিওথার্মাল এনার্জি পাওয়ার আশাও প্রবল।

এই নতুন প্রজন্মের চাঁদ-চর্চায় সরকারি সংস্থার পাশাপাশি গুগল, স্পেসএক্স, মুন-এক্সপ্রেস বা লাক্সস্পেসের মতো বেসরকারি সংস্থাও জোরকদমে এগিয়ে এসেছে। তবে অতীতের সেই প্রতিযোগিতার বদলে এখন মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। রাশিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে, যার মাধ্যমে তারা চাঁদ থেকে মঙ্গল অভিযানের নানা দিক খতিয়ে দেখবে। একই সময়ে আমেরিকাও মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়াও ভারত, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থাও একাধিক যুগান্তকারী মিশনের রূপরেখা তৈরি করেছে। নাসার 'আর্টেমিস' মিশন ফের চাঁদে মানুষ নিয়ে যাবে এবং সেখানে তৈরি হবে 'আর্টেমিস বেস ক্যাম্প'। চিনের 'চাং'ই মিশন দক্ষিণ মেরুর মাটি ওখানেই পরীক্ষা করবে; বস্তুত চাঁদের মাটি থেকে জ্বালানি তৈরির প্রযুক্তিতে চিন ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের 'চন্দ্রযান-৪' এবং '৫' এবং জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ 'লুপেক্স' মিশন চাঁদের মাটি পরীক্ষা ও জলের সন্ধানে পৃথিবীতে মাটি নিয়ে আসার কাজ করবে।

সব মিলিয়ে, আদিম মানুষের প্রথম চাঁদ দেখার সেই মুহূর্ত থেকে শুরু করে লক্ষ বছরের পথ পেরিয়ে চার লক্ষ কিলোমিটার দূরের চাঁদ যেন আজ সত্যিই আমাদের 'টিপ দেওয়ার' দূরত্বে এসে পৌঁছেছে। এই অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক সাফল্যের যুগে দাঁড়িয়ে, কপালে চাঁদের টিপ পরিয়ে দেওয়া সেই মায়ের অভাবটা বড্ড নিবিড়ভাবে নাড়া দেয়।

অনন্ত প্রেমের উপাখ্যান

রাসপূর্ণিমার দিনকয়েক আগে যখন চাঁদটা একটু একটু করে গোল হতে শুরু করে, পাশের পাড়ায় কীর্তনের আসর বসে। এই কীর্তন আর কাওয়ালির সুর ভেসে বেড়ায়, চাঁদকে খুঁজে বেড়ায় যুগ-যুগান্তর ধরে।

সাতের পাতার পর

সন্ধ্যা নামলে চিকন কাজের পাঞ্জাবির থেকে মুখ তুলে আকাশের চাঁদের দিকে তাকান, তাঁর ইফতার করার কথা মনে হয়। দেশের বাড়ির আকাশে তখন এই চাঁদটিই দেখা যায়... সেই বৃদ্ধ দর্জির পাঞ্জাবি সেলাইয়ের একটি সুতো যদি সৌর মাস হয়, আরেকটি অবশ্যই চান্দ্র মাস। একটি সুতোর নাম যদি রমজান মাস শেষে ইদ হয়, অন্য সুতোটি অবশ্যই ফাল্গুন পূর্ণিমার দোলযাত্রা!

তখন চেনা চাঁদ আকাশে দেওয়াল ক্যালেন্ডার হয়ে ঝুলে থাকে...

যেমন তিস্তা ব্রিজের ল্যাম্পপোস্টের নীচে কোজাগরি চাঁদ ঝুলে থাকে। কী রকম সেটা! দিন শেষে সন্ধ্যায় চাঁদ যখন আকাশে দেখা দেবে বলে ঠিক করে। ল্যাম্পপোস্টের ঠিক তলায় এসে চাঁদ একটু সময়ের জন্য যেন থেমে যায়। ব্রিজের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হয় ইলেক্ট্রিক সভ্যতার সাদা এলইডি আলোর সারি সারি ল্যাম্পপোস্টের শেষ ল্যাম্পপোস্টটা যেন একটু আলাদা। সেখানে এলইডি আলোর বদলে কোজাগরি পূর্ণিমা চাঁদ ল্যাম্পপোস্ট থেকে ঝুলে আছে। এই চাঁদই আবার গৃহস্থের লেপাপোছা উঠোনে চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আর রাত জাগা প্যাঁচার আলপনার গায়ে নরম আলো ফেলে... সেই দৃশ্য এই বাংলা যুগ যুগ ধরে বিস্ময় নয়নে দেখে...

একটা সময় ছিল যখন একেকটা সন্ধ্যা স্মৃতির মফসসল শহরে ম্যাজিক শো-এর স্টেজ হয়ে উঠত। লোডশেডিং হলে চাঁদ নেমে আসত পাড়ায় পাড়ায়। ঘণ্টাখানেকের জন্য চলত মায়াবী হলদে রংয়ের ইন্দ্রজাল। কারেন্ট চলে এলে যেন ম্যাজিক শোয়ের শেষে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে কেউ আলো জ্বালিয়ে দেয়। চাঁদের ম্যাজিকের টান জোয়ার-ভাটার মতোই তীব্র। চাঁদ আর মানুষ কেউ কারও সঙ্গ ছাড়ল না--- এই পারস্পরিক টান— আদিম, ম্যাজিকের মতোই মায়াসুতোয় বাঁধা।

পুরোনো দিল্লির নিজামুদ্দিনের দরগায় যাওয়ার সরু গলিপথের পাশে ফুল চাদর আতরের দোকান। সন্ধ্যা নামলে রবি, বৃহস্পতিবার কাওয়ালির আসর বসে মার্বেল-পাতা দরগার উঠোনে। একটা সস্তা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন এক মলিন বেশ প্রৌঢ়, তাঁকে সংগত দেন তাঁরই মতো আরও কয়েকজন। ঘিঞ্জি পুরোনো দিল্লির দরগার গলিতে তখন চাঁদ দেখা দিয়েই বেমালুম বেপাত্তা। বছর গড়ালে নিজামুদ্দিনের মৃত্যুর দিনে উরসমেলা বসে এই দরগায়। যেখানে কাওয়ালি গাওয়া হয় রাতভর, সঙ্গে থাকে একটা পূর্ণ চাঁদনি রাত, আর বাতাসের গায়ে আতরের গন্ধ!

রাসপূর্ণিমার দিনকয়েক আগে যখন চাঁদটা একটু একটু করে গোল হতে শুরু করে, পাশের পাড়ায় কীর্তনের আসর বসে। এই কীর্তন আর কাওয়ালির সুর ভেসে বেড়ায়, চাঁদকে খুঁজে বেড়ায় যুগ-যুগান্তর ধরে। অষ্টপ্রহরের কীর্তন গ্রাম থেকে নগরবাসীর জীবনে রাসপূর্ণিমা নিয়ে আসে। কীর্তনের আসর থেকে মধ্যরাতের লীলায় হঠাৎ বাঁশির সুর ভেসে আসে... শ্রীচৈতন্য বাংলার আকাশে চাঁদ হয়ে ওঠেন!

সেই শেষ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জানলায় লেগে থাকা চাঁদ নির্জন তিস্তার দিগন্তছোঁয়া চর থেকে পুরোনো দিল্লির ঘিঞ্জি রাজপথে এসে পৌঁছায়। এ যেন সময়াতীত এক রাতের যাত্রাপথ। অন্ধকার যাত্রাপথ পেরোতে পেরোতে চাঁদ ভারতবর্ষের বুকে অকাতরে আলো বিলিয়ে যায়...

সেই আলোরই আরেক নাম কি প্রেম?

বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক

সাতের পাতার পর

এক অপূর্ব দৃশ্যায়নের জন্ম দিয়েছে। 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গানের শেষ মুহূর্তে ছোট চাঁদ দৃশ্যটিকে পূর্ণতা দান করে আর আমরা মায়ের আঁচলের মতো নরম হয়ে আসি। বাংলা সিনেমায় এইরকম অসংখ্য মণিমুক্তোর মতো দৃশ্য ছড়িয়ে আছে।

আমরা যদি উপন্যাসের কথা বিবেচনায় আনি চাঁদ সেখানেও নিজেই একটি চরিত্র। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' কিংবা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা'- নামকরণেই আলোকিত। বিভূতিভূষণের আরেকটি উপন্যাস 'আরণ্যক'-এ চাঁদ, পূর্ণিমা এবং জ্যোৎস্না অরণ্যের সঙ্গে মিশে কখনও অপার সৌন্দর্য কখনও বা ভয়ের সঞ্চার করেছে। এই বহুমাত্রিকতা চাঁদকে করেছে অতুলনীয়। জ্যোৎস্না এক ধরনের শূন্যতা এবং বেদনার আবহ সৃষ্টি করে। সৃজনশীল শিল্পমাধ্যমে যার প্রভাব অনেক। তাই তো তুলিতেও চাঁদ করেছে জাদু। ভোলানাথ রুদ্রর 'পেনসিভ মুন'-এর কথা আমরা ভাবতেই পারি! চাঁদের বিভিন্ন রূপ এবং জঙ্গলের রহস্যময় পরিবেশ ফুটে উঠেছে ক্যানভাসে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আড়ালে মানুষের কার্যকলাপের অসংগতি ছবির মূল বিষয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম একটি শিল্পকর্ম হল- 'অ্যা মুনলাইট মিউজিক পার্টি'। আনুমানিক ১৯০৩ সালে আঁকা এই ছবিতে শিল্পী চাঁদনি রাতের মাদকতা ও শান্ত পরিবেশ তুলে ধরেছেন।

উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালিতে চাঁদ এসেছে প্রকৃতির সঙ্গে। নদীর বুকে মাঝির একাকিত্বের সঙ্গী হয় একমাত্র চাঁদ। তাই গানের ভাষাতে খুব পরিচিত ও প্রিয় শব্দটি বারেবারে ফিরে আসে। 'নাও ছাড়িয়া দে' লোকসংগীতের আঞ্চলিক সংস্করণে পাই 'চাঁদের আলোয় নাও ভাসাই'। এরকম অজস্র গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকল্প লোকসংগীতের আবেগময় জগতে ছড়িয়ে আছে। লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন, আবেগ, প্রেম, বিশ্বাস এবং কল্পনার জগতে চাঁদ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাই তো শুধু লোকসংগীত নয়, রূপকথার গল্পেও চাঁদ থাকে এক রহস্যময় ও জাদুকরী উপাদান হিসেবে। 'চাঁদের দেশে যাওয়া' বা 'চাঁদের বুড়ির চরকা কাটা' শিশুর কল্পনার জগৎকে বিস্তৃত করে।

এইসব উদাহরণ যেন এক সমুদ্র জল থেকে কয়েক ফোঁটা তুলে নেওয়া। বাংলা সাহিত্যে চাঁদের বহুমাত্রিক উপস্থিতি- প্রেম, সৌন্দর্য, বিরহ, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযুক্ত। সাহিত্যিক ও গীতিকারের কল্পনা এবং মানুষের আবেগকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে চাঁদ বাংলা সাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। চাঁদ শুধু আকাশের বস্তু নয়, বরং মানুষের অনুভূতি, চিন্তা এবং কল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে থাকা সাংস্কৃতিক প্রতীক।

'বাঁশ বাগানের মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে ওই / মাগো আমার শোলক বলা / কাজলা দিদি কই?'- যতীন্দ্রমোহন বাগচীর এই পংক্তিগুলো তো আবহমান বঙ্গজীবনের এক নিবিড় অনুষঙ্গ। চাঁদ এত নিঃসঙ্গ বুঝি আর কোথাও নেই! আকাশের চাঁদ দেখে হারিয়ে যাওয়া দিদির কথা মনে পড়ছে এক শিশুর! আমরাও তো সেই অনুভূতিতে ভেসে চলেছি এক নিরন্তর বিষণ্ণতায়। এভাবেই চাঁদ বহুমাত্রিকতায় জড়িয়ে থাক আমাদের এ জীবনজুড়ে, আমরা বরং কিঞ্চিৎ 'লুনাটিক' হয়েই কাটিয়ে যাই বাকি জীবন।

তালাকনামা

আবীর লাল মণ্ডল

ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ। বাতাসে বসন্তের হালকা রং আছে বটে, কিন্তু তাতে ফুলের উচ্ছ্বাস একটুও নেই। ছঘরিয়ার দক্ষিণপাড়ায় বিকেলের রোদ পড়ে আছে ধুলোর ওপর। নীরবে মরহুম আবদুল শেখের বাড়ির ভেতর বসে আছে তাঁর ছেলের বৌ, নাফিসন। প্রায় এক বছর হল এ বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে। সোনাতলার আদু মণ্ডলের বড় মেয়ে সে। বাবা দিনমজুর। ভোরে বেরোয়, সন্ধ্যায় ফেরে; কাঁধে মাটি, কপালে ঘাম, হাতে মজুরি। তারা তিন বোন, এক ভাই। ঘরে অভাবের বাতাস। মেয়েরা বড় হতে হতেই বুঝে যায়- তারা সবাই সংসারের বোঝা।

নাফিসনের তাই পনেরো বছরের বড় ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এলে বাবা-মা সাতপাঁচ ভাবেননি। বিয়েতে এক লক্ষ নগদ, মোটর সাইকেল, খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল- কত কিছু দাবি করা হল! নাফিসন জানত, এত কিছু হুট করে জোগাড় করা তার বাবার পক্ষে কতটা অসম্ভব ছিল। তবু বিয়ের দিন সে দেখেছিল বাবার চোখে নদী শুকিয়ে গেলেও তলায় একটু জল থাকে সেই রকম দৃঢ়তা। আত্মীয়স্বজনের কাছে মাথা নত করে, সুদে টাকা ধার কোনও রকমে আশি হাজার টাকা আর আসবাব জোগাড় হয়েছিল। বাকি কুড়ি হাজার টাকার ওজন এখনও নাফিসনের বুকের ওপর চাপা পড়ে আছে।

বিয়ের পর নাফিসনের জীবনে শুরু হল অন্য লড়াই। ভেবেছিল, বাবার বাড়ির অভাবের পর শ্বশুরবাড়িতে একটু নিশ্চিন্তে শ্বাস নেবে, হাত-পা ছড়িয়ে বসবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। শাশুড়ির কথার খোঁচা প্রতিদিনের ভাতের মতো নিয়মিত। তরকারিতে নুন বেশি হলে, ভাত একটু নরম হলে কিংবা কাজে সামান্য দেরি হলে-

মুখপুড়ি! ভিখিরির ঘরের মেয়ে! বাপ-মা কাজ শেখায় নাই নাকি?

শব্দগুলো ছুরি না হলেও, কিন্তু প্রতিদিনের ছোট-ছোট খোঁচায় অদৃশ্য, নিঃশব্দ রক্ত ঝরায়। নাফিসন জবাব দেয় না। এতদিনে সে বুঝে গেছে কথা বললেই অশান্তি বাড়বে। আর সে কথা যদি খোদনের কানে পৌঁছায়, তবে মার একটাও মাটিতে পড়বে না, সবই পড়বে তার পিঠে।

খোদন নাফিসনের স্বামী। লোকের জমিতে লাঙল দেয়। দুটো গোরু আছে। নাফিসন মাঝে মাঝে মাঠে যায়, কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটে, মাথায় করে নিয়ে আসে। বিয়ের মাস ঘুরতেই শাশুড়ির কণ্ঠে আরেক সুর, 'ওরে আদুরী, তোর বাপ কইছিল বাকি টাকা দিবে। কবে দিবে? আমি মরলে দিবে নাকি? ক'দিন পর আমার খোদনের ছেলে হবে। নাতির মুখ দেখব। টাকা লাগবে না?'

এই 'নাতির মুখ' কথাটার ভেতরে কত প্রত্যাশা, কত চাপ! নাফিসন চুপ করে থাকে। তার শরীর কি সংসারের জমি? যেখানে ফসল ফলবে কি না, তা নিয়ে সবার ভাবনা।

একদিন পাড়ার কলে জল আনতে গিয়ে সে শুনেছিল দুই বৌ ফিশফিশ করছে ঃ খোদনের তো সমস্যা আছে। আগের বৌয়ের ছেলেপুলে হয় নাই। শেষে গলায় দড়ি দিয়া মরল।

কথাগুলো বাতাসে ভেসে এসে নাফিসনের কানে বিঁধেছিল। আগে শুনেছিল খোদনের আগের স্ত্রী মারা গেছে, কিন্তু কারণ জানত না।

সন্ধে নেমেছে ধীরে ধীরে, মনে হচ্ছে আকাশের রং বদলে যাওয়ার ভেতর দিয়ে এক অদৃশ্য দীর্ঘশ্বাস ভেসে উঠছে, আর সেই দীর্ঘশ্বাসে গ্রামজীবনের ক্লান্তি মিশে আছে নিবিড়ভাবে। বাড়ির দাওয়ায় বসে বিড়ি ফুঁকছে খোদন, তার মুখের সামনে ধোঁয়ার সরু রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। তার মাথার ভেতর সংসারের চিন্তা, ভাতের চিন্তা, অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

খোদন হালচাষি। চাষবাস তার গর্ব। কিন্তু সেই গর্বে এখন ফাটল ধরেছে। মাঠের পর মাঠ দখল করে নিয়েছে যন্ত্রদানব- ট্র্যাক্টর। এক ঘণ্টায় বিঘের পর বিঘে জমি চষে ফেলছে, আর মানুষের ঘামের মূল্যকে ঠেলে দিচ্ছে প্রান্তিকতায়। কিছু মানুষ পুরোনো বিশ্বাস আঁকড়ে লাঙলেই চাষ করছে, কিন্তু আর কতদিন?

ধান-পাট বয়ে আনার কাজটুকুও আর নেই, ট্র্যাক্টরের ট্রলিতে অল্প সময়ে দ্বিগুণ বোঝা পৌঁছে যাচ্ছে, সেখানে সে বাঁশের গাড়ি নিয়ে কীভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে?

অনেক ভাবনাচিন্তার পর খোদন সিদ্ধান্ত নিল, গোরু দুটো বিক্রি করে দেবে। কারণ সভ্যতার কালচক্রে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষকে বদলাতে হয়, নয়তো অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে হয়।

খোদন ভাবল, সে একটা টোটো কিনবে। কিন্তু সেই স্বপ্নের দাম প্রায় লক্ষ টাকার কাছাকাছি। গোরু বিক্রি করে হয়তো পঞ্চাশ হাজার পাওয়া যাবে, কিন্তু বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে, এই প্রশ্ন খোদনকে গ্রাস করে আছে গভীরভাবে।

ঠিক তখন নাফিসন এসে দাঁড়াল তার পাশে। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় নাফিসনের মুখেও চিন্তার ছায়া স্পষ্ট।

এক অজানা আশঙ্কা সত্ত্বেও মমতামাখা কণ্ঠে সে ধীরে বলে, 'কী গো, কী আকাশপাতাল ভাবছ, বলো দিনি?'

খোদন তাকায়, কোনও উত্তর দেয় না। বিড়িটা শেষ করে পায়ের নীচে আগুন নিভিয়ে সে বলে ওঠে, 'ভাবছি একটা টোটো কিনব, কিন্তু...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই নাফিসন বলে ওঠে, 'টোটো কেন? চাষ করবা না আর?'

খোদন বিরক্ত হয়ে বলে, 'কথা তো শেষ করতি দে, মুখে-মুখে অত কথা ধরিস কেন?' সে বলে চলে, 'ট্র্যাক্টরে মাঠ ছেয়ে গেছে, জমি চষে আর কাজ নেই।'

'কিন্তু অত টাকা পাবা কই?' নাফিসনের গলা ভারী হয়ে আসে।

হঠাৎ খোদন নাফিসনের দিকে তাকায়, অবলীলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'তোর বাপের কাছে কুড়ি হাজার টাকা পেতাম, সেইডা কবে দিবে রে?'

নাফিসন কেঁপে ওঠে। এই টাকার কথা সে জানে, সাথে ভালো করেই জানে এই টাকা আর কখনও আসবে না।

সে আমতা-আমতা করে বলে, 'না মানে...'

খোদন গর্জে ওঠে, 'মানে আবার কী? টাকা পাই, টাকা এনে দিবি।'

নাফিসন শেষমেশ বলে ওঠে, 'ও টাকা আমি আনতে পারব নে।'

জীবিকার সংকটে দিশেহারা খোদন এই 'না' শব্দে পৌরুষে আঘাত অনুভব করল। আর সেই আঘাত তাকে অন্ধ করে দিল। খোদন নাফিসনের চুলের মুঠি ধরে টেনে বলে, 'টাকা যখন আনতে পারবি নে, তোর মতো বাজা মেয়েকে নিয়ে আমার সংসার করে কী লাভ? মাগনা পুষব তোকে?' পাঁচন দিয়ে সে নাফিসনের পিঠে আঘাত করতে থাকে। সপ...সপ...সপ...

নাফিসন কাঁদতে থাকে। খোদনের পায়ে পড়ে। কিন্তু নাফিসনের কান্না খোদনের কানে পৌঁছায় না। যেন সে শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। খোদন চিৎকার করে, 'কবে থেকে তোকে বলা হইছে টাকা আন, টাকা আন... কিন্তু সাহেবের বেটি সে কথা শুনবি ক্যানে... দরকার নেই তোর মতো বৌ আমার... বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে... দূর হ... মাগি তোকে দিলাম তালাক, তালাক, তালাক...'

চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে খোদনের মা। হঠাৎ ছেলের মুখে শেষের তিনটে শব্দ শুনে তাঁর মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের রেখা ফুটে ওঠে।

২

রাতের গভীরতা বেড়েছে। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল নির্বিকার চোখে তাকিয়ে আছে মাটির ক্ষুদ্র অস্থিরতার দিকে।

ছোটগল্প

-এআই

উঠোনে নেমে এসেছে এমন এক নীরবতা, যার ভেতর চাপা পড়ে আছে মানুষের গোপন ভয়।

খোদনের কাঁচা ঘরের ভেতর ল্যাম্পের মৃদু আলো জ্বলছে, সেই হলুদ আলোয় বাড়ির মানুষগুলোর ছায়া লম্বা হয়ে দেওয়ালে কেঁপে উঠছে, মনে হচ্ছে প্রত্যেকটি ছায়া আজ সাক্ষী হতে এসেছে এক অনিবার্য বিচারের। খোদনের সামনে পাটি পেতে বসে আছেন গ্রামের মসজিদের পেশ ইমাম, তাঁর পরনে সাদা পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, দাড়িতে হালকা পাক ধরা।

ঘরের এককোণে মুখে ঘোমটা টেনে বসে আছে নাফিসন; কাঁধ কাঁপছে নিঃশব্দ কান্নায়। পাশে বসে আছে তাঁর শাশুড়ি, যার মুখে কঠোরতার সঙ্গে হিসেবনিকেশের একটা ভয় বিদ্যমান।

রাগের মাথায় তিনবার 'তালাক' বলার পাঁচ মিনিট পর থেকে খোদনের রাগের আগুন নিভতে শুরু করেছিল, আর ছাইয়ের নীচে লুকিয়ে থাকা অনুতাপ তখন ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল।

নাফিসনের কাছে গিয়ে মিনমিন করে সে বলেছিল, 'রাগের মাথায় বলি ফেলিচি, কিছুই হবে না। শুধু তুমি, আমি আর মা জানি। আমি এসব অত বুঝি না, মানিও না।'

কিন্তু বাদ সেধে বসে খোদনের মা। তিনি বলেন, 'তুই কি আল্লার উপর দিই যাবি নাকি বাপ? আল্লার বিধান হইল তালাক দিলি আর সংসার করা যায় না।'

খোদন আল্লার নাম শুনে চমকে উঠল। সে আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি তো ইচ্ছে করে দিই নাই। রাগের মাথায় বলি ফেলিচি।'

-আমি যা জানি, তাতে তোদের তালাক হই গেছে। তুরা আর একসাথে থাকতে পারবি নে।

খোদন চিন্তিত মুখে বলল, 'তাহলে উপায় কী?' তার চোখে-মুখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট।

মা বললেন, 'ইমাম সাহেবকে খবর দে। তিনি ঠিক একটা বিহিত করবেন।'

নিরুপায় খোদন মাথা নাড়ল। নাফিসন তখনও নীরবে কেঁদে চলছে।

ইমাম সাহেব এসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি কি তিনবার তালাক বলেছ?'

খোদন শুকনো মুখে মাথা নাড়ল।

ইমামের দাড়ির আড়ালে হালকা হাসি খেলে গেল। কেউ লক্ষ করল না। সেই হাসির ভিতর অন্যকিছুর হিসেব চলছিল।

তিন বছর আগে তাঁর বিবি ইন্তেকাল করেছে। বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। একাকিত্বের দীর্ঘ রাত। তাঁর মনে সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে।

তিনি ভালো করেই জানতেন, রাগের মাথায় উচ্চারিত তিন তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হয়। আর তাৎক্ষণিক অনুশোচনায় তা বাতিল হতে পারে। কিন্তু সেই সত্য জ্ঞান আজ তাঁর বাসনার কাছে হেরে গেল।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'এখন আর উপায় নাই, তালাক হয়ে গেছে। তোমার বিবি এখন তোমার কাছে হারাম। যদি তুমি আবার সংসার করতে চাও, তবে হালালা বিয়ে দিতে হবে।'

খোদন চিৎকার করে উঠল, 'না, আমি মানি না, রাগের মাথায় বললি কেমনে তালাক হয়?'

ইমাম কঠোর গলায় বললেন, 'এটা আমার কথা না। এটা আল্লার বিধান। আমরা সামান্য বান্দা। আল্লার বিধান সমান।'

খোদনের মা বললেন, 'ঠান্ডা হ বাপ, ইমাম সাহেব কি মিথথি কথা বলতি পারেন?'

খোদন রাগে ফেটে পড়ল, 'যে বিধানে রাগের মাথায় বললে তালাক হয় লিখা আছে, সেই বিধান আমি মানি না।'

'এত বড় কথা! আল্লার বিধান অমান্য?' ইমাম গর্জে উঠলেন। যদিও রাগে ব্যক্তিগত স্বার্থের আঁচ গোপনই থাকল।

একটু ধাতস্থ হয়ে তিনি ঠান্ডা মাথায় বললেন, 'কাল সালিশি সভা বসানো হবে। সেখানেই বিচার হবে। আল্লার বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলো। সাহস কত?'

৩

বিকেলের আলো যখন ক্রমে নরম হয়ে এল, তখন খোদনের বাড়ির পিছনের সেই পুরোনো বট গাছটার নীচে ধীরে ধীরে জড়ো হতে শুরু করল গ্রামবাসী। বটতলার মাটি গোল করে পরিষ্কার করা হয়েছে। পেতে দেওয়া হয়েছে কয়েকটা চেয়ার। সেখানে বসেছেন গ্রামের ইমাম, দু'-একজন আলেম, মাটিতে পাতা চটে বসেছে দুই পক্ষের মানুষ। আদালত তিন তালাক প্রথাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও, তার আঁচ ছঘরিয়া দক্ষিণপাড়ায় পৌঁছায়নি, এখানের মুসলিম সমাজে এখনও শেষকথা বলেন ইমাম স্থানীয় ধর্মগুরুরা, আইন সম্পর্কে অবগত নন গ্রামবাসীও।

একদিকে নাফিসনের বাবা। মুখ শুকনো, চোখ দুটো ভিতরে ঢুকে গেছে। সঙ্গে কয়েকজন আত্মীয়। অন্যদিকে, খোদনের পক্ষের লোকজন। সবাই মাথা নীচু করে বসে আছে। চারপাশে ভিড় প্রতিবেশীদের। কৌতূহল বাড়ছে। খোদন একটু দূরে বসে আছে। তারও মাথা নীচু। চোখ লাল। মুখে অপরাধবোধ আর অসহায়তার ছাপ। নাফিসন বসে আছে আরও দূরে। মাথায় ঘোমটা। পাশে তার দুই ছোট বোন।

একসময় ইমাম সাহেব গলা খাঁকারি দিলেন। গুঞ্জন থেমে গেল।

তিনি বললেন, 'সমবেত জনতা, আপনারা সকলে জানেন, কাল রাতে খোদন তার বিবিকে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু তালাক দেওয়ার পরেও সে আবার তার বিবির সঙ্গে সংসার করতে চায়।'

উপস্থিত সকলে হায় হায় করে উঠল। এক বয়স্ক ব্যক্তি বলে উঠল, 'তালাক দিলি তো সব শেষ!'

ইমাম আবার বললেন, 'আমি তাদের বলেছি, আল্লার বিধান অনুযায়ী হালালা বিয়ে ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তখন সে আল্লার তরিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গালিগালাজ করেছে। আপনারা বলুন এটা কি ঠিক?'

জনতার মধ্যে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। চারদিক থেকে ভেসে এল- কন্ত বড় বুকের পাটা আল্লার বিধান তুলে কথা? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা...

এক বয়স্ক আলেম হাত তুলে বললেন, 'চুপ করেন সবাই।' তিনি খোদনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

খোদন মাথা নীচু করে বলল, 'হুজুর, রাগের মাথায় বলি ফেলিচি। পরে তওবা করিচি। আমি আমার বৌরে ছাড়তে চাইনে। আমার বৌরে হালালা বিয়ে দিতে কইবেন না হুজুর। আমি মইরা যামু তা-ও এইডা পারুম না।'

কিন্তু ইমাম তখন হেসে বললেন, 'দেখছেন হাজী সাহেব, কত বড় বড় কথা বলে!'

আলেম তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আল্লার বিধানের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না।'

তারপর তিনি নাফিসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মা, তোমার কিছু বলার আছে?'

নাফিসন ঘোমটার আড়াল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি আমার সোয়ামিরে ভালোবাসি। সে বেঁচে থাকতে আমি আর কুনোদিন অন্য কোথাও বিয়া করতে পারুম না।'

চারপাশে এক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এল। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

আলেম হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, 'কি! তোমরা আল্লার বিধান মানবে না? জানো এর শাস্তি কী? দুনিয়ায় কষ্ট তো আছেই, সঙ্গে আজীবন জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে।'

শেষবার তিনি বললেন, 'বলো, আমাদের কথা তোমরা মানবে কি না?'

নাফিসন ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, 'না, হুজুর। আমাকে মেরি ফেলুন। তা-ও আমি পারুম না।'

আলেম তখন দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে এদের পরিবারকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হল। এদের সঙ্গে কেউ মিশবে না। লেনদেন করবে না। যদি কেউ এর অন্যথা করে, তাদেরও সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

মানুষের মধ্যে ফিশফাশ বাড়তে লাগল। আলেম গর্জে উঠলেন, 'আল্লার বিধানকে অপমান করার জন্য খোদন আর তার বৌকে একশো ঘা করে বেতের বাড়ি মারা হবে।'

কয়েকজন লোক এগিয়ে এল।

খোদন আর নাফিসনকে টেনে নিয়ে যেতে থাকল বট গাছের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নাফিসনের চোখের সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল। আবছা আলোয় সে দেখল, বট গাছের শিকড়ের কাছে হাজার হাজার নারী বাঁধা। সকলের মাথা নীচু। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। তারা সবাই হাত তুলে তাকে ডাকছে।

উত্তরের কবিমুখ

শৌভিক বণিক

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার বাসিন্দা উত্তরবঙ্গের কবিদের অন্যতম শৌভিক বণিক। বাংলায় স্নাতক। সমাজকর্ম এবং পরিবেশবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। মূলত লেখালেখির সঙ্গেই যুক্ত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আড়াল ভাঙছে ম্যাজিশিয়ান'। শব্দ বাউল ও উত্তরের সৃজন নামে দুটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। শব্দ বাউল ওয়েবজিন ও শব্দ বাউল ভিডিও ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। সম্পাদিত বইয়ের তালিকা উত্তর জনপদের নির্বাচিত কবিতা (সহ সম্পাদিত), তরুণ কবির ভুবনজোত-সুবীর সরকার (প্রসঙ্গ: উত্তরাঞ্চল/ সহ সম্পাদিত)। তোর্ষা সাহিত্য সম্মাননা, কবি তনুময় সরকার স্মৃতি সম্মাননা প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিত।

শূন্যতার খসড়া

ঘুমের ভেতর
নাম কেটে যায়--
জেগে উঠে দেখি,
আমি অর্ধেক মুছে গেছি

বেঁচে থাকা
একটা অভ্যাস--
ছাড়তে পারি না।

স্বপ্ন মানেই
বিশ্বাসঘাতকতা--
তাই জেগে থাকি

চোখের গভীরে
ছায়া জমে
নিঃশব্দে

শেষে--
একটা শূন্যতা
আমাকেই লিখে চলে
রোজ

কবিতা

বৃক্ষ জন্ম

সরমা দেবদত্ত

এবার মরলে বৃক্ষ হব
প্রতি বছর ঝরাপাতার মতো ঝরে পড়বে বিষাদগুলো
কোনও ভার থাকবে না জীবনের
আবার নতুন পাতার মতোন উজ্জীবিত হব

ভালোবাসাও যে পুরোনো হতে হতে বিষাদে পরিণত হয় অজান্তে

তাই তো দিন দিন একাকিত্বের প্রেমে জড়িয়ে পড়ি
নীরবতার যোগাসন করি
কিছুটা রোগ নিরাময় হয়

আজকাল কোলাহল বড় বিষময় লাগে

তাই তো খুব ইচ্ছে করে
এবার মরলে যেন বৃক্ষ জন্ম হয়
বৃক্ষ তর্ক করে না, হিংসা করে না,
ধর্মাধর্মের ধার ধারে না
সর্বংসহা, সর্বজন দাতা

মানুষ বৃক্ষের পরিচর্যা করে তবু বৃক্ষের মতো হয় না কেন?

তুমি দেশান্তর

অভিষেক রায়

দিনের পর দিন চলে যায় পাই না তোমার দেখা,
ডায়েরির ছিন্ন পাতা আগলে ধরে ভাবছি বসে একা;
দূর হতে কোথাও যেন ভেসে আসে তোমার কণ্ঠস্বর।
পেছন ফিরে দেখি আজ তুমি দেশান্তর।।
রাত জেগে এ নয়ন স্বপ্ন দেখে স্মৃতির স্রোতে ভাসে,
দুপুর রাতের নিস্তব্ধতা ভোরের কূলকিনারায় মেশে;
এত লোকের মাঝেও যেন শূন্য এই প্রকাণ্ড প্রান্তর।
পেছন ফিরে দেখি আজ তুমি দেশান্তর।।
বসন্তের বাতাস বলছে যেন আবেগপ্রবণ সুরে,
বন্ধু তোমার মন ভালো নেই মোদের থেকে দূরে...
সত্যিটাকে মান্যতা দিয়ে আজ পাষাণ এ অন্তর।
পেছন ফিরে দেখি আজ তুমি দেশান্তর।।
পর্ণমোচীগুলোও খুশি নতুন পাতা পেয়ে,
আমি বুঝি নেহাত বোকা রয়েছি তোমার পথ চেয়ে...
মন গভীরে অভিমানের পাহাড় জমছে নিরন্তর।
তবুও কী এসে যায়...
পেছন ফিরে দেখি আজ তুমি দেশান্তর।।

ব্যালট

সোমনাথ গুহ

মানুষ মানুষের মতো নেই
রাস্তা থেকে রিকশা শব্দটি উঠে যাওয়ার সাথে সাথে
উঠে গেছে 'আপনি' সম্বোধনটিও
এই যে ভেঙে যাচ্ছে শিকড়সমেত পুরোনো বাড়ি
মুদিখানা দোকান
কেরানির চায়ের কাপ
অথবা কেউ
কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো খাবার নিজেকে বিক্রি করে
রং লুকিয়ে বেনামে তৈরি হচ্ছে কমপ্লেক্স
রাজনীতির কালো টাকা ইমারত গড়ছে শহরের বুক জুড়ে।

চরিত্র বদল করতে করতে এবারে
নাটকের শেষ অঙ্কে ক্লাউন
আর দর্শক আসন থেকে উঠে গেছে প্রত্যাশিত হাত
আমাদের
এবারে আসন্ন নির্বাচন।

অসম্পূর্ণ বলেই

শর্মিষ্ঠা কুণ্ডু

আমরা কেউ নিখুঁত নই—
এই কথাটা প্রথমে শুনতে লজ্জা লাগে,
যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নিজেরই ছায়াকে অপরিচিত লাগে।

তারপর ধীরে ধীরে বোঝা যায়,
খুঁতগুলোই আসলে আমাদের ভাষা—
যেখানে দাগ আছে,
সেখানেই তো গল্পের শুরু।

নিখুঁত হলে মানুষ হত না কেউ,
হত হয়তো কাচের তৈরি কোনও নীরব বস্তু—
স্পর্শে ভাঙে না,
তবু কখনও ছোঁয়া যায় না।

তাই আমি ভুল করি,
তুমিও করো—
এই ভুলের ভেতর দিয়েই
আমরা একটু একটু করে মানুষ হয়ে উঠি।

অণুগল্প

সৈয়দের সততা

ইথার নাগ

সুয়েজ ক্যানালে জাহাজ এসে পড়ল। ক্যানাল পার করতে তেরো-চোদ্দো ঘণ্টা লাগবে। ধীরগতিতে সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে এক এক করে জাহাজ পার হচ্ছে। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করতে একজন অফিসার এসেছেন। জাহাজের ভাষায় তাকে পাইলট বলা হয়। তিনি সৈয়দ বন্দরে জাহাজ নিয়ে এলেন।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে এই প্রথম বিদেশযাত্রা সংযুক্তার। ওর স্বামী মার্চেন্ট নেভির অফিসার। দুপুরে খাবার সময় হলে সেলুনে (খাবার জায়গা) সংযুক্তা যখন খেতে এসেছে, তখন নীচে নাবিকদের কেবিনের দিক থেকে প্রচণ্ড শোরগোল শোনা যাচ্ছে। স্টুয়ার্ডদের জিজ্ঞেস করে ও জানতে পারল, সৈয়দ বন্দরের ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা জাহাজ বন্দরে ভিড়লেই জাহাজে উঠে এসে নাবিকদের কেবিনের সামনে জায়গা দখল করে রকমারি জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে যায়। তাদের সেই অস্থায়ী দোকানে থাকে পারফিউম, ঘর সাজানোর শৌখিন দ্রব্য, ছোট ছোট ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র, হাল ফ্যাশনের পোশাক, জুতো ইত্যাদি। শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল সংযুক্তা। এরকম দুয়ারে গড়িয়াহাট গোছের অভিজ্ঞতা জাহাজে এসে হবে ও ভাবতে পারেনি। স্টুয়ার্ডরা অবশ্য আরও সাবধান করে দিয়েছিল, কেবিন কিন্তু এ সময় তালা মেরে রাখবেন। না হলে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পর্যন্ত শুনে সংযুক্তা খাওয়া শেষ না করেই, পড়িমরি করে নীচে নেমে আসছে, তখনই একজন মিশরীয় দোকানি এসে সবাইকে বলে গেলেন, একজন অফিসারের কেবিনের দরজা কিন্তু খোলা আছে। সংযুক্তা বুঝতে পারল তার কেবিনের কথাই উনি বলছেন। স্বামীকে ও ধন্যবাদ জানাতে বলল সেই দোকানিকে। সৎ মানুষ সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দেবার অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন দেশে এসে নতুন মানুষের সততার অভিজ্ঞতাও যুক্ত হল সংযুক্তার প্রাপ্তির ঝুলিতে।

ভবঘুরে

গোবিন্দ সরকার

লালনগীতি গেয়ে শ্রোতা হাতড়াচ্ছে এক ভবঘুরে। মানুষের ভিড় লক্ষ করে গান গায়। কিন্তু তার ছাই মাখা শরীর, উশকোখুশকো ঝাঁকড়া চুল, খুশকি ওঠা চাপদাড়ি আর পরনে ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় দেখে ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে যায়। তবুও গায়,

'এই বেলা তোর ঘরের খবর জেনে নে রে মন।
কেবা জাগে কেবা ঘুমায় কে কারে দেখায় স্বপন।।'

কী দারুণ তার কণ্ঠ! কণ্ঠে এক মোহময়ী জাদু। কণ্ঠের মদিরতায় বুঁদ হয়ে যায় মানস মন। বারেবারে গায়ের লোম ভাইব্রেট দিয়ে ওঠে। তবুও সে শ্রোতা টানতে ব্যর্থ। একদিন রাস্তায় এক ভদ্রলোককে তার কাতর অনুরোধ, 'এই শুনুন না একটি গান!'

--- 'কে আপনি?' ভদ্রলোক খেঁকিয়ে ওঠে।

কণ্ঠে এক মোহময়ী জাদু। কণ্ঠের মদিরতায় বুঁদ হয়ে যায় মানস মন। বারেবারে গায়ের লোম ভাইব্রেট দিয়ে ওঠে।

--- 'শিল্পী।'

--- 'না না আমার সময় নেই।'

--- 'ঘরসংসার করিনি জানেন। গানেতে উৎসর্গ করেছি জীবন। গলাটা উশখুশ করছে। শুনুন না? শুনেই দেখুন একবার!'

'কেবা জাগে কেবা ঘুমায় কে কারে দেখায় স্বপন।
এই বেলা তোর ঘরের খবর জেনে নে রে মন।।'

আস্ত পাগল, ভিখিরি ভেবে ভদ্রলোক দশটি টাকা দিয়ে হনহন করে হাঁটা দেয়। কিছুদূর যাওয়ার পরেই ভবঘুরে পেছনদিক থেকে তার হাত টেনে ধরে। হাতে টাকা ফেরত দিয়ে বলল, 'আমার টাকার প্রয়োজন নেই বুইলেন। শ্রোতার প্রয়োজন।' ভবঘুরে মোটেও এমন পরিস্থিতি আশা করেনি। এত এত আঘাতের সমারোহে হতাশার বুদবুদ তার মনে চাগাড় দিয়ে ওঠে। প্রগতিশীল সমাজ থেকে আবার সে নিজেকে সরিয়ে নিল। এভাবে বারবার সে নিজেকে একা করে। আর জাবর কাটে জগতের সমস্ত উপহাস।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

খাদের কিনারে অর্থনীতি, উড়ছে পড়শিরা

প্রতিবেশীদের তাচ্ছিল্য করার দিন শেষ; মাথাপিছু আয়, শিল্পায়ন এবং রাজকোষের স্বাস্থ্য- সব ক্ষেত্রেই আজ বাংলাকে বহু যোজন পিছনে ফেলে পূর্ব ভারতের নতুন ইকনমিক পাওয়ারহাউস হিসেবে উঠে আসছে একসময়ের 'পিছিয়ে পড়া' রাজ্য অসম ও ওড়িশা। অন্যদিকে, আত্মতুষ্টির ঘেরাটোপে বন্দি বাংলা মেতে আছে স্রেফ খয়রাতি আর ভাতার রাজনীতিতে। সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার ম্যাজিক ভোটারদের মন ভরাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিপুল ঋণের পাহাড় আর অনুৎপাদক ব্যয়ের জেরে রাজ্যের ভবিষ্যৎ কার্যত ভেন্টিলেশনে। পরিকাঠামো বা শিল্পে বিনিয়োগের বদলে শুধুই ধার করে অনুদান বিলোনোর এই মডেল রাজ্যের কর্মসংস্থানকে শেষ করে দিয়েছে। যার জেরে কাজের খোঁজে রোজ ভিনরাজ্যের ট্রেনে ভিড় বাড়াচ্ছে বাংলার যৌবন। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনীতির এই রূঢ় বাস্তব আর ভোটের অঙ্কের চুলচেরা বিশ্লেষণ উঠে এল আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া কলমে।

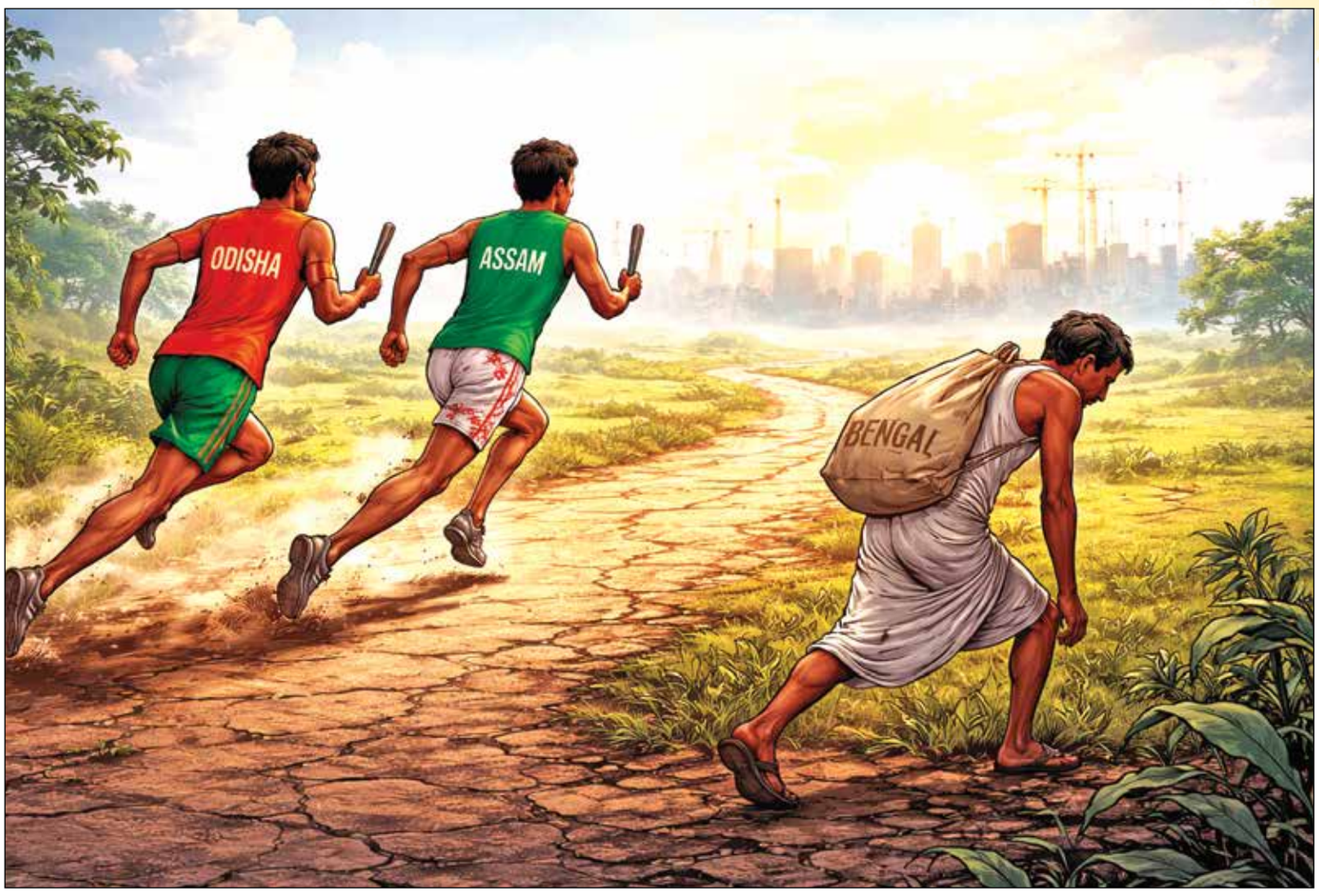

আত্মতুষ্টির মাশুল দিচ্ছে আজকের বাংলা

দীপংকর হালদার

বাঙালি বরাবরই এক অদ্ভুত আত্মশ্লাঘায় ভুগতে ভালোবাসে। 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে...' গোছের সেই শতাব্দীপ্রাচীন প্রবাদটি আউড়ে আমরা আজও অবচেতনভাবে মনে করি, পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব ভারতে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। ওড়িশা বলতে আমাদের চোখে ভাসে শুধু দিঘা-পুরীর সমুদ্র সৈকত আর জগন্নাথ মন্দির। আর অসম মানে তো কেবল কামাখ্যা আর কাজিরাঙ্গার জঙ্গল। একসময় এই দুই রাজ্যের মানুষকে আমরা সস্তায় শ্রমিকের জোগানদার হিসেবেই দেখে এসেছি। কিন্তু আভিজাত্যের সেই ঠুলিটা এবার চোখ থেকে খুলে ফেলার সময় এসেছে। কারণ, যে প্রতিবেশীদের আমরা এতদিন কিছুটা করুণা বা তাচ্ছিল্যের চোখেই দেখে এসেছি, নীরবে এবং নিঃশব্দে তারাই আজ অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে বাংলাকে শুধু টেক্কা দেওয়াই নয়, রীতিমতো গোল দিচ্ছে। মাথাপিছু আয় থেকে শুরু করে কলকারখানার বৃদ্ধি- সব দিক থেকেই বাংলা আজ পূর্ব ভারতের এক ক্লান্ত এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্য।

কোনও রাজ্যের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী, তা শুধু তার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আকার বা জিএসডিপি দিয়ে মাপা যায় না। কারণ, যে রাজ্যের জনসংখ্যা বেশি, তার অর্থনীতির আকার স্বাভাবিকভাবেই বড় হবে। আক্ষরিক অর্থে বাংলার জিএসডিপি এখনও অসমের প্রায় তিনগুণ এবং ওড়িশার দ্বিগুণ। কিন্তু এই সুবিশাল আকারের আড়ালে যে চরম স্থবিরতা লুকিয়ে আছে, তা প্রকট হয়ে যায় যখন আমরা 'মাথাপিছু আয়' বা পার ক্যাপিটা ইনকামের দিকে তাকাই। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিমাপের এই আসল সূচকেই বাংলার কঙ্কালসার চেহারাটা আজ সর্বসমক্ষে উন্মোচিত।

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম ডেটা অন্তত সেই রূঢ় বাস্তবই তুলে ধরছে। ২০১১-'১২ সালের দিকেও মাথাপিছু আয়ের নিরিখে অসম বা ওড়িশার চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। সেইসময় বাংলার মাথাপিছু আয় ছিল ৫১,৫৪৩ টাকা। যেখানে ওড়িশা ছিল ৪৮,৩৮৭ এবং অসম ছিল মাত্র ৪১,১৪২ টাকায়। কিন্তু গত এক দশকে এই ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। ২০২৪-'২৫ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ওড়িশার মাথাপিছু আয় রকেটের গতিতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬,২২৪ টাকায়! অসমও এক বিশাল লাফ দিয়ে পৌঁছে গেছে ৮৫,৯৮৮ টাকায়। আর বাংলা? ধিকিধিকি এগিয়ে বাংলার মাথাপিছু আয় ঠেকেছে মাত্র ৮২,৭৮১ টাকায়। অর্থাৎ, যে রাজ্যগুলোর দিকে আমরা উন্নাসিক দৃষ্টিতে তাকাতাম, আজ তাদের সাধারণ মানুষের গড় আয় একজন বাঙালির চেয়ে অনেকটাই বেশি। অসম এবং ওড়িশা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কম বেস থেকে শুরু করেও যদি সরকারের নীতি এবং সদিচ্ছা সঠিক থাকে, তবে দুরন্ত গতিতে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব।

মাথাপিছু আয়ের এই উলটপুরাণ কোনও জাদুমন্ত্রে ঘটেনি, এর নেপথ্যে রয়েছে ধারাবাহিক শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঠিক গতিপথ। গত এক দশকে অসম এবং ওড়িশা বারবার বাংলার চেয়ে বেশি হারে আর্থিক বৃদ্ধি নথিবদ্ধ করেছে। ২০১৫-'১৬, ২০২২-'২৩ এবং ২০২৩-'২৪ সালে অসম জোড়া অঙ্কের আর্থিক বৃদ্ধি দেখেছে। ওড়িশার বৃদ্ধির গ্রাফে ওঠানামা থাকলেও, করোনা অতিমারির ধাক্কা সামলে ২০২১-'২২ সালে তারা ১৬.৪ শতাংশের এক বিস্ময়কর বাউন্স-ব্যাক করে। সেখানে বাংলার পারফরমেন্স অত্যন্ত ম্যাড়ম্যাড়ে। অতিমারির পর একবার ঘুরে দাঁড়ালেও, বর্তমানে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধি মূলত জাতীয় গড়ের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে, নিজস্ব কোনও চমক দেখাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির এই ফারাকটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে শিল্পের পরিসংখ্যানে। বাংলা যখন শিল্পায়নের স্বপ্ন ভুলে কেবল অনুদান আর খয়রাতির রাজনীতিতে মশগুল, তখন পড়শি রাজ্যগুলো নিঃশব্দে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। ২০১৫ থেকে ২০২৪ অর্থবর্ষের মধ্যে অসমে কারখানার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬৩ শতাংশ! এটি সর্বভারতীয় গড়ের (১৩ শতাংশ) চেয়ে বহুগুণ বেশি। অন্যদিকে, খনি এবং মেটালভিত্তিক শিল্পে বিপুল বিনিয়োগ টেনে ওড়িশা তাদের কারখানার উৎপাদন মূল্য বাড়িয়েছে অভাবনীয় ২৯৮ শতাংশ! আর এই একই সময়ে বাংলায় কারখানার সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১১ শতাংশের সামান্য নীচে, যা জাতীয় গড়ের চেয়েও কম। যদিও কারখানার মোট উৎপাদনের অঙ্কে বাংলা এখনও ওড়িশা বা অসমের চেয়ে এগিয়ে (গত দশকে যা দ্বিগুণ হয়েছে), কিন্তু বৃদ্ধির হার বা মোমেন্টামের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট যে, বাংলার শিল্পক্ষেত্র কার্যত তার সমস্ত ধার হারিয়ে ফেলেছে।

পড়শি রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলার এই আকাশপাতাল ফারাকটা আরও মর্মান্তিকভাবে ফুটে উঠেছে সদ্য প্রকাশিত নীতি আয়োগের 'ফিসক্যাল হেলথ ইনডেক্স ২০২৫' বা রাজকোষ স্বাস্থ্য সূচকের রিপোর্টে। দেশের ১৮টি প্রধান রাজ্যের ওপর হওয়া এই সমীক্ষায় ভারতের রাজ্যগুলোর অর্থনীতির আসল স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। আর সেই রিপোর্ট কার্ড বাংলার বর্তমান সরকারের জন্য শুধু লজ্জাজনকই নয়, ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়ংকর অশনিসংকেত। অরবিন্দ পানাগারিয়ার নেতৃত্বে প্রকাশিত এই রিপোর্টে ফিসক্যাল হেলথে বা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলায় দেশের মধ্যে এক নম্বর বা শীর্ষস্থান দখল করেছে ওড়িশা (স্কোর ৬৭.৮)। ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, এমনকি ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যও প্রথম পাঁচে নিজেদের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। ওড়িশা আজ দেশের কাছে এক আদর্শ মডেল। তাদের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, ঋণের স্থায়িত্ব এবং পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ দেশের মধ্যে সেরা।

আর এই তালিকার একেবারে তলানিতে, অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপ পারফর্ম করা রাজ্যগুলোর ক্যাটিগোরিতে জায়গা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সঙ্গী হিসেবে রয়েছে ঋণে জর্জরিত পঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল। নীতি আয়োগ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, বাংলার মূল সমস্যা হল একদিকে তাদের নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের চরম ব্যর্থতা, আর অন্যদিকে ঋণের পাহাড়। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হল ব্যয়ের গুণমান বা 'কোয়ালিটি অফ এক্সপেন্ডিচার'। ওড়িশা বা অসম যেখানে তাদের বাজেটের একটা বড় অংশ খরচ করছে রাস্তা, ব্রিজ, হাসপাতাল বা শিল্পের পরিকাঠামো তৈরিতে, যা দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান এবং আয় বাড়ায়; সেখানে বাংলা মেতে আছে অনুৎপাদক খাতে দেদার খরচে। পরিকাঠামো তৈরির বদলে ধার করে অনুদান বিলির এই সস্তা পপুলিজমই বাংলার অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার এই অর্থনৈতিক অধঃপতনের কারণ লুকিয়ে আছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং সর্বগ্রাসী ভোটব্যাংককেন্দ্রিক অর্থনীতির মডেলে। ওড়িশা বা অসম সরকার প্রমাণ করেছে যে, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সস্তা হাততালির চেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক সংস্কার অনেক বেশি জরুরি। বাংলায় শিল্পের জন্য জমির অভাব, কাটমানি সংস্কৃতি, সিন্ডিকেট রাজ এবং সর্বোপরি শিল্পপতিদের প্রতি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বিরূপ মনোভাব- এই নেতিবাচক ইকো সিস্টেম রাজ্যের অর্থনৈতিক কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে। 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর চোখধাঁধানো মঞ্চ থেকে লাখো কোটি টাকার বিনিয়োগের যে ফানুস ওড়ানো হয়, তা যে আদতে কতটা ফাঁপা, তা নীতি আয়োগ এবং মোসপি-র এই রূঢ় রিপোর্টগুলোই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বাঙালির এই আত্মতুষ্টির ঘুম না ভাঙলে আগামীদিন আরও অন্ধকার। ওড়িশা বা অসমের এই উত্থান কোনও সাময়িক ঘটনা নয়; এটি ধারাবাহিক আর্থিক শৃঙ্খলা এবং দূরদর্শী নীতির ফসল। বাংলার নীতিনির্ধারকদের এটা বুঝতে হবে যে, মানুষের পকেটে মাসের শেষে কিছু নগদ টাকা গুঁজে দিয়ে হয়তো সাময়িক ভোট কেনা যায়, কিন্তু রাজ্যের অর্থনীতিকে চিরকাল ভেন্টিলেশনে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আজ বাংলার যে তরুণরা কাজের খোঁজে বেঙ্গালুরু, পুনে বা হায়দরাবাদ ছুটছেন, খুব দ্রুতই তাঁদের হয়তো কাজের তাগিদে ভুবনেশ্বর বা গুয়াহাটির ট্রেন ধরতে হবে। সময় থাকতে পরিকাঠামো এবং শিল্পে জোর না দিলে এবং ঋণের মায়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি না করলে, অচিরেই বাংলা পরিণত হবে পূর্ব ভারতের এক স্থায়ী বৃদ্ধাশ্রমে।

(লেখক অর্থনীতিবিদ)

খয়রাতির রাজনীতিতে ভয়ের ছবিটা স্পষ্ট

মৈনাক কুন্ডা

এ রাজ্যে চোলাই খেয়ে মরলেও ফ্যামিলি অ্যাসিস্ট্যান্স জোটে। কমিউনিটি অ্যাসিস্ট্যান্স বরাদ্দ হয় দুর্গাপুজোয় টুইস্ট করার জন্য। ধর্মনিরপেক্ষ খয়রাতি— ইমাম, পুরোহিত দু'পক্ষকেই ভাতা। ১৯৪৭-২০১১ এই সময়কালে রাজ্যের ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৯৩ হাজার কোটি টাকা। ২০১১-'২৪ এই সময়কালে রাজ্যের ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের অর্থ দপ্তরই এই তথ্য জানাচ্ছে। ঋণের রকেটগতির বৃদ্ধি দুটো বিষয় বলছে। এক, রাজ্যের ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধি তাল রাখতে পারছে না। ঋণ বৃদ্ধির অর্থ সুদ বাবদ বেশি বেশি অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং রাজ্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করার ক্ষমতা হারাচ্ছে। মূলধনি ব্যয় করতে পারছে না রাজ্য। এমনকি রেভেনিউ এক্সপেন্ডিচারও পারছে না। সঙ্গে লাগামছাড়া দুর্নীতি। যার বিষফল দেখা যায় সর্বত্র। উন্নয়ন আক্ষরিক অর্থেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এগোতে পারছে না। কর্মসংস্থানের অভাব প্রকট। যে কোনও দিন বিবেক এক্সপ্রেসে স্লিপার ক্লাসের যাত্রী হলেই হল। কাজের খোঁজে গাদাগাদি করে রোজ দক্ষিণে পাড়ি জমাচ্ছে এই রাজ্যের যৌবন। জেনারেলে তিলধারণের জায়গা থাকে না। কাজের সুযোগের নিরিখে অসম আজ বাংলার উপরে অবস্থান করছে। ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর ২০১১-'২৪ এই সময়কালে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হারের পরিসংখ্যান সামনে এনেছে। ওড়িশা, অসমে এই হার ৩১০ শতাংশের বেশি, পশ্চিমবঙ্গে ২২৬ শতাংশ মাত্র। ভাতার অর্থনীতি, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, মাইক্রো ফিন্যান্সের থাবায় আক্রান্ত পরিবারে নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য করছে। যাঁদের প্রতি সকালের করুণ আর্তি থাকে 'নিভন্ত ওই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে' তাঁদের হয়তো কোনও কোনও দিন সাহায্য হয়। কিন্তু দিন-প্রতিদিনের লড়াইয়ে সরকারি নীতি কোনও স্থায়ী সাহায্যে আসে না।

নেগেটিভ ইনকাম ট্যাক্স

রিচার্ড নিক্সন জন্ম দিয়েছিলেন 'ফ্যামিলি অ্যাসিস্ট্যান্স প্ল্যান (এফএপি)'-এর ধারণার। প্রেসিডেন্ট নিক্সন রাজনীতির ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির জন্য। ২৪৭ বছরের আমেরিকার ইতিহাসে ৪৭ জন রাষ্ট্রপতির মধ্যে একমাত্র নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সেটা ১৯৭৪ সাল। তাঁর প্রস্তাবিত এফএপি বলেছিল যে কর্মজীবী পরিবারের আয় নির্দিষ্ট সীমার নীচে, শিশুসন্তান থাকবে, সেই পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক মা-বাবা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই সন্তান মিলে চার জনের পরিবার সরাসরি ২৪০০ ডলার ক্যাশ বা চেক পাবে সরকারের তরফে। ভারতীয় টাকায় বর্তমানের হিসাবে তা দুই লক্ষ ষোলো হাজার টাকা। নিক্সন সেই প্রস্তাব শেষপর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেসে পাশ করাতে পারেননি। কিন্তু এই প্রস্তাব মার্কিন জনগণেশের হৃদয় জিতে নিয়েছিল। ৭২-এর নির্বাচনে মানুষের সমর্থন তাঁকে এনে দিয়েছিল ৬১% ভোট। আধুনিক বিশ্বে সর্বপ্রথম ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) ধারণার জনক প্রেসিডেন্ট নিক্সনই। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানের তত্ত্ব ছিল নেগেটিভ ইনকাম ট্যাক্সের। যার আয় বেশি সে কর দেবে সরকারকে। যার আয় কম তাকে সরকার অর্থসাহায্য করবে। নিক্সন তাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। সরাসরি উপভোক্তার কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। আজ ৫০ বছর পর ভারতবর্ষের বুকে সুনামির মতো আছড়ে পড়েছে নতুন নতুন চেহারায়, নতুন নতুন নামে।

রাজীবের জমি, মোদির মাঠ, খেলছেন মমতা

সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার ট্রিগার টিপে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অসম, কর্ণাটক ইত্যাদি নানা রাজ্যে ক্ষমতাসীনরা বিরোধীদের কুপোকাত করেছেন। নিঃসন্দেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন। ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন রাজীব গান্ধি। খরাপীড়িত কালাহান্ডি পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুধার মহামারি দেখে প্রধানমন্ত্রী খেদোক্তি করেন, সরকার যে টাকাগুলো খরচ করে জনকল্যাণে তার মাত্র ১৫ পয়সা পৌঁছায় প্রকৃত উপভোক্তার কাছে। পরবর্তীতে ভিজিলেন্স কমিশনার বলেন, বাকি ৮৫ পয়সার ৪০ পয়সা যায় প্রশাসনিক ব্যয়ে এবং ৪৫ পয়সা যায় দুর্নীতিগ্রস্তদের পকেটে। কেন্দ্রীয় স্তরে চিন্তাভাবনা শুরু হয় কীভাবে এর সংশোধন করা সম্ভব। ডঃ মনমোহন সিং-এর সময়ে শুরু হয় পাইলট প্রোজেক্ট অন্ধ্রের কয়েকটি জায়গায়। নরেন্দ্র মোদি এর ব্যাপ্তির জন্য প্রথমে দেশজুড়ে জন-ধন যোজনার পাসবই খোলান। এবার শুরু হয় ভোজবাজি। আধার সংযুক্ত পাসবই, আধারভিত্তিক উপভোক্তা লিস্ট। লিস্ট মেলাও।

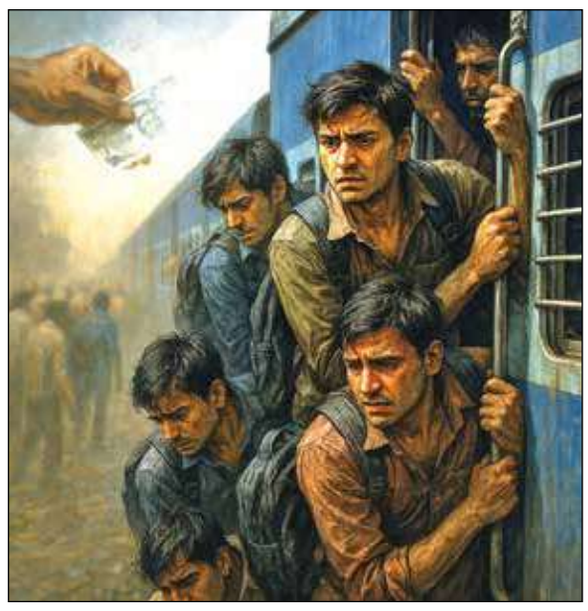

সেই প্রথম নির্বাচনি বিশেষজ্ঞরা দেখেছিলেন সরকারি তহবিলে সরাসরি ভোটারের পকেট ভরলে ভোটবাক্সে ম্যাজিক ঘটে যায়।

বিহার : দশ হাজারে ২০০ পার

নিক্সন ফেল করেছিলেন! এই ধারণাটির উপর মেক-ইন-ইন্ডিয়া ছাপ যখন পড়ল রূপকাররা পেতে শুরু করলেন লেটার মার্কস! কে বলে কিছুদিন রাজপাট চালালেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার চাপে শাসনক্ষমতা হাতছাড়া হয়? এখনকার শাসকরা ডিবিটি-র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে বারবার কুর্সি হাসিল করছেন ইদানীংকালে! সর্বশেষ উদাহরণ বিহার! বিরোধীদের জনসভায় ভিড় ক্রমবর্ধমান। ভোটের মাত্র তিন মাস আগে নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা চালু করলেন। 'আত্মনির্ভর নারী, সশক্ত বিহার'! এক সুচিন্তিত রাজনৈতিক বাজি। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ — নবরাত্রির দিনে — দেবীর আশীর্বাদের মতোই ১.৫ কোটি মহিলার ব্যাংকে পৌঁছে গেল ১০,০০০। ভোটের আগে পেনশন বাড়ল, বিদ্যুৎ বিনামূল্য হল, মোট ডিবিটি খরচ দাঁড়াল ৪০,০০০ কোটি টাকা। এত কম সময়ে এত বড় অঙ্কের ডিবিটি স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ দেখেনি। ফলাফল? বিহারে ভোটের হার ছিল বিহারের ইতিহাসে রেকর্ড! মহিলারা ঢেলে ভোট দেন। ভোটদানে পাটনা বাদে ৩৮ জেলার ৩৭টিতে মহিলারা এগিয়ে, এনডিএ পায় ২০০-এরও বেশি আসন। নিক্সন এফএপি দিয়ে দারিদ্র্য দূর করতে চেয়েছিলেন — নীতীশ সেই একই হাতিয়ার দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখলেন। এক ক্লিকে সরাসরি সরকারি টাকা উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে। এই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সর্বপ্রথম মমতা ফসল তোলেন ২০১৬-র নির্বাচনে। সৌজন্যে শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী প্রকল্প। সারদা, নারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে বাজার গরম হয়েছে। মন্ত্রী-সান্ত্রিরা জেলে-বেলে থেকেছেন, টিভির পর্দাজুড়ে মন্ত্রী, এমপি-রা ঘুষ নিয়েছেন। ভোটবাক্সে এগুলো কোনও আঁচড়ই কাটতে পারেনি। তারপর এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভরপুর ফায়দা কুড়িয়েছেন ২০২১-এ।

প্রয়োজন আত্মসমীক্ষা

কেন্দ্রের আর্থিক সমীক্ষা ও রিজার্ভ ব্যাংকের পরিসংখ্যান কিন্তু এক রূঢ় বাস্তবকে সামনে আনছে— উন্নয়নের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গকে ক্রমশ পিছনে ফেলে দিচ্ছে প্রতিবেশী ওড়িশা ও অসম। আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে শুরু করে দারিদ্র্য দূরীকরণে ওড়িশা, অসমের ঝোড়ো ব্যাটিং বাংলার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। লগ্নির খরা আর শিল্পায়নের অভাব যেখানে বাংলার শিরদাঁড়াকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে, সেখানে ওড়িশা ও অসম দেশের মানচিত্রে নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। উদ্বেগের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের ঋণের ভার উত্তরোত্তর বেড়ে চলায় ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ হচ্ছে। সময় এসেছে আত্মতুষ্টি ছেড়ে এই সত্যটা স্বীকার করে নেওয়ার, নচেৎ ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে বাংলা কেবল এক অতীত গৌরব হয়েই থেকে যাবে।

(লেখক শিক্ষক)

ছবি : এআই

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঝুলন্ত দেহ

হুগলির চুঁচুড়ায় কাপাসডাঙায় এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। পরিবারের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুন করেছে। এই নিয়ে ভাঙচুরও চালানো হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আইনভঙ্গ

শহরে বাড়ছে হেলমেটহীন আরোহীর সংখ্যা। গত দু'বছরে তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ২০২৫ সালে ৫ লক্ষের গণ্ডি পেরিয়েছে আইনভঙ্গের প্রবণতা।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

ইদের দিনে শনিবার লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের আগে এই সাক্ষাৎকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে।

নামল পারদ

রাতভর বৃষ্টিতে এক ধাক্কায় ৬ ডিগ্রি পারদ নেমেছে কলকাতার। রবিবার থেকে দুর্যোগের দাপট কিছুটা কমবে। তবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় সতর্কতা রয়েছে। ঘূর্ণাবর্তের কারণে নিষেধাজ্ঞাও জারি রয়েছে।

আরজি করের ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিম

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ মার্চ : 'বীভৎস' ও 'ভয়ংকর' শব্দগুলিও এখন কম বিশেষণের মনে হচ্ছে আরজি করের লিফট কাণ্ডে নিহত অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের কাছে। তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনায় নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। শনিবার কারণ খতিয়ে দেখতে বেলার দিকে আরজি করে যায় ফরেন্সিক দল। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। আরজি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ভবনের লিফট কেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল? ঠিক কী কারণে যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে? এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, এদিন ৩ জন লিফটম্যান ও ২ জন নিরাপত্তারক্ষীকে শিয়ালদা আদালতে হাজির করানো হলে ২৭ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ইতিমধ্যেই লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার গলদের বিষয়ে তদন্ত করছেন লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের আধিকারিকরা। আরজি কর কর্তৃপক্ষ একাধিক বৈঠক সেরেছেন। সোমবার তাঁরা স্বাস্থ্যভবনে রিপোর্টও দেবে। তবে এই ঘটনায় অরূপের স্ত্রী একমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তাঁর বয়ান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের ক্ষেত্রে। পরিবারের অভিযোগ, সঠিক সময় তালা খোলা গেলে অরূপকে বাঁচানো যেত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী, সন্তানের প্রাণপন চিৎকার সত্ত্বেও কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি।

গান শুনে ফুর্তির অভিযোগ সরকারি আইনজীবীর

এদিন নিম্ন আদালতে তাঁদের আইনজীবী শুভজ্যোতি দত্ত ও জয়দীপ দে-ও ঘটনার বর্ণনা করে জানিয়েছেন, লিফটের কাজ নিয়ে আগেই নিরাপত্তারক্ষীকে প্রশ্ন করা হয়। বেসমেন্টের কাছে লিফট এলে যাঁরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছিলেন তাঁরাও প্রশ্ন করেন কোনও খামতি হচ্ছে কি না। কলকাতা পুলিশের একজন আধিকারিক, ৪ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ ১০ জনের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। সকল অভিযুক্তকে তদন্তের আওতায় আনা হোক। যদিও নিরাপত্তারক্ষীদের আইনজীবীর দাবি, এই ঘটনার দায় তাঁদের নয়। সরকারি আইনজীবী অভিযোগ করেন, জনগণের কাজে লাগার জিনিসটিকে মারণযন্ত্রে পরিণত করেছে এরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুর্তি করেছে, গান শুনেছে।

অরূপের মা, বাবা, দিদি এদিনও দোষীদের শাস্তির দাবি করেন। এই ঘটনায় কার্যত ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভয়ার মা বলেন, 'এরপরেও কি ওই কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল চালানোর যোগ্য?' এদিন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদলও নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখাও করে। তবে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা হতেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের দাবি, নিহত তাঁদেরই দলের সমর্থক ছিলেন। তাই বিরোধীদের অযাচিত মন্তব্য না করাই উচিত।

'মোদি অনুপ্রবেশকারী'

রেড রোডে ইদের মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ মার্চ : বিধানসভা ভোটের রণদামামা বাজার পর থেকেই নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রেড রোডে ইদের নমাজের জমায়েতে সেই সুর সপ্তমে চড়িয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করলেন তৃণমূলনেত্রী। বাংলার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ককে হাতিয়ার করে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে 'সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী' বলে তোপ দেগেছেন তিনি।

শনিবার সকালে বৃষ্টির মধ্যেই রেড রোডে কলকাতা খিলাফত কমিটি আয়োজিত ইদের নমাজ পাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইদের নমাজে যোগ দিতে আসা সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর পরে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতির পালটা কৌশল গ্রহণ করেন।

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মোদিকে লক্ষ্য করে মমতা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীই

রেড রোডের নমাজে উপস্থিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি- দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী। মোদিজিকে মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। উনি সৌদি আরবে গিয়ে হাত মেলান, দুবাইয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন— তখন হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে পড়ে না? অথচ দেশে এলেই মানুষের নাম কাটার কথা মনে পড়ে?' রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি সাধারণত অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করে। এবার পালটা সেই একই তকমা প্রধানমন্ত্রীর গায়ে সেঁটে দিয়ে সংখ্যালঘু সমাজকে নিজের পাশে টানার চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপিকে 'গুন্ডা-ডাকাতের পার্টি' বলে অভিহিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, 'বাংলাকে যারা টার্গেট করবে, তারা জাহান্নামে যাবে।'

এসআইআর ইস্যুতে তাঁর আইনি লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানান যে, মানুষের অধিকার রক্ষায় তিনি সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গিয়েছেন এবং এই লড়াই জারি থাকবে। বস্তুত এদিন মমতার ভাষণের বেশিরভাগ জুড়েই ছিল এসআইআর প্রসঙ্গ। তিনি জানান, এসআইআর নিয়ে যে লড়াই তিনি শুরু করেছেন তা জারি থাকবে। মমতা বলেন, 'এসআইআরে অনেকের নাম কাটা হয়েছে। আমি তা নিয়ে লড়াই করেছি। সকলের জন্য আমার লড়াই জারি থাকবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই আক্রমণের পালটা দিতে দেরি করেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ওঁর মাথার ঠিক নেই। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সাহায্য নিয়ে ওঁর এবার রাঁচি যাওয়া উচিত।' সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু তোষণের সমালোচনা করে শুভেন্দু তাঁকে 'মেটিয়াবুরুজে' যাওয়ার পরামর্শও দেন।

তবে ইদের জমায়েতে মুখ্যমন্ত্রীর তুলনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ ছিল কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং সম্প্রীতির বার্তায় মোড়া। ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে অভিষেক বলেন, 'মানবতার জন্য সবাইকে একজোট হতে হবে। বাংলার সম্প্রীতি অটুট থাক।' তাঁর বক্তৃতায় উঠে আসে এক অনন্য সমন্বয়ের সুর। অভিষেক মন্তব্য করেন, 'রমজানে রাম আছে, দেওয়ালিতে আলি। যে চাঁদ দেখে ইদ হয়, সেই চাঁদ দেখেই হয় করবাচৌথ।' অভিষেকের কথায়, 'ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা চক্রান্তে পা দেব না। আগামী দিনগুলিতেও একজোট হয়ে বাংলাকে রক্ষা করব। এটাই আমাদের বাংলার সংস্কৃতি।'

রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ইদ... কলকাতার নাখোদা মসজিদে। ছবি : পিটিআই।

ইদে কালীঘাটে পুজো শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা ২১ মার্চ : কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ইদের দিনকেই বাছলেন শুভেন্দু অধিকারী। শান দিলেন রাজ্যের ভোটে বিজেপির মেরুকরণের অস্ত্রে। তবে ভোট বিভাজনের রাজনীতির এই বার্তা দেওয়া কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। বরং তা বিজেপির এদিনের সামগ্রিক পরিকল্পনারই অঙ্গ। কারণ, এদিন উত্তর থেকে দক্ষিণে বিজেপির অন্তত ২ ডজন প্রার্থীর প্রচার কর্মসূচিতে ছিল মন্দির দর্শন ও পূজা।বৃহস্পতিবার ভবানীপুর থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। সাধারণত প্রচার শুরুর দিনেই স্থানীয় মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে শুভকাজ শুরু করাই বিজেপির রীতি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে ইদের দিনের প্রচারে মন্দির দর্শন ও পুজোকে এবার অবশ্যপালনীয় কর্মসূচি হিসাবে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দলীয় প্রার্থীদের। সেই সূত্রেই এদিন কালীঘাটের মন্দিরে সাধুসন্তদের নিয়ে পুজো দিতে যান শুভেন্দু।

সূচি অনুযায়ী মন্দিরে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল সকাল ৮টায়। কিন্তু মেরুকরণের রাজনীতিতে হাওয়া দিতে তিনি সময় পেছোলেন। কালীঘাটের মন্দিরে গেলেন যখন, তখন রেড রোডে ইদের নমাজে যোগ দিতে চলেছেন ভবানীপুরে তাঁর প্রতিপক্ষ ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডের মঞ্চ থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বার্তা দিতে এসআইআর ও নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কমিশনকে তুলোধোনা করেছেন মমতা। আর কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, 'বাংলা হিন্দুদের হোম ল্যান্ড। মা কালীর কাছে সেই হিন্দু হোম ল্যান্ডের সুরক্ষা, হিন্দুদের সুরক্ষা প্রার্থনা করেছি।'

একই সঙ্গে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর নমাজে অংশ নেওয়ার সমালোচনা করে বলেছেন, হিন্দু হয়ে নমাজে অংশ নেওয়া ইসলামবিরোধী। উনি সেই কাজ করে একই সঙ্গে ইসলামের নমাজের পবিত্রতা নষ্ট ও হিন্দুদের অপমান করেছেন।

পরে ভবনীপুরে গিয়ে এলাকার পুরোনো বিজেপি কর্মকর্তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ করেন। এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরে মমতার গড় রক্ষায় তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে ভয় পেয়েছেন উনি। নন্দীগ্রামে হারের পর এখন ভবানীপুরেও হারের আতঙ্কে ভুগছে তৃণমূল।'

ভবানীপুরে প্রচার সেরেই যাত্রা করেন মহিষাদলের উদ্দেশে। মহিষাদলের সভায় দলীয় প্রার্থী নিয়ে বিক্ষোভ সামলে ঐক্যের বার্তা দিতে বিক্ষুব্ধকে সঙ্গে নিয়ে সমাবেশে শুভেন্দু বলেন, প্রার্থী কে সেটা এখন বিবেচ্য নয়। জানবেন, আমরা সবাই পদ্ম প্রার্থী আর আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তাঁর হলদিয়া ও নন্দীগ্রামের প্রচারে থাকার কথা।

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

ডিএ নিয়ে চাপে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ মার্চ : বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই সরকারি কর্মচারীদের মন জিততে মরিয়া নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি মার্চ মাসের মধ্যেই বকেয়া ডিএ-র একাংশ কর্মীদের হাতে তুলে দিতে এখন কার্যত নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন অর্থ দপ্তরের আধিকারিকরা। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চার বছরের পাওনার অর্ধেক টাকা চলতি মার্চ মাসেই কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বাকি অর্ধেক মিলবে পুজোর আগে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে।

তবে কাজটা মোটেও সহজ নয়। একদিকে ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় 'নির্বাচনি আচরণবিধি'র গেরো, অন্যদিকে সরকারি কর্মীদের একটা বড় অংশ ভোটের কাজে ব্যস্ত। এই প্রতিকূলতার মধ্যেই ইন্টিগ্রেটেড ফিন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখে দ্রুত টাকা ছাড়ার প্রক্রিয়া চলছে। যেহেতু ২০১৬ সাল থেকে সমস্ত তথ্য ডিজিটাল ফরম্যাটে রয়েছে, তাই ওই সময়কালকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার। ভোটের মুখে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে একদিকে কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমন করা যাবে, আর আইনি জটিলতাও এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে একাংশ।

বৃষ্টি মোটেও মিষ্টি নয়... শনিবারের বৃষ্টিতে ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

নৌশাদের একতরফা ঘোষণায় ক্ষুব্ধ বামেরা

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ মার্চ : ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে বাম-আইএসএফ সমীকরণ। ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী একতরফাভাবে ২৯টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতেই তাল কেটেছে জোটের। আলিমুদ্দিন সূত্রের খবর, এই ঘোষণা একেবারেই সর্বসম্মত নয়। বিশেষ করে চারটি আসনে বামেদের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সেখানে আইএসএফ প্রার্থী দেওয়ার কথা বলায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে বামফ্রন্টের অন্দরে।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আইএসএফের পক্ষ থেকে ২৯টি আসনে যে সম্মতির কথা বলা হয়েছে, তা সঠিক নয়।' তাঁর মতে, এর মধ্যে বাম শরিকদেরও দাবি রয়েছে এবং একতরফা কিছু হওয়া সম্ভব নয়। ওই আসনগুলির মধ্যে বাম শরিকদেরও দাবি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। জোটের রাস্তা খোলা রেখেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে হয়নি তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী নৌশাদের এই পদক্ষেপকে 'বিভ্রান্তিকর' ও 'বেঠিক' বলে আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আসন সমঝোতা প্রসঙ্গে আইএসএফের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। সমঝোতার বাইরের কোনও আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী ঘোষণা করেনি। কিন্তু এখন সেগুলি নিয়ে আপত্তি তোলা সমিচীন নয়। এটা বেঠিক ও বিভ্রান্তিমূলক। বরং সমঝোতার বাইরে বেশ কিছু আসনের কথা ওরা যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তা সঠিক নয়।'

সমস্যা আরও বাড়ছে কারণ আইএসএফ এখনও ৩৩টি আসনে অনড়। এমনকি দেগঙ্গা আসনে আরাবুল ইসলামকে প্রার্থী করা নিয়ে আইএসএফের নিজের দলের মধ্যেও দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে একদিকে শরিকি চাপ, আর অন্যদিকে নৌশাদের অনড় মনোভাব, দুইয়ের সাঁড়াশিপানে এখন রীতিমতো স্বস্তি খুঁজছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট।

পোস্টার-যুদ্ধে উত্তপ্ত বরানগর

কলকাতা, ২১ মার্চ : ব্রিগেডে মোদীর সভার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রণক্ষেত্র বরানগর। গিরিশ পার্কের ঘটনার রেশ যখন এখনও টাটকা, তখনই তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের অনুগামীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। শনিবার বিকেলে পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের বচসা থেকে শুরু হয় হাতাহাতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামাতে হয় র‌্যাফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।

ঘটনার সূত্রপাত বরানগরের গোপাল লাল ঠাকুর রোডে। তৃণমূলের অভিযোগ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার লাগাতে গেলে তাতে বাধা দেয় সজল ঘোষের অনুগামীরা। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ঘটনাস্থলে দুই প্রার্থী পৌঁছোলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। সায়ন্তিকাকে লক্ষ্য করে 'গো-ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, 'বহিরাগতদের এনে হকিস্টিক দিয়ে আমাদের কর্মীদের মারা হয়েছে। এমনকি মহিলাদের শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।'

পাল্টা সুর চড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষও। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে থেকে দলীয় পতাকা ও হোর্ডিং ছিঁড়ে নিজেদের হোর্ডিং লাগিয়েছে শাসক দল। সজলের দাবি, 'কাউকে মারধর করা হয়নি, উল্টে তৃণমূলই গায়ের জোরে এলাকা দখলের চেষ্টা করছে।' স্থানীয় কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ বর্ধনের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

এই সংঘর্ষের জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ডানলপ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিলেও স্থানীয়দের মনে সিঁদুরে মেঘ। প্রশ্ন উঠছে, খাস কলকাতায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রার্থী বদলের দাবিতে পদ্মে বিক্ষোভ, ভাঙচুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ মার্চ : প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভে জেরবার পদ্ম শিবির। সামাল দিতে গিয়ে নাকাল হচ্ছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শমীকের ক্যাবিনেট। অভিযোগ জমা পড়েছে পাহাড় প্রমাণ। অভিযোগের নিশানায় সুনীল বনসল থেকে শমীক ভট্টাচার্যরা। প্রার্থী বিক্ষোভের আঁচ লেগেছে প্রচারেও। শনিবার দিনভর সল্টলেকের রাজ্য দপ্তর থেকে জেলা কার্যালয়-সর্বত্রই চলল বিক্ষোভ, স্লোগান আর ভাঙচুর।

এদিন নারায়ণগড়ের প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষুব্ধরা খড়্গপুরের কৌশল্যায় জেলা বিজেপি দপ্তর ভাঙচুর করে। সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরেও এদিন দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়। হুগলির চাঁপদানি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে একই ছবি। চাঁপদানির প্রার্থী দিলীপ যাদবকে বদলের দাবি জানিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা হরি মিশ্র বলেন, সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন দিলীপ। বিজেপি নেতৃত্ব টাকা দিয়ে প্রার্থী করেছেন। অর্জুন সিংকে প্রার্থী করা নিয়েও সোচ্চার হন তাঁরা। বজবজের প্রার্থী তরুণ আদককে সরানোর দাবি শমীক ভট্টাচার্যকে জানিয়ে গিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা। তাঁদের বক্তব্য, 'দরকার হলে কলাগাছকে প্রার্থী করুন, আমরা তাকে মানতে রাজি আছি। কিন্তু তরুণ আদককে মানা যাবে না।' শমীক বলেছেন, এসব আবেগ আর অভিমানের বহিঃপ্রকাশ। সবদিক খতিয়ে দেখেই প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। টাকা নিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে বলে অভিযোগকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি তিনি।

তবে বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অমিত শা থেকে সুনীল বনসলের মতো নেতারা অবিলম্বে বিক্ষোভে রাশ টানতে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য বিজেপির নির্বাচন পরিচালন কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার রাতে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে এসে তাঁকে প্রার্থী না করা নিয়ে সুনীল বনসলের কাছে ক্ষোভ জানিয়ে গিয়েছেন দিলীপ-পত্নী রিঙ্কু মজুমদার। বনসলকে সরাসরি নাম না করে বলেছেন, 'অধিকারী, সিংহদের পরিবার থেকে যদি দুজন প্রার্থী হতে পারে তাহলে আমার ক্ষেত্রে নয় কেন?' এবার শুভেন্দু অধিকারির ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ও তাঁর ছেলে বর্তমান বিজেপি বিধায়ক পবন সিংকে প্রার্থী করেছে দল।

প্রার্থী বিক্ষোভের মধ্যেই এদিন সল্টলেকে তৃণমূল ভাঙিয়ে ঘরওয়াপসি করেছে বিজেপি। পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য ২০২১-এ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়ে জেলা পরিষদের সদস্য হন। এদিন স্বপন তৃণমূল ছেড়ে আবার গেরুয়া শিবিরে ফিরেছেন।

আইটি সেল না জনতা, সাইবার যুদ্ধে দিশাহারা তৃণমূল

কলকাতা, ২১ মার্চ : একুশের বিধানসভা নির্বাচনে 'খেলা হবে' স্লোগানে নেটদুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী শিবিরের যাবতীয় আক্রমণকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল ঘাসফুলের ডিজিটাল ব্রিগেড। কিন্তু ছাব্বিশের মহারণের ঠিক এক মাস আগে স্মার্টফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখলে চিত্রটা যেন সম্পূর্ণ উলটো। রাজনীতির আসল লড়াইটা ময়দানে ছাড়াও, লড়া হচ্ছে ফেসবুক, এক্স (টুইটার) বা ইনস্টাগ্রামের দেওয়ালে। আর এই ডিজিটাল যুদ্ধে রাজ্যের শাসকদল যে রীতিমতো ব্যাকফুটে, তা বলাই যায়।

সম্প্রতি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল পেজগুলোর দিকে নজর রাখলেই এই দৃশ্য সামনে আসছে। দলের মেগা ইস্তাহার '১০ প্রতিজ্ঞা' প্রকাশ থেকে শুরু করে সরকারি প্রকল্পের প্রচার—যাই পোস্ট হোক না কেন, কমেন্ট বক্সে উপচে পড়ছে তীব্র সমালোচনা, শ্লেষাত্মক মন্তব্য এবং অগণিত 'হাহা' রিঅ্যাক্ট। শুধু দলীয় পেজ নয়, তৃণমূল-ঘেঁষা বা শাসকদলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবী ও সংবাদমাধ্যমের পোস্টেও আছড়ে পড়ছে জনরোষ। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নেটিজেনরা আক্ষরিক অর্থেই তুলোধোনা করছেন শাসকদলকে। ডিজিটাল স্পেসে এই চরম নাজেহাল অবস্থা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকেও ভাবিয়ে তুলেছে।

তৃণমূলের পেজগুলোতে নেটিজেনদের মন্তব্য পড়লেই ক্ষোভের আঁচ পাওয়া যায়। দলের '১০ প্রতিজ্ঞা'র পোস্টে কটাক্ষ করে একজন লিখেছেন, 'এবার বিশ্রাম নিন। বাংলার জন্য প্রচুর উন্নয়ন করেছেন, সেই জন্য নীতি আয়োগে শেষ থেকে তিন নম্বরে জায়গা পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।' সুমিত রায় নামের অপর একজনের মন্তব্য আরও ঝাঁঝালো, 'দেড় দশক আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের জন্য। সমাজটাকে খোঁড়া করে হাতে লাঠি ধরিয়ে দিয়েছেন,

ছবি : এআই

নাম দিয়েছেন ভাতাশ্রী। প্রকৃত শিক্ষিত ছেলেমেয়েগুলোর দৈন্য দশা দেখলে এমনিতেই চোখে জল চলে আসে। এটা বাস্তব যে আপনি দায়িত্ব পালন করেননি।' স্বদেশ মণ্ডলের কথায়, 'ভাতা দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ রাখা যায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। আজও চাষি তার ফসলের দাম পায় না, যুবক পড়াশোনা করে চাকরি পায় না—তবুও কাগজে-কলমে উন্নয়ন দেখানো হয়! মানুষ ভিক্ষা চায় না, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ চায়।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই নেতিবাচক মন্তব্যের সুনামি কি পুরোটাই বিজেপির শক্তিশালী আইটি সেলের সাজানো ব্লু-প্রিন্ট? গেরুয়া শিবিরের আইটি সেল অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং তারা নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা নিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে। কিন্তু হাজার হাজার কমেন্টের ভাষা, শব্দচয়ন এবং বিষয়বস্তু খুঁটিয়ে দেখলে এটা স্পষ্ট যে, এর সবটা কিছুতেই ফেক অ্যাকাউন্ট বা ভাড়ায় খাটা আইটি সেলের কাজ হতে পারে না। এই কটাক্ষের গভীরে কোথাও কোথাও লুকিয়ে রয়েছে আমজনতার স্বতঃস্ফূর্ত এবং দীর্ঘদিনের ক্ষোভ। আরজি কর কাণ্ড, নিয়োগ দুর্নীতি, নেতাদের ঔদ্ধত্য, আমলা বদল নিয়ে সংঘাত, সব মিলিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আঁচ এবার সোজাসুজি আছড়ে পড়ছে সাইবার দুনিয়ায়। তরুণ, ছাত্রসমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর রাখঢাক না করে সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

ডিজিটাল পিআর বা শাসকদলের নিজস্ব আইটি সেল কার্যত এই আক্রমণের সামনে আজ দিশেহারা। বিরোধী শিবিরের তৈরি করা মিম, রিলস বা তীক্ষ্ণ ট্রোলিংয়ের পালটা কোনও মজবুত ন্যারেটিভ তৃণমূলের সাইবার যোদ্ধারা তৈরি করতেই পারছেন না। আত্মরক্ষার খাতিরে যেটুকু প্রচার চালানো হচ্ছে, তা জনরোষের বন্যায় খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে।

ভোটের বাকি আর মাত্র এক মাস। ইভিএমের রায় সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় না ঠিকই, তবে জনমত গঠনে এবং 'পারসেপশন' তৈরিতে নেটদুনিয়ার ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য। তৃণমূল নেতৃত্ব যদি নিজেদের খোলসে ঢুকে গোটা বিষয়টাকে স্রেফ বিরোধীদের 'আইটি সেলের কারসাজি' বলে উড়িয়ে দেন, তবে তা চরম রাজনৈতিক বোকামি হবে। সাইবার স্পেসের এই লাগাতার পিছিয়ে পড়া এবং আমজনতার এই ডিজিটাল বিদ্রোহ যদি শাসকদল দ্রুত সামাল দিতে না পারে, তবে আগামী দিনে ব্যালট বাক্সে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা প্রবল।

অর্থ সংবাদ

কোটিপতি হতে কম্পাউন্ডিংয়ে আস্থা রাখুন

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন তো আমরা অনেকেই দেখি, কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণের সব থেকে সহজ রাস্তা সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবগত নই। হ্যাঁ, পাওয়ার অফ কম্পাউন্ডিং-কে কাজে লাগালে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন অনেকেই। আর্থিক স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য শুধু উপার্জন করা নয়, তার সঙ্গে উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ সঠিক উপায়ে বিনিয়োগও করতে হবে। সেই বিনিয়োগ থেকে রিটার্ন বহুগুণ বাড়বে, যদি 'কম্পাউন্ডিং' পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়।

কম্পাউন্ডিং কী?

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন 'কম্পাউন্ডিং'-কে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, যে বোঝে সে আয় করে আর যে বোঝে না সে খরচ করে। বিনিয়োগের জগতে কিংবদন্তি ওয়ারেন বাফেটও কম্পাউন্ডিংকে নিজের সম্পদ তৈরির মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কম্পাউন্ডিং বা চক্রবৃদ্ধি সুদ হল এমন একটি পদ্ধতি যা শুধু মূলধনের ওপর নয়, পরবর্তী সময়ে যে সুদ পাবেন তার উপরও সুদ অর্জন করা। একটা উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে— ধরা যাক, আপনি ১০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন। বছর শেষে ১০ টাকা সুদ পেলে আপনার মূলধন হবে ১১০ টাকা। এবার সেই মূলধনে পরের বছর সুদের হিসেব হবে ১১০ টাকার ওপর। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ দিন চালাতে পারলে সামান্য অর্থও বড় অঙ্কের সম্পদে পরিণত হবে।

সম্পদ বৃদ্ধিতে কম্পাউন্ডিংয়ের ভূমিকা

কম্পাউন্ডিং বা চক্রবৃদ্ধি হারের সঠিক ব্যবহার আপনার সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। এর সঠিক ব্যবহার বা ফল পেতে হলে মনে রাখতে হবে—

- 'সময়' হল 'কম্পাউন্ডিং'-এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগ করলে আপনার অর্থ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- নিয়মিত বিনিয়োগ কম্পাউন্ডিংয়ের সুবিধা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রতি মাসে সামান্য হলেও নিয়মিত বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে হবে।
- সর্বদা চেষ্টা করতে হবে অর্জিত সুদ বা ডিভিডেন্ড পুনরায় বিনিয়োগ করার। এতে মূলধন নিয়মিত বাড়ে এবং বেশ কয়েক বছর পর বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যায়।

কম্পাউন্ডিংয়ের কয়েকটি কৌশল

- কম্পাউন্ডিংয়ের প্রধান কৌশল হল সময়। আপনি যত আগে শুরু করবেন আপনার টাকা তত বেশি সময় ধরে বাড়ার সুযোগ পাবে। ধরা যাক, এক ব্যক্তি ২৫ বছর বয়স থেকে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ শুরু করলেন এবং বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে রিটার্ন পেলেন। তাহলে ৬০ বছর বয়সে তাঁর সম্পদ হবে প্রায় ৩.২ কোটি টাকা। সেই ব্যক্তি যদি ৩৫ বছর বয়সে বিনিয়োগ শুরু করতেন তবে ৬০ বছর বয়সে সম্পদের পরিমাণ হত মাত্র ৯৫ লক্ষ টাকা। এই উদাহরণেই সময়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হবে।
- দ্বিতীয় কৌশল হল নিয়মিত বিনিয়োগ করা। ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি), রেকারিং ডিপোজিট, পিপিএফ বা এসআইপি যে মাধ্যমেই হোক তা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে হবে।
- তৃতীয় কৌশল হল বিনিয়োগ না তোলা। প্রয়োজনে আপৎকালীন ফান্ড তৈরি রাখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে কোনওভাবেই বিনিয়োগে হাত না দেওয়ার। যত বেশি দিন এই কৌশল অবলম্বন করতে পারবেন, আপনার রিটার্ন তত বেশি হবে।
- চতুর্থ কৌশল হল বিনিয়োগ নিয়মিত বাড়ানোর চেষ্টা করা। আয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অল্প পরিমাণ হলেও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এতে কম্পাউন্ডিংয়ের গতি আরও দ্রুত হয়।
- পঞ্চম কৌশল হল ধৈর্য ধরা। হঠাৎ বেশি লাভ বা লোকসানের ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে হবে। এই ধৈর্যই আপনার সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

কম্পাউন্ডিংয়ের সুবিধা কোথায় পাওয়া যায়?

বিনিয়োগের যেসব বিকল্পে কম্পাউন্ডিংয়ের সুবিধা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় সেগুলি হল—

এসআইপি-র অঙ্ক বাড়ানো যেতে পারে। বাজারে বহু ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড চালু রয়েছে। ঝুঁকির বিচারে এবং বৈচিত্র্য আনতে একাধিক মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেওয়া যেতে পারে।

এফডি এবং আরডি : সুদের হার বেশি পাওয়া যায় এমন মেয়াদের এফডি বেছে নেওয়ার পর তা মেয়াদ শেষে রিনিউয়াল করা চালিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে প্রতি মাসে আরডি-তে বিনিয়োগ দীর্ঘ মেয়াদে চালিয়ে গেলে বড় সম্পদ অর্জন করা যাবে।

পিপিএফ : এখানে কর ছাড়ের সুবিধার পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে কম্পাউন্ডিংয়ের সুবিধা পাওয়া যায়। নিয়মিত এই প্রকল্পে টাকা জমা ভবিষ্যতে বড় সম্পদ অর্জনে সাহায্য করে।

শেয়ার বাজার : ঝুঁকিপূর্ণ হলেও দীর্ঘ মেয়াদে বড় সম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে শেয়ার বাজার। গুণগত মানে ভালো এমন সংস্থা নির্বাচনের পর সেই সংস্থার শেয়ারে লাগাতার বিনিয়োগ চালিয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যায়।

মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি : মিউচুয়াল ফান্ড বাছাইয়ের পর দীর্ঘ মেয়াদে ধরে এসআইপি চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে

যে ভুল এড়াতে হবে : কম্পাউন্ডিংয়ের সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে এই ভুলগুলি করা যাবে না—

- দেরিতে শুরু করা।
- মাঝপথে বন্ধ করা বা লভ্যাংশ তুলে নেওয়া।
- তাৎক্ষণিক বা স্বল্পমেয়াদি লাভ তুলে নেওয়া।

পরিশেষে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোটিপতি হওয়া মানে লটারি জেতা নয়। দীর্ঘ মেয়াদে সঠিক পরিকল্পনা এবং সুশৃঙ্খল বিনিয়োগের মাধ্যমেই ওই লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। তাই আর দেরি নয়, এখনই কম্পাউন্ডিংয়ের সুবিধা নিতে নিজেকে তৈরি করুন। যেমন আয়-ই হোক না কেন, সেখান থেকে অল্প পরিমাণ টাকা বাঁচিয়েও শুরু করা যেতে পারে বিনিয়োগ। আর কম্পাউন্ডিংয়ের ম্যাজিক সেই বিনিয়োগকে বিপুল সম্পদে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে।

যুদ্ধের মূল্য চোকাতে হবে ভারতীয় বাজারকে?

বোধিসত্ত্ব খান

তেলের জন্য যুদ্ধ, নাকি যুদ্ধের কারণ তেল? সম্ভবত দুটোই। মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ চলছে, তার মাশুল গুনে চলেছে গোটা বিশ্ব। যুদ্ধের কারণে তেলের দামে প্রভাব পড়ে। সেটা রাশিয়া-ইউক্রেনের ২০২২-এর যুদ্ধ দেখলেও বোঝা যায়। কারণ, খুব সহজেই জ্বালানি তেল ১০০ ডলার প্রতি ব্যারেল ছাড়িয়েছিল। বর্তমানে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম দাঁড়িয়েছে ১১২.১৯ ডলার প্রতি ব্যারেল। ক্রুড অয়েলের দাম চলছে ৯৮.২৩ ডলার প্রতি ব্যারেল। যা ভারতের সহ্য ক্ষমতার বাইরে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে এই প্রথমবার তেলের দাম বৃদ্ধি, এমনটি নয়। ১৯৭৩ সালে সব আরব দেশ একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় যে, একফোঁটা তেলও রপ্তানি করা হবে না। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তেলের দাম ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ১৯৭২ সালে ভারতের মূল্যবৃদ্ধি ছিল ৬-৮ শতাংশের মধ্যে। ১৯৭৪ সালে সেই মূল্যবৃদ্ধি দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে। সব দৈনন্দিন পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল একলাফে। দাম বেড়েছিল পরিবহণ, সার উৎপাদন এবং খাদ্যে।

একদিকে যেখানে আমেরিকা ইরানের বর্তমান প্রশাসনকে উৎখাত করতে চাইছে, অন্যদিকে ইজরায়েল চাইছে ইরানের তেল পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দিতে। সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস ভাণ্ডার, পারস্য উপসাগরে অবস্থিত সাউথ পার্সে

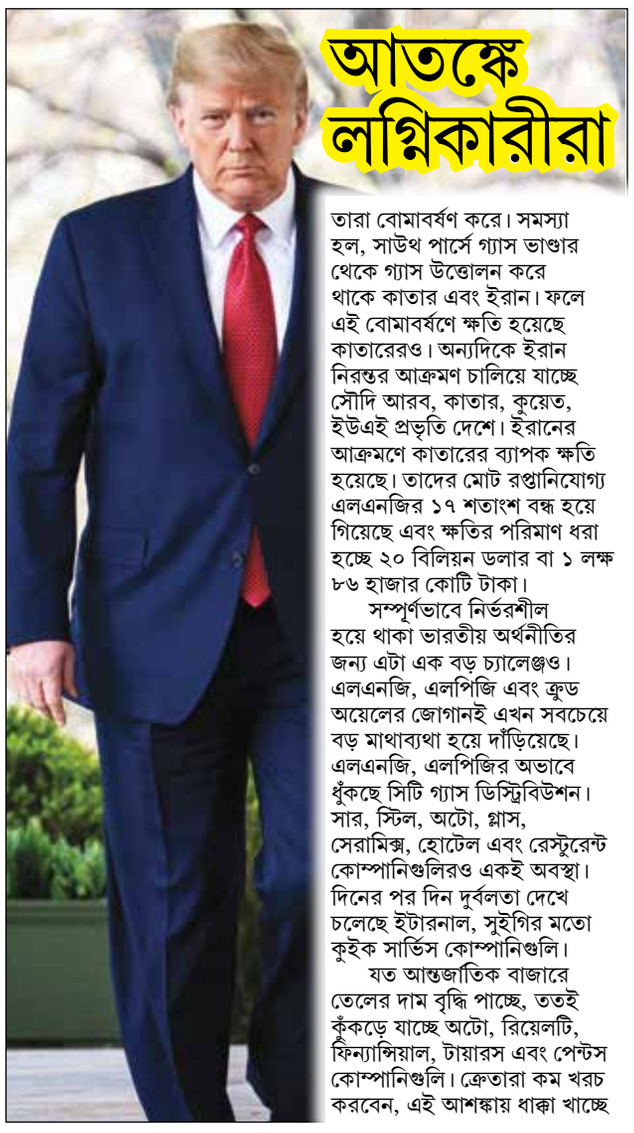

তারা বোমাবর্ষণ করে। সমস্যা হল, সাউথ পার্সে গ্যাস ভাণ্ডার থেকে গ্যাস উত্তোলন করে থাকে কাতার এবং ইরান। ফলে এই বোমাবর্ষণে ক্ষতি হয়েছে কাতারেরও। অন্যদিকে ইরান নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ইউএই প্রভৃতি দেশে। ইরানের আক্রমণে কাতারের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তাদের মোট রপ্তানিযোগ্য এলএনজির ১৭ শতাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ ধরা হচ্ছে ২০ বিলিয়ন ডলার বা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা।

সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য এটা এক বড় চ্যালেঞ্জও। এলএনজি, এলপিজি এবং ক্রুড অয়েলের জোগানই এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলএনজি, এলপিজির অভাবে ধুঁকছে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন। সার, স্টিল, অটো, গ্লাস, সেরামিক্স, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট কোম্পানিগুলিরও একই অবস্থা। দিনের পর দিন দুর্বলতা দেখে চলেছে ইটারনাল, সুইগির মতো কুইক সার্ভিস কোম্পানিগুলি।

যত আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই কুঁকড়ে যাচ্ছে অটো, রিয়েলটি, ফিন্যান্সিয়াল, টায়ারস এবং পেন্টস কোম্পানিগুলি। ক্রেতারা কম খরচ করবেন, এই আশঙ্কায় ধাক্কা খাচ্ছে এফএমসিজি কোম্পানিগুলিও। ঋণে সুদের হার বৃদ্ধির আশঙ্কায় ব্যাংকগুলির অবস্থাও তথৈবচ। এমনিতেই নিফটিতে প্রায় ১১ শতাংশ পতন চলে এসেছে তার সর্বকালীন উচ্চতা থেকে। দিনের পর দিন টাকা দুর্বল হয়ে চলেছে ডলারের সাপেক্ষে। প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৯৩.৬৯ টাকায়। এফআইআইদের বিক্রি চলছে অবিরাম। সেই যে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ তারা বিক্রি করেছে, মার্চ শেষ হতে চলল এখনও কোনও থামার লক্ষণ নেই। কেবলমাত্র মার্চেই এফআইআইরা মোট ৮৬৭৮০.৮৯ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে চলে গিয়েছে।

এমন অবস্থায় ভারতীয় শেয়ার বাজার যে আরও আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। যুদ্ধের কারণে শেয়ার বাজারে পতন হলে সাধারণত সোনা, রুপোর দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এবার তাও অদ্ভুত আচরণ করে চলেছে। কেবলমাত্র এক সপ্তাহে সোনার দাম প্রায় ১১ শতাংশের কাছে পতন হয়েছে। ডলার শক্তিশালী হওয়ার ফলে এবং ক্রমবর্ধমান ইউএস বন্ড ইল্ডের কারণে এই রকম হচ্ছে সোনার ক্ষেত্রে। আমরা একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি এবং কোনও মীমাংসারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহভর ওঠা-নামার পর দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি প্রায় একই অবস্থানে চলতি সপ্তাহের লেনদেন শেষ করেছে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৪৫৩২.৯৬ এবং ২৩১১৪.৫০ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় মাত্র ৩০.৯৬ এবং ৩৬.৬ পয়েন্ট কমেছে দুই সূচক। যদিও বৃহস্পতিবার নেমেছিল শেয়ার বাজারে। একদিনে সেনসেক্স ২৪৯৬.৮৯ এবং নিফটি ৭৭৫.৬৫ পয়েন্ট খুইয়েছিল। শুক্রবার অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ার বাজার। এই চরম অস্থিরতায় উদ্বেগে রয়েছেন লগ্নিকারীরা, আগামী সপ্তাহ থেকে অবশ্য ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই সম্ভাবনা বিবেচনা করেই লগ্নিকারীদের আগামী দিনের পরিকল্পনা করতে হবে।

শেয়ার বাজারের এই অস্থিরতায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ইরান যুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ অশোধিত জ্বালানি তেল এবং গ্যাসের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ফলে দামও বেড়েছে, যা সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ব্রেন্ট ক্রুড ফের ১০০ ডলার পেরিয়েছে। এর পাশাপাশি মার্কিন ফেডারেল শীর্ষ ব্যাংক

রিজার্ভ ১৭ মার্চের ঋণ নীতিতে সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক। যা আগামী দিনে সুদের হার কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ করেছে, এই আশঙ্কাই বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার পতন, এইচডিএফসি ব্যাংকের শীর্ষ নেতৃত্বে সংকট ইত্যাদি বিষয়ও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

চলতি মার্চ মাসে দুই সূচকে প্রায় ৯ শতাংশ সংশোধন হয়েছে। সংশোধনের মাত্রা এবার কমবে, ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরবে শেয়ার বাজারে। শুরু হবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া। এই সময়টাই লগ্নিকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই সময়ে অনেক কম দামে গুণগত মানে ভালো শেয়ার কেনার সুযোগ রয়েছে, সেই সুযোগ নিতে হবে। পোর্টফোলিও গুছিয়ে নেওয়ার এটাই সেরা সুযোগ হতে পারে। শেয়ার বাজার খুব শীঘ্রই স্বমহিমায় ফিরতে পারে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুজনই সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছেন সময়ের আগেই ইরান যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধ থেমে গেলে ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে সেনসেক্স ও নিফটি। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে তৈরি হতে হবে এখনই। অন্যদিকে সোনা-রুপোর দামে অনেকটাই সংশোধন হয়েছে। এই সংশোধন আরও গভীর হতে পারে। দাম কমলে অল্প অল্প করে এই দুই মূল্যবান ধাতু কেনা যেতে পারে।

এই সপ্তাহের শেয়ার

- **ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র :** বর্তমান মূল্য-৬৫.৪৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭/৪২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৬০-৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫০৩৭১, টার্গেট-৮৫।
- **জেএসডব্লিউ স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১১৬৯.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৮৫/৯০৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৬০২০, টার্গেট-১৩৭০।
- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১৪১৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১১১৫, ফেস ভ্যালু- ১০, কেনা যেতে পারে-১৩৫০-১৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯১৪০৩২, টার্গেট-১৬৫০।
- **সিপলা :** বর্তমান মূল্য-১২৫৬.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১২৩৫, ফেস ভ্যালু- ২, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০১৪৮৯, টার্গেট-১৪৬০।
- **এইচসিএল টেক :** বর্তমান মূল্য-১৩৩৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৮০/১২৯৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২৭০-১৩২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৬১৯২২, টার্গেট-১৫৫০।
- **কল্যাণ জুয়েলার্স :** বর্তমান মূল্য-৩৮২.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬১৮/৩৪৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৯৫২৩, টার্গেট-৫১০।
- **ব্যাংক অফ বরোদা :** বর্তমান মূল্য-২৭৯.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৫/২১২, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৬০-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৪৭৭২, টার্গেট-৩৪৫।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ইদ-বার্তা তারেক-হাসিনার

ঢাকা, ২১ মার্চ : পবিত্র ইদুলফিতর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারেক রহমান জানিয়েছেন, দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়া হবে। শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ওই কথা বলেন তারেক। অপরদিকে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা আওয়ামী লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা উৎসবের দিনে দেশে থাকতে না পারায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন। দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নতুন বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দিয়ে হাসিনা বলেন, 'এখন গোটা দেশটাই কারাগার। সেই জেলখানা থেকে আমি নতুন বাংলাদেশ গড়ব।' হাসিনা বলেন, 'আজ সকলের কাছে স্পষ্ট কী ভয়াবহ চক্রান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের গরিব মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।' এদিন তারেক রহমান বলেন, 'জনগণ যে বাংলাদেশ দেখতে চায় সেই প্রত্যাশিত দেশ গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাবে। এই লক্ষ্য পূরণে দেশের সব শ্রেণি, পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করি। জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে থাকলে নির্বাচিত সরকার দেশগঠনের কাজে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এগিয়ে যাবে।' ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তিনি।

অসমে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা

গুয়াহাটি, ২১ মার্চ : কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সাতদলীয় জোটে স্বাভাবিকভাবেই যোগ দিল না তৃণমূল। তারা আলাদাভাবে রাজ্যে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার জোড়াফুল শিবিরের তরফে প্রথম দফায় ১৭টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। তাতে তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি দুলু আহমেদ (চামারিয়া) এবং বোড়ো জনগোষ্ঠীর নেতা উদাংশ্রী নাজারির (কোকরাঝাড়) নাম রয়েছে। দ্রুত আরও কয়েকটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। ৯ এপ্রিল অসমের ১২৬ আসনে ভোট। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটে সিপিএম, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন, জেএমএমের মতো বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নেতা অখিল গগৈয়ের রাইজর দলও শামিল হয়েছে। হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিজেপি সরকারের পতন ঘটাতে অন্য বিরোধী দলগুলিকেও জোটে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ। তৃণমূল অবশ্য তাতে এখনও পর্যন্ত সাড়া দেয়নি।

কুস্তিগির সহ ৩ জনের ফাঁসি

তেহরান, ২১ মার্চ : আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চললেও বিক্ষোভকারীদের দমন করতে ভোলেনি ইরান। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে তেহরান সরকার প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝোলাল ১৯ বছরের এক কুস্তিগির সহ তিনজনকে। বৃহস্পতিবার কোমে প্রচুর মানুষের উপস্থিতিতে তিনজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত কুস্তিগিরের নাম সালেহ মোহাম্মদি। অপর দু'জন হলেন সঈদ দাভোদি ও মেহদি ঘাসেমি।

যুদ্ধের আঁচ এবার ভারতের দোরগোড়ায়

ইরানের নিশানায় ভারত মহাসাগর

তেহরান, ২১ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ এবার এক নজিরবিহীন মোড় নিল। শুক্রবার রাতে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি 'দিয়েগো গার্সিয়া' লক্ষ্য করে দু'টি দূরপাল্লার ব্যালেস্টিক মিসাইল ছুড়ল ইরান। এই হামলায় ঘাঁটির ক্ষয়ক্ষতি না হলেও তেহরানের পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে সামরিক ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ৪ হাজার কিলোমিটার দূরের কোনও লক্ষ্যবস্তুতে ইরানের প্রথম সরাসরি হামলার চেষ্টা প্রমাণ করল যে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আটকে নেই।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান থেকে উৎক্ষেপণ করা দু'টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে একটি মাঝআকাশেই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভেঙে পড়ে। দ্বিতীয়টি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধেয়ে আসার সময় মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থেকে 'এসএম-৩' ইন্টারসেপ্টর মিসাইল ছুড়ে সেটিকে ধ্বংস করা হয়। পেন্টাগন আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ না খুললেও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা ঘটনাটিকে যুদ্ধের সংজ্ঞায় আমূল পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন। দিয়েগো গার্সিয়ায় হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর ইরানে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়েছে আমেরিকা ও ইজরায়েল। শনিবার ইরানের নাতানজ পরমাণুকেন্দ্রে ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। তবে কেন্দ্র থেকে কোনও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের খবর মেলেনি।

দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপটি ইরান থেকে প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এতদিন ইরান দাবি করে আসছিল, তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ পাল্লা ২ হাজার কিলোমিটার। কিন্তু এই হামলা সেই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এর অর্থ হল, ইরানের হাতে এখন এমন 'ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ' ব্যালেস্টিক মিসাইল রয়েছে যেগুলি শুধু ভারত মহাসাগর নয়, বরং ইউরোপের একাংশেও আঘাত হানতে পারে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার সম্প্রতি মার্কিন বাহিনীকে দিয়েগো গার্সিয়া ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকেন্দ্রগুলিতে হামলার অনুমতি দিয়েছিলেন। এর পালটা হিসেবেই এই আক্রমণ বলে মনে করা হচ্ছে। হামলার আগে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি সমাজমাধ্যমে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখেছিলেন, 'ব্রিটিশ জনগণের অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ নিতে চায় না। মিস্টার স্টার্মার ব্রিটিশদের জীবন বিপন্ন করছেন। ইরান তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে।'

এদিনের হামলার সামরিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দিয়েগো গার্সিয়া হল আমেরিকার অন্যতম প্রধান 'বম্বার বেস', যেখান থেকে ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে বি-৫২ ও বি-২ স্টেলথ বোমারু বিমান পরিচালনা করা হয়েছিল। এতদিন এই ঘাঁটিটি ইরানের নাগালের বাইরে বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এখন সেই সুরক্ষাবলয় ভেঙে যাওয়ায় ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা সমীকরণ বদলে গেল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণীশ তিওয়ারি বলেন, 'এই খবর যদি সত্যি হয় তবে স্পষ্ট যে, ইরান যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃত করছে এবং পশ্চিম বিশ্বকে কড়া বার্তা দিচ্ছে।' বিশেষজ্ঞদের মতে, দিয়েগো গার্সিয়ায় হামলা সফল না হলেও ইরান তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এর ফলে ইজরায়েল-আমেরিকা অক্ষের সঙ্গে ইরানের সংঘাত আরও জটিল আকার ধারণ করবে এবং ভারতের নিকটবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলেও অস্থিরতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দিয়েগো গার্সিয়াকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ও মরিশাসের মধ্যে চলা টানাপোড়েনের মাঝে ইরানের হামলা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নতুন সংকট ডেকে আনতে পারে।

- ইরান থেকে ৪,০০০ কিমি দূরের দিয়েগো গার্সিয়ায় হামলার চেষ্টা ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলেছে
- ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ২,০০০ কিমি বলে জানা থাকলেও এই আক্রমণে স্পষ্ট, তাদের হাতে ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালেস্টিক মিসাইল রয়েছে
- ইউরোপের একাংশ এবং ভারত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলি এখন ইরানের নিশানায়
- ভারতের নিকটবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলে এই অস্থিরতা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করতে পারে

ট্রাম্পের 'ছাড়' ■ পেজেশকিয়ানকে ফোন মোদির

ইরানের তেল কিনবে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় বাড়তে থাকা উত্তেজনা এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বাধা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। ইদ ও নওরোজের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী সরাসরি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়েছেন। মোদি বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটি শুধু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করছে না, বরং বিশ্বজুড়ে পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকেও ব্যাহত করছে।' আন্তর্জাতিক জলসীমায় নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা বজায় রাখার গুরুত্বের উল্লেখ করে ইরানের প্রেসিডেন্টের কাছে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং জ্বালানি পরিবহণের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'উৎসবের এই মরশুম যেন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, এটাই আমাদের প্রার্থনা।' এর আগে চলতি মাসের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী পেজেশকিয়ানের সঙ্গে আলোচনায় সাধারণ মানুষের প্রাণহানি এবং বেসামরিক পরিকাঠামোর ক্ষতি নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারত সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

বর্তমানে হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থার কারণে ভারতের ২২টি জাহাজ আটকে রয়েছে। তবে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির জট কাটতে শুরু করেছে। গত সপ্তাহে দু'টি এলপিজি জাহাজ প্রণালী পার হওয়ার পর, শনিবার আরও দু'টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ, 'পাইন গ্যাস' এবং 'জগ বসন্ত' এই জলপথ অতিক্রম করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেন, 'ইরানের সঙ্গে ভারতের কোনও চুক্তি হয়নি। প্রতিটি জাহাজ চলাচল একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং আমরা সবকটি জাহাজকে নিরাপদ রাখতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি যা ফলপ্রসূ হচ্ছে।'

এদিকে, জ্বালানি সংকটের মাঝে আমেরিকা ইরানের ওপর থেকে তেলের নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মার্কিন অর্থ সচিব স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, বর্তমানে সমুদ্রে আটকে থাকা ইরানের অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকা এই ছাড়ের ফলে বিশ্ব বাজারে প্রায় ১৪ কোটি ব্যারেল অতিরিক্ত তেল আসবে। বেসেন্ট স্পষ্ট করেছেন, 'চিন কম দামে ইরানের তেল কিনে মজুত করছে। সেই একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে ভারত, জাপান ও মালয়েশিয়ার মতো এশীয় দেশগুলিকে সস্তায় জ্বালানি পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।' আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে ভারতের জন্য বড় স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিপিসিএল, আইওসি-র মতো সংস্থাগুলি ফের ইরানের তেল কেনার তোড়জোড় শুরু করেছে।

একনজরে

- পশ্চিম এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় হামলা এবং বিশ্বজুড়ে পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়ায় উদ্বিগ্ন মোদি
- হরমুজ প্রণালী সহ আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিরাপদে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ওপর জোর ভারতের
- ট্রাম্প প্রশাসন ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সমুদ্রে আটকে থাকা ইরানি তেল বিক্রিতে ছাড় দিল
- ইরান থেকে তেল আমদানির পথ প্রশস্ত হওয়ায় ভারতের বাজারে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে
- বিপিসিএল, আইওসির মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইরানি তেল কেনার তোড়জোড় শুরু করেছে

ভারতের মাটি থেকে ইরানে মার্কিন হামলা!

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ইরানের ওপর হামলা চালানোর জন্য আমেরিকা নাকি ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ব্যবহার করতে চায়। এই মর্মে দিল্লির কাছে অনুমতি চেয়েছে ট্রাম্প সরকার। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এমনই চাঞ্চল্যকর দাবিকে 'ভুয়ো' বলে উড়িয়ে দিল ভারতের বিদেশমন্ত্রক। শনিবার মন্ত্রকের অফিশিয়াল ফ্যাক্ট-চেক হ্যান্ডেল থেকে এই সংক্রান্ত একটি 'ফেক নিউজ অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে।

এক সাংবাদিকের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, আমেরিকা ভারতের কচ্ছন উপকূল এবং পশ্চিমাঞ্চল ব্যবহার করে ইরানে বোমাবর্ষণের পরিকল্পনা করছে। এমনকি ২০১৬ সালে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত লজিস্টিকস এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট-এর দোহাই দিয়ে বলা হয়, মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েনের জন্য এই চুক্তির অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ওই পোস্টে আরও দাবি করা হয়, ভারতের কোনও নৌ-ঘাঁটি মার্কিন রণতরীর নোঙর করার মতো দীর্ঘ না হওয়ায় সেটিকে কচ্ছন উপকূলে নোঙর করিয়ে রাখা হবে।

এই পোস্টটি ভাইরাল হতেই কূটনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট জানায়, 'ফেক নিউজ অ্যালার্ট! এ ধরনের মিথ্যা, ভিত্তিহীন দাবি এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে সতর্ক থাকুন।' মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এরকম কোনও অনুরোধ আমেরিকার পক্ষ থেকে আসেনি এবং এমনটা ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। অতীতে আমেরিকা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৌদি আরব বা ইরাক যুদ্ধের সময় তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার করেছিল, তবে তা ছিল সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরাসরি সম্মতি ও বিশেষ প্রতিরক্ষা চুক্তির অধীনে। ভারতের ক্ষেত্রে বর্তমান রণকৌশলগত অবস্থানে এই ধরনের কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছে সাউথ ব্লক। ভিত্তিহীন খবরের জেরে যাতে বিভ্রান্তি না ছড়ায়, সেই কারণে সাধারণ মানুষকে সরকারি তথ্যের ওপর ভরসা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কুলুর সোলাংভ্যালি ঢেকেছে বরফে। শনিবার।

৩৯ আসনে ব্রাত্য বঙ্গ নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত দিল্লির

নবনীতা মন্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে আছড়ে পড়েছে ক্ষোভের সুনামি। দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর থেকে শুরু করে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ—আদি ও নব্য বিজেপির দ্বন্দ্বে কার্যত দিশেহারা বঙ্গ বিজেপি। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে, এবার চরম পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার বাকি ৩৯টি আসনের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্য নেতৃত্বকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের ঠিক মুখে রাজ্য নেতাদের ওপর দিল্লির এই চরম আস্থাহীনতা বঙ্গ বিজেপির অন্তর্কলহকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যেই দু'দফায় ২৫৫টি (১৪৪ ও ১১১) আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু এই তালিকায় সুপারিশের জেরে বহু অযোগ্য বা 'বহিরাগত' মুখ টিকিট পাওয়ায় নিচুতলার কর্মীদের ক্ষোভের রিপোর্ট সরাসরি

পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের টেবিলে। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে তাই এবার বাকি ৩৯টি আসনের রাশ সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন অমিত শাহরা। দলীয় সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে যে চূড়ান্ত বৈঠক হতে চলেছে, সেখানে বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও নেতাকেই ডাকা হয়নি। রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, রবিবারের মেগা বৈঠকে বাংলা থেকে কেউ থাকছেন না।

অর্থাৎ, শেষ দফার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে রাজ্য নেতাদের কোনও সুপারিশই আর ধোপে টিকবে না। স্রেফ গোষ্ঠীর লোক বলে টিকিট পাইয়ে দেওয়ার যে সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল, তাতে কড়া ব্রেক কষতে চাইছে দিল্লি। শেষবেলায় আর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে, এবার একমাত্র 'উইনেবিলিটি' বা জেতার সম্ভাবনাই হবে টিকিট পাওয়ার চূড়ান্ত মাপকাঠি। ভোটের ঠিক একমাস আগে রাজ্য নেতাদের ওপর দিল্লির এই কড়া পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ইরানের বিশ্বস্ত বন্ধু আমরা, পুতিনের বার্তা তেহরানকে

মস্কো, ২১ মার্চ : ওয়াশিংটনের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার জল্পনা উড়িয়ে ইরানের পাশে থাকার বার্তা দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শনিবার ইরানি নববর্ষ 'নওরোজ' উপলক্ষ্যে সে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা মোজতবা খামেনেই এবং প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে পাঠানো এক বার্তায় পুতিন জানিয়েছেন, কঠিন সময়ে তেহরানের এক 'বিশ্বস্ত বন্ধু এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদার' হিসেবে পাশে থাকবে মস্কো।

পুতিনের এই বার্তা এমন এক সময়ে এল যখন একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক বিস্ফোরক দাবি করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধি জারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফের সঙ্গে বৈঠকে রুশ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিভ একটি বিনিময় প্রস্তাব দিয়েছেন।

সেই প্রস্তাব অনুযায়ী, আমেরিকা যদি ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য ও সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে, তাহলে রাশিয়াও ইরানের পাশ থেকে সরে দাঁড়াবে এবং তেহরানকে তথ্য দেওয়া বন্ধ করবে। তবে ক্রেমলিন এবং রিপাবলিকান নেত্রী অ্যানা পলিনা লুনা এই প্রতিবেদনকে সম্পূর্ণ 'ভুয়ো' এবং 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

শনিবার ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভ্লাদিমির পুতিন বর্তমান কঠিন পরীক্ষা সফলভাবে অতিক্রম করার জন্য ইরানের জনগণকে শুভকামনা জানিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এই সংকটকালে মস্কো তেহরানের একনিষ্ঠ বন্ধু হয়েই থাকবে।'

রাশিয়া মনে করে, আমেরিকা ও ইজরায়েলের এই সামরিক অভিযান গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে এক গভীর খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে চরম জ্বালানি সংকট তৈরি করেছে। এর আগে আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যার ঘটনাকেও 'নৃশংস' বলে নিন্দা করেছিল মস্কো।

পুতিন সরকার খোলাখুলি ইরানের পাশে থাকার কথা বললেও, রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে খোদ ইরানি মহলেই সংশয় রয়েছে। তেহরানের একাধিক সূত্রের দাবি, ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর সবথেকে বড় এই সংকটে রাশিয়ার কাছ থেকে খুব বেশি কার্যকরী সাহায্য মেলেনি। যদিও ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়া ও ইরানের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক গভীর হয়েছে। আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের দাবি, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন রণতরির অবস্থান সংক্রান্ত গোপন তথ্য তেহরানকে পাচার করেছে পুতিনের দেশ।

অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাশিয়াকে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভাইট জানিয়েছেন, ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তা মোটেও ভালোভাবে নেবেন না। সব মিলিয়ে, ইউক্রেন এবং ইরান, এই দুই রণাঙ্গনকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে এক জটিল কূটনৈতিক দাবাখেলা শুরু হয়েছে।

> **ভ্লাদিমির পুতিন বর্তমান কঠিন পরীক্ষা সফলভাবে অতিক্রম করার জন্য ইরানের জনগণকে শুভকামনা জানিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এই সংকটকালে মস্কো তেহরানের একনিষ্ঠ বন্ধু হয়েই থাকবে।**
>
> ক্রেমলিনের বিবৃতি

রাহুলকে নিশানা পিনারাইয়ের

তিরুবনন্তপুরম, ২১ মার্চ : বিজেপির সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ তুলে কেরলের শাসকদল সিপিএমকে এর আগে 'সিজেপি বা কমিউনিস্ট জনতা পার্টি' বলে আক্রমণ করেছিলেন রাহুল গান্ধি। তার জবাবে এবার কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে বিজেপির বি-টিম বলে পালটা নিশানা করলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। একটি সাক্ষাৎকারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন তিনি। পিনারাইয়ের দাবি, সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। যারা সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তাদের সমর্থনও চায় না।

যোগীরাজ্যে পড়ুয়া খুন

বারাণসী, ২১ মার্চ : কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই এক পড়ুয়াকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল তারই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে বারাণসীর উদয়প্রতাপ কলেজে এই ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতের নাম সূর্যপ্রতাপ সিং। অভিযুক্তের নাম মনজিৎ চৌহান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খুব কাছ থেকে সূর্যপ্রতাপের মাথা আর বুক লক্ষ্য করে চারটি গুলি চালায় মনজিৎ। তারপর ডাস্টবিনে পিস্তল ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় সে। সূর্যকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সূর্যের বাবা জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে যতক্ষণ পর্যন্ত না এনকাউন্টারে হত্যা করা হচ্ছে, ততক্ষণ ছেলের শেষকৃত্য করা হবে না। এই ঘটনায় কলেজে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

নিজের বোনা জালে বন্দি পাকিস্তান

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২১ মার্চ : কথায় বলে, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেই তত্ত্ব যে বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা ফের একবার স্পষ্ট করে দিল 'গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৬' (জিটিআই)। কয়েক দশক ধরে যে দেশটি সন্ত্রাসবাদকে জল-হাওয়া দিয়ে বড় করে তুলেছে, আজ সে-ই নিজের তৈরি দানবের হাতে সবথেকে বেশি রক্তাক্ত। প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ কিছুটা কমলেও পাকিস্তানে তা বেড়েছে ঝড়ের গতিতে। প্রথমবারের মতো সন্ত্রাসবাদ সূচকে বিশ্বের 'মোস্ট ইমপ্যাক্টেড' বা সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তকমা পেয়েছে পাকিস্তান।

একসময় আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টন ইসলামাবাদকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'নিজের উঠোনে সাপ পুষলে তা শুধু প্রতিবেশীকে কামড়াবে ভাবা ভুল, একদিন সে বাড়ির মালিককেও ছোবল মারবে।' হিলারির সেই ভবিষ্যদ্বাণীই আজ পাকিস্তানের রূঢ় বাস্তব। ইনস্টিটিউট ফর ইকনমিক্স অ্যান্ড

পিস প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, ২০২৫ সালে পাকিস্তানে ১,০৪৫টি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে, যাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১,১৩৯ জন। ২০১৩-এর পর এটাই পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের সবথেকে ভয়াবহ রূপ।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বুরকিনা ফাসোকে সরিয়ে পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসবাদের বিশ্ব-তালিকার শীর্ষে। মূলত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এবং বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-র অতিসক্রিয়তাই এই ধ্বংসলীলার নেপথ্যে। আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে জঙ্গি অনুপ্রবেশ এবং হামলার ঘটনা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, শুধু টিটিপি-র হামলার ঘটনা বেড়েছে প্রায় ২৪ শতাংশ।

এই তালিকায় ভারত রয়েছে ১৩ নম্বরে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পহলগাম হত্যাকাণ্ডের মতো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভারতের অবস্থানে প্রভাব ফেলেছে। তবে পাকিস্তানের এই অস্থিরতা ভারতের মতো প্রতিবেশীর জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের। কারণ, ঘরের কোণে আগ্নেয়গিরি ফাটলে তার আঁচ থেকে প্রতিবেশী দেশ রেহাই পায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান সরকার দশকের পর দশক ধরে যাদের 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেট' (কৌশলগত সম্পদ) হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে, তারাই এখন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। একদিকে চরম অর্থনৈতিক সংকট, আর অন্যদিকে দেশজুড়ে বারুদের গন্ধ, সব মিলিয়ে পাকিস্তান এক গভীর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। আন্তর্জাতিক মহলের প্রশ্ন, এই রক্তপাত থামবে কবে? নাকি সাপ পোষার মাশুল এভাবেই গুনে যেতে হবে ইসলামাবাদকে।

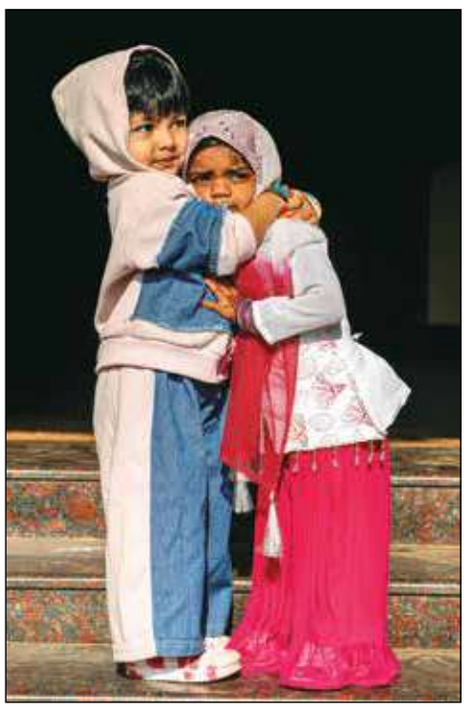

খুশির ইদের ঝলক দেশে... শনিবার জয়পুরে এক মসজিদের সামনে ছেলেকে নিয়ে বাবা। (নীচে) দুই খুদের আলিঙ্গন চেন্নাইতে। (পাশে) জম্মুর এক রাস্তায় নমাজ পড়ছেন মুসলিম সম্প্রদায়।

জীবনসঙ্গী আর পরিচারিকা এক নয়

যুগ বদলেছে, মনে করাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : স্ত্রী বাড়ির কাজ করছেন না বা রান্না করছেন না, এই অজুহাতে স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুরতার দায়ে বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে না। শুক্রবার এক ডিভোর্স মামলার শুনানিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই মৌখিক পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সন্দীপ মেহতা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'আপনি তো কোনও পরিচারিকাকে বিয়ে করেননি, আপনি একজন জীবনসঙ্গীকে বিয়ে করেছেন।'

শীর্ষ আদালত আরও মনে করিয়ে দেয় যে, বর্তমান যুগ বদলেছে। সংসারের সমস্ত কাজ একা স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বিচারপতি বিক্রম নাথ বলেন, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রান্না করা বা কাপড় কাচার মতো কাজে স্বামীকেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।'

মামলাটি দায়ের করেছিলেন এক ব্যক্তি। ২০১৭ সালে তাঁদের বিয়ে হয় এবং বর্তমানে তাঁদের একটি আট বছরের ছেলেও রয়েছে। স্বামীর অভিযোগ ছিল, বিয়ের এক সপ্তাহ পর থেকেই স্ত্রীর আচার-আচরণ বদলে যায়। তিনি স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন এবং রান্না করতে অস্বীকার করতেন। এমনকি সন্তান জন্মের পর নামকরণের অনুষ্ঠানেও তাঁকে ডাকা হয়নি বলে দাবি করেন স্বামী। এই 'নিষ্ঠুরতা'র কারণ দেখিয়েই তিনি পারিবারিক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেন এবং আদালত সেই আবেদন মঞ্জুরও করে।

-এআই

কিন্তু স্ত্রী এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন। স্ত্রীর দাবি ছিল, তিনি শ্বশুরবাড়ির সম্মতি নিয়েই সন্তান প্রসবের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী বা তাঁর পরিবারের কেউ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি, উলটে নগদ টাকা ও সোনার গয়না দাবি করেছিলেন।

হাইকোর্ট পারিবারিক আদালতের ডিভোর্সের রায় খারিজ করে দেয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন স্বামী। কিন্তু শীর্ষ আদালতের এদিনের কড়া পর্যবেক্ষণ বুঝিয়ে দিল, সংসার মানেই শুধু মেয়েদের ঘাম ঝরানো নয়। পরবর্তী শুনানিতে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই সশরীরে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিতর্কের চাদরে জল জীবন মিশন

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু সেই জল জীবন মিশন (জেজেএম) ঘিরেই এখন দানা বাঁধছে বিতর্কের মেঘ। প্রকল্পের প্রথম দফার কাজে খরচের বহর দেখে চক্ষু চড়কগাছ দিল্লির। অভিযোগ উঠছে, গাইডলাইন বদল করে কয়েক হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছে রাজকোষের ওপর। আর এই লাগামছাড়া খরচ রুখতেই এবার আসরে নামছে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক। সাফ জানানো হয়েছে, ১০০ কোটি টাকার ওপরের যে কোনও প্রকল্পের ওপর চলবে কড়া নজরদারি।

২০১৯ সালে ধুমধাম করে শুরু হয়েছিল এই প্রকল্প। লক্ষ্য ছিল ২০২৪-এর মধ্যে প্রতি গ্রামীণ পরিবারকে দৈনিক ৫৫ লিটার পানীয় জল দেওয়া। কিন্তু সম্প্রতি এক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রকল্পের গাইডলাইন অদলবদল করে প্রায় ১৬,৮৩৯ কোটি টাকার অতিরিক্ত খরচ দেখানো হয়েছে, যা মূল বরাদ্দের প্রায় ১৪.৫৮ শতাংশ বেশি। এহেন বিপুল অপচয় দেখে নড়েচড়ে বসেছে মোদি সরকার।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং অতিরিক্ত ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এবার আর চোখ বুজে টাকা ছাড়তে নারাজ কেন্দ্র। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১০০ কোটি বা তার বেশি মূল্যের প্রতিটি প্রকল্প খতিয়ে দেখবে সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশন। তাদের সবুজসংকেত পেলেই মিলবে বরাদ্দ।

বর্তমানে দেশে জল জীবন মিশনের এমন ৭৫০টি প্রকল্প রয়েছে যেগুলোর একেকটির খরচ ১০০ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে ৬৭টি প্রকল্প তো ১০০০ কোটির গণ্ডিও ছাড়িয়ে গিয়েছে! কেন্দ্রীয় মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও পুরোনো প্রকল্পের মেরামতি বা 'রেট্রোফিটিং'-এর জন্য কেন্দ্র এক পয়সাও দেবে না। সেই দায়ভার বইতে হবে রাজ্য সরকারকেই।

টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে চারটে কড়া শর্ত। যার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল ম্যাপিং তৈরি এবং আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট সহ আটটি রাজ্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের এই নতুন শর্তাবলিতে সায় দিয়ে মউ স্বাক্ষর করেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে বা পরে প্রকল্পের টাকা নিয়ে যাতে কোনও অস্বচ্ছতা না থাকে, তার জন্যই এই আগাম সতর্কতা। তবে এই কড়াকড়ির ফলে জল প্রকল্পের কাজ থমকে যাবে নাকি দুর্নীতিমুক্ত হবে, এখন সেটাই দেখার।

দুর্গম ভোটকেন্দ্রে ভরসা গজরাজ

গুয়াহাটি, ২১ মার্চ : ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বিধানসভা নির্বাচন ৯ এপ্রিল। অসমের কার্বি আংলং ও কামরূপের মতো দুর্গম এলাকায় ভোটারদের কাছে পৌঁছোতে হাতি ও নৌকা, এমনকি গোরুর গাড়িরও সাহায্য নিচ্ছেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। দুর্গম এলাকায় গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপনে সেকেলে যানবাহনই তাঁদের ভরসা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল জানিয়েছেন, বনভূমি আইন অনুযায়ী যেসব এলাকায় মোটরচালিত যান চলাচল নিষিদ্ধ অথবা দুর্গম ভূপ্রকৃতির কারণে যাতায়াত কষ্টসাধ্য, সেখানে হাতির পিঠে চেপেই ইভিএম এবং ভোটকর্মীদের পাঠানো হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সেই জেলাগুলিতে ম্যাপিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। হাহিম থেকে আপার ল্যাংপি বা লোয়ার ল্যাংপির মতো এলাকায় হেঁটে পৌঁছোতে প্রায় ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। অতীতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে এক নির্বাচনি আধিকারিক জানান, বৃষ্টির সময় বা রাস্তা পিচ্ছিল থাকলে এই 'গজরাজ'ই সবথেকে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে।

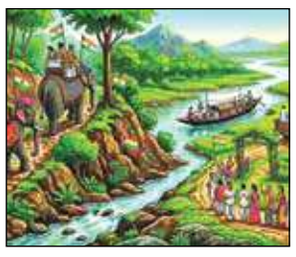

২০২৩ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর এটিই রাজ্যের প্রথম বিধানসভা নির্বাচন। ১৫ মার্চ পর্যন্ত সর্বাধুনিক তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা ২,৫০,২১,৪১৩। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং অধিকাংশ এলাকা থেকে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফস্পা প্রত্যাহারের ফলে এবার একদফায় ভোট নেওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইজিপি অখিলেশ কুমার সিং।

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধি

হোটেল-রেস্তোরাঁ, ক্ষুদ্রশিল্পকে স্বস্তি মোদি সরকারের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকটের মধ্যেই বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) বরাদ্দ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। শনিবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তরফে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি পাঠিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। মন্ত্রকের সচিব নীরজ মিত্তলের স্বাক্ষর করা ওই চিঠিতে লেখা, 'আপনাদের অবগত করছি, আগামী ২৩ মার্চ থেকে পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের জন্য বাড়তি ২০ শতাংশ বরাদ্দ করা হচ্ছে। এর ফলে সার্বিক বরাদ্দের পরিমাণ সংকট-পূর্ব স্তরের ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে।' অর্থাৎ, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার জেরে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ার আগে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের যে পরিমাণ জোগান ছিল, বর্তমান বরাদ্দ তার অর্ধেক হল।

এই বাড়তি ২০ শতাংশ বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রগুলি অগ্রাধিকার পাবে, তাও স্পষ্ট করেছে মন্ত্রক। রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোটেল, ক্যান্টিন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং দুগ্ধশিল্পকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা পরিচালিত ভরতুকিযুক্ত ক্যান্টিন, কমিউনিটি কিচেন এবং অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ৫ কেজির ছোট সিলিন্ডার সরবরাহে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সূত্রে খবর, ডিলারদের পাঠানো তালিকার গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার সরবরাহ কবে নাগাদ পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেননি আধিকারিকরা। আপাতত মোদি সরকারের সিদ্ধান্তে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও খাদ্যশিল্পের সঙ্গে যুক্তরা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ফোনে আধার অ্যাপ আগাম ভরার ভাবনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ভারতে নতুন স্মার্টফোনে আধার অ্যাপ প্রি-ইনস্টল করার সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মতো বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি।

কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের কাছে আধার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই প্রস্তাব পেশ করে। সরকারের যুক্তি হল, ফোনে ক্যালকুলেটর বা ঘড়ির অ্যাপের মতো আধার অ্যাপ আগে থেকে থাকলে সাধারণ মানুষ সহজেই নিজেদের প্রোফাইল পরিচালনা ও বায়োমেট্রিক তথ্য সুরক্ষিত করার সুবিধা পাবেন।

তবে ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর ইনফর্মেশন টেকনলজি এই

আপত্তি টেক জায়েন্টদের

প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অ্যাপল ও স্যামসাং। পাশাপাশি ভারতের বাজারের জন্য আলাদা উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করতে বড় ধরনের লজিস্টিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বলেও তারা জানিয়েছে।

টেক জায়েন্ট সংস্থাগুলির মতে, রাশিয়া বাদে অন্য কোনও দেশে এমন বাধ্যতামূলক অ্যাপ প্রি-ইনস্টলের নিয়ম নেই। এর আগে টেলিকম প্রতারণা প্রতিরোধে চালু হওয়া 'সঞ্চার সাথী' এবং বিপর্যয় সংক্রান্ত সতর্কতা জারির 'সচেত' অ্যাপের ক্ষেত্রেও সরকার বড় টেক সংস্থাগুলির বাধার মুখে পড়েছিল।

প্রার্থী বাছাইয়ে ক্ষুব্ধ রাহুল

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২১ মার্চ : 'ঈশ্বরের আপন দেশ'-এর ভোটযুদ্ধে জিততে কংগ্রেস তথা ইউডিএফের এখন কার্যত ভগবানই ভরসা। কেরলের রাজনৈতিক পরম্পরাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২০২১ সালে টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখল করেছিল সিপিএম ও এলডিএফ। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে বামেরা যখন ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক করতে মরিয়া, তখন উলটোদিকে কংগ্রেস শিবির গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সামনে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছায়া কাটছে না কিছুতেই।

কেরলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস যে ৯৫টি আসনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলির প্রার্থী বাছাই নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ রাহুল। মুখে তিনি অবশ্য কেরলে ইউডিএফের জয়ের বার্তা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এবার প্রার্থীদের টিকিট বণ্টন করা হয়েছে তা একেবারেই পছন্দ হয়নি রাহুলের। জানা গিয়েছে, ১০ রাজাজি মার্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির যে বৈঠক বসেছিল, সেখানে কেরলের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন রাহুল। সূত্রের খবর, জাতপাতের অঙ্ক, জেতার সম্ভাবনা এবং ভোটযুদ্ধে অতীতের রেকর্ড দেখে প্রার্থী বাছাইয়ের পক্ষে জোর দেন তিনি। কেরলের কোনও দলীয় সাংসদকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হবে না বলে ওই বৈঠকে শেষমেশ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কংগ্রেসের ৯৫ জনের প্রার্থী তালিকায় রাহুল ঘনিষ্ঠ কেসি বেণুগোপালের অনুগামীদেরই পাল্লা ভারী রয়েছে এবার।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রথম দফায় যে ৫৫ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে ১৭

কেরল

জন কেসি বেণুগোপাল শিবিরের। রমেশ চেন্নিথালা শিবিরের রয়েছেন ৯ জন। বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশনের অনুগামী রয়েছেন ৫ জন। তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর কারও জন্য তদ্বির করেননি ঠিকই, তবে প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৯ জন মহিলা থাকায় অনুযোগ করেছেন তিনি। কংগ্রেসের এবারের প্রার্থীদের মধ্যে ২২ জন খ্রিস্টান। তাঁদের মধ্যে আবার ১০ জন সাইরো-মালাবার সম্প্রদায়ের।

মথুরায় স্বঘোষিত গোরক্ষকের মৃত্যুতে গণবিক্ষোভ। শনিবার।

মৃত গোরক্ষক

লখনউ, ২১ মার্চ : গোরু পাচার হচ্ছে সন্দেহে একটি ট্রাককে ধাওয়া করেছিলেন। সেই ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল উত্তরপ্রদেশের স্বঘোষিত গোরক্ষক চন্দ্রশেখরের। শুক্রবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি-আগ্রা জাতীয় সড়কে।

মথুরায় চন্দ্রশেখরের পরিচিতি ছিল 'ফরসাওয়ালে বাবা' নামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, চন্দ্রশেখর জানতে পেরেছিলেন শুক্রবার

রাতে কোসি এলাকা দিয়ে একটি ট্রাকে গোরু পাচার হবে। দলবল নিয়ে সেখানে নজরদারি চালাচ্ছিলেন তিনি। সেসময় একটি ট্রাককে দেখে সন্দেহ হয়। মোটরবাইকে ট্রাকটিকে ধাওয়া করেন চন্দ্রশেখর। সেই সময় ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। তবে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘন কুয়াশার কারণেই এই দুর্ঘটনা। চন্দ্রশেখরের মৃত্যুর খবরে সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং সপা নেতা অখিলেশ যাদব।

হাজার কিমি বৃষ্টিবলয়ে বিপদ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : অস্বাভাবিক 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝার' প্রভাবে ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান জুড়ে প্রায় হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বৃষ্টিবলয় তৈরি হয়েছে, যা প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ডেকে আনতে পারে দক্ষিণ এশিয়ায়।

প্রকৃতির খেয়ালে এই অস্বাভাবিক রৈখিক নিম্নচাপ বা 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা' আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান হয়ে ভারতের অনেক গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণত শীতকালে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও, মার্চের শেষ দিকে এই শক্তিশালী ঝঞ্ঝার সক্রিয়তা আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলছে।

আবহবিদেরা জানিয়েছেন, সাধারণত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবার মার্চ মাসেও সক্রিয় 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা'র দাপট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগর থেকে আসা প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প আরব সাগর থেকে আরও আর্দ্রতা শুষে নিয়ে এই দানবীয় মেঘবলয় তৈরি করেছে।

এই ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে শক্তিশালী ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। রাজধানী দিল্লি ও লাগোয়া এনসিআর অঞ্চলে শুক্রবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ৩০-৫০ কিমি বেগে দমকা বাতাসের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের কেরল, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের পাশাপাশি হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমেও ইতিমধ্যে ভারী বৃষ্টির খবর মিলেছে।

আবহবিদদের মতে, ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর

বিপদে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান

থেকে আসা জলীয় বাষ্প এই বিশাল মেঘমালার মূল উৎস, যা আরব সাগরের প্রভাবে আরও ঘনীভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইদানীং ঋতুচক্রের পরিবর্তন ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার স্থায়িত্ব বাড়ছে। শুক্রবারের পর হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় এর প্রভাব কিছুটা কমলেও আগামী ২২ মার্চ নতুন একটি হালকা ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চাকরির বাজারে নয়া দিশা টেম্পল ম্যানেজমেন্ট

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : বেকারত্বের হার বরাবরই মাথাব্যথার কারণ কেন্দ্রের। চলতি বছরেও বেকারত্বের হার ঊর্ধ্বমুখী। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের মাসে ছিল ৪.৯ শতাংশ। মূলত গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের মন্দা এই উদ্বেগের প্রধান কারণ। এই প্রতিকূল আবহে চাকরির বাজারে সম্পূর্ণ এক নতুন ও ব্যতিক্রমী দিশা দেখাচ্ছে 'টেম্পল ম্যানেজমেন্ট'। এই কৃতিত্ব খানিকটা হলেও পুনের ১৮ বছরের পার্থ কুরন্দালের মতো তরুণ পড়ুয়াদেরই।

-এআই

প্রযুক্তির যুগে যখন কৃত্রিম মেধা (এআই) বহু মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে, তখন মন্দির ব্যবস্থাপনাকে 'এআই-প্রুফ' তথা মন্দামুক্ত পেশা হিসাবে দাবি করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভক্তি, বিশ্বাস এবং মানুষের পারস্পরিক সংযোগের এই ক্ষেত্রকে যন্ত্র দিয়ে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ মন্দিরের বিশাল অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান পুণ্যার্থী সমাগম সামলাতে এখন প্রশিক্ষিত পেশাদারদের চাহিদা তুঙ্গে। পুনে, মুম্বই এবং বারাণসীর একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন ৬ মাস থেকে ১ বছরের এই কোর্স করাচ্ছে, যার খরচ ১১ থেকে ২৬ হাজার টাকার মধ্যে।

এই কোর্সের ক্লাসরুমেও লেগেছে সামাজিক পরিবর্তনের হাওয়া। ১৮ বছরের তরুণ থেকে ৬০ বছরের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার—মন্দিরের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, অর্থিক ও আইনি ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটন পরিচালনার পাঠ নিচ্ছেন প্রায় সকলেই। আগে এই ক্ষেত্রটি নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে পড়ুয়াদের মধ্যে দলিত, ব্রাহ্মণ এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। কাশী বিশ্বনাথ বা তিরুপতির মতো মন্দিরে যে হারে ভক্ত সমাগম বাড়ছে, তাতে মন্দির পরিচালনার এই কাজ আগামী দিনে বহুজাতিক সংস্থার চাকরির মতোই আকর্ষণীয় ও সুরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

মনের অসুখ ✕
মাইন্ড স্ক্যান ✓
ডাঃ ত্রিষাম্পতি নস্কর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি 9242 000 242

শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গণে ইদে সমবেত নমাজ আদায়। শনিবার সূত্রধরের তোলা ছবি। খবরের ভেতরে ইসলামপুরের ছবিটি তুলেছেন রাজু দাস।

বৃষ্টিতেও ইদের আনন্দ অটুট

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : শিলিগুড়িতে ইদের সকালটা শুরু হল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, কারবালার মাঠ ও বিভিন্ন মসজিদে নমাজ পড়ে। শহরজুড়ে হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে নমাজ পড়লেন। এরপর একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁরা। প্রার্থনায় কেউ চাইলেন সুন্দর জীবন, কেউ চাইলেন পরিবারের সুখসমৃদ্ধি। এক মাস রোজা রাখার পর খুশির ইদে শামিল হতে দেখা গেল মুসলিম সম্প্রদায়কে। পাশাপাশি, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরের বুকে সর্বধর্মসমন্বয়ের চিত্র ফুটে উঠল।

শনিবার আসিফ খানের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল সুভাষ হালদারের। ব্যবসায়িক সূত্রে তাঁদের বন্ধুত্ব। নববর্ষে যেমন সুভাষের দোকানের পুজোয় আসিফের নিমন্ত্রণ থাকে, তেমনই ইদের দিনে আসিফের বাড়িতেও সুভাষের নিমন্ত্রণ থাকে। নানা সুখাদ্য তৈরি হয়েছে আসিফের বাড়িতে। বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত রয়েছে বাড়িতে।

আসিফ খান বলছিলেন, ‘সকালে নমাজ পড়ার পর আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে আলিঙ্গন সারা হল। অনেক উপহার পেলাম, উপহার দিলাম। আজ চেষ্টা করব সকল আত্মীয়দের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার। এটা আমাদের কাছে খুশির উৎসব। এইদিন সকলের সঙ্গে দেখা হলে মনটা ভালো হয়ে যায়।’

মহাবীরস্থানে একটি দোকান থেকে সালোয়ার কিনছিলেন রশিদ আলি। বললেন, ‘এটা শেষবেলার কেনাকাটা। আগেই অনেক কেনাকাটা হয়ে গিয়েছিল। তবে শেষবেলায় বোঝা গেল আরও কিছু কেনাকাটা বাকি রয়ে গিয়েছে। তাই, সেটাই কিনতে এসেছি।’

জানা গেল, কেনাকাটা বাকি থেকে যাওয়ার আসল রহস্য। জানালেন, বাড়িতে ছোটরা এসেছে। তাদের জন্যই কেনাকাটা করছেন তিনি।

ছোটদের নিয়ে বিকেলে সূর্য সেন পার্কে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন প্রধাননগরের আফিয়া ইবনাত। তবে বাদ সাধল বৃষ্টি।

ফলে পরিকল্পনায় একটু পরিবর্তন করতে হল। টোটো ভাড়া করে বাড়ির ছোটদের নিয়ে চলে গেলেন মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে। বলছিলেন, ‘ছোটরা ঘুরতে যেতে চাইছিল। তাই ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গতবছর সূর্য সেন পার্কে গিয়েছিলাম। তবে আজ সারাদিন বৃষ্টি হল। তাই ওদের শপিং মলে নিয়ে এসেছি। সেখানে একটু খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে। কারণ, আজ বাড়িতে প্রচুর অতিথির আগমন রয়েছে। সেখানেও থাকতে হবে।’

বাড়িতে সকাল থেকেই এত কাজ যে, কথা বলারও ফুরসত পাচ্ছিলেন না শবনম খাতুন। বিরিয়ানি-খুসকা পোলাও-সেমাই-মাটন রেজালা-কাবাব-মিষ্টি! কতকিছুই না তৈরি করতে হচ্ছে অতিথিদের জন্য। তবে শুধু অতিথিই নয়, বাড়ির সকলকেও ভালো ভালো পদ রেঁধে খাওয়ানোর দিন আজ। সেই দিনটিকে কোনওমতেই নষ্ট করা যাবে না, বলছিলেন তিনি। সকালে নমাজ পড়ে, সেজেগুজে সকলকে ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রান্নাবান্নার কাজ শুরু করেন শবনম। সন্ধের মধ্যেই সমস্ত কাজ সেরে, নতুন পোশাকে সেজে অতিথি আপ্যায়নে শামিল হয়ে যান তিনি।

নতুন পোশাকে সেজে অতিথিদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যান সাহবাজ হুসেন, রিজওয়ান শেখ, সুহানা বানোরা। খুশির ইদে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার পর বাইরে বেরিয়ে আনন্দ করে, সকলের মধ্যে খুশির মেজাজ ছড়িয়ে দিতে চান তাঁরা।

সুহানা বানো বলছিলেন, ‘আজ মাটিগাড়ায় অথবা সেবক রোডের কোনও শপিং মলে যাব। সেখানে ভাইবোন, বন্ধুবান্ধবরা মিলে প্রচুর মজা করব। ছবি তুলব, খাওয়াদাওয়াও করব। এই দিনটা আমাদের কাছে খুশির দিন। সবচেয়ে বড় উৎসব। এই দিনটায় সেলিব্রেশন করব না, তা কখনও হয়?’

সারাদিন বৃষ্টির আবহ থাকলেও ইদের আনন্দ যে একটুকুও মাটি হয়নি তা বোঝা গেল শহরের বিভিন্ন শপিং মল, পার্কের ভিড় দেখে। মাটিগাড়ার শপিং মল এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন পার্কে ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো।

সবমিলিয়ে নতুন জামাকাপড়ে সেজে, ইদের আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছিল সকলে।

সুভাষপল্লির স্মৃতি ফিরল, উধাও স্কুটারচালক

হাকিমপাড়ায় শ্লীলতাহানি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : বছর দুয়েক আগে সুভাষপল্লির ঘটনা এখনও ভুলে যাননি শিলিগুড়ির মানুষ। তারপরও যে প্রশাসনের ঘুম ভাঙেনি, প্রমাণ দিয়ে গেল বৃহস্পতিবারের ঘটনা। শ্লীলতাহানির মারাত্মক অভিযোগ উঠল শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা হাকিমপাড়ায়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পিজি থেকে বেরিয়ে অরুণোদয় সংঘ ক্লাব সংলগ্ন রজনীকান্ত সরণির কাছে একটি গলি ধরে হেঁটে কলেজে যাচ্ছিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা এক স্কুটারচালক তাঁর সঙ্গে অভব্যতা করে চম্পট দেয়। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে এসে পড়াশোনা করা ওই তরুণী পুলিশকে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, সাদা রংয়ের স্কুটারে চেপে এক তরুণ সামনে থেকে আসছিল। কাছাকাছি এসে আচমকা বুকে হাত দিয়ে চলে যায় সে।

ঘটনার পর দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন ওই পড়ুয়া। কলেজে পৌঁছে বন্ধুদের বিষয়টি জানালে তাঁরাই প্রথম পাশে দাঁড়ান। দুপুরে স্থানীয়দের সাহায্যে এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন তাঁরা। এদিকে, খবর পেয়ে তড়িঘড়ি জলপাইগুড়ি থেকে আসেন পড়ুয়ার পরিবারের লোকজন। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ সহ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে, ঘটনার পর ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তার আশ্বাস, ‘গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।’

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সাফাই, ‘এমনটা হওয়া ঠিক নয়। আমি এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।’ স্থানীয় বাসিন্দা বিমান দাস বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনা আগে কোনওদিন আমরা শুনতে পাইনি।’ আরেক বাসিন্দা আবির রায় বলেন, ‘ওই রাস্তাটি সকালের দিকে ফাঁকা থাকে। সেই সুযোগে এলাকায় এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো উচিত।’

বছর দুয়েক আগে সুভাষপল্লিতেও ঠিক এভাবেই প্রকাশ্য রাস্তায় শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছিলেন এক তরুণী। হেঁটে এসে তাঁর শ্লীলতাহানি করে পালিয়ে যাওয়া সেই অভিযুক্ত আজও পুলিশের নাগালের বাইরে। যখন রাজ্য তথা দেশের মানচিত্রে ‘এডুকেশন হাব’ হিসেবে ধীরে ধীরে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলছে শিলিগুড়ি, তখন বারবার এ ধরনের ঘটনায় মুখ পুড়ছে শহরের। ক্ষুব্ধ ওই কলেজ পড়ুয়ার বাবা বলেন, ‘শিলিগুড়ির মতো শহরে এমন ঘটনা ভাবা যায় না। অভিযোগ দায়ের পর এখনও পুলিশের তরফে আমাদের কিছু জানানো হয়নি।’

কেন বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে? কেন দুষ্কৃতীদের নাগাল পাচ্ছে না পুলিশ? উঠছে প্রশ্ন। একই সঙ্গে শিলিগুড়ির মতো শহরের প্রাণকেন্দ্রে নারী নিরাপত্তাও চলে আসছে প্রশ্নচিহ্নের আড়ালে।

HEALTHY MIND CLINIC
Dr. Sudeshna Mukherjee
MBBS, MD, DNB Psychiatry
[মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ]
মনোরোগ, আসক্তি, যৌন সমস্যা, ঘুমের সমস্যা এবং আপনার যে কোনও ধরনের মানসিক সমস্যার জন্য যোগাযোগ করুন
Address: Hill Cart Road, Rajni Bagan (Ground Floor), Near Mukherjee Hospital, Siliguri
For appointment: 9382895361
www.drsudeshnamukherjee.com

শিলিগুড়ি লিট ফেস্ট শেষ হল

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : কবিরা কেন কবিতা লেখেন, তার জবাব দিয়ে শনিবার শেষ হল দু’দিনের শিলিগুড়ি লিট ফেস্ট। এই ফেস্টের উদ্যোক্তা ছিল শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটি। এদিনের অন্য আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল শিশু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, মূলের সঙ্গে অনুবাদের স্বাদ ও গন্ধ বিচার নিয়ে আলোচনা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরণ নিয়ে আলোচনা। বিশিষ্টদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন দর্শনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রঘুনাথ ঘোষ, মেয়র গৌতম দেব।

আলোচনা পর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন নিয়ে অধ্যাপক কৌশিক জোয়ারদার বলেন, ‘ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। বিবর্তন হল ভারতীয়, আর আমূল পরিবর্তন হল প্রাচ্যের বিষয়।’ ডঃ সুজাথা বলেন, ‘মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত রমাবাই ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তখন হবে যখন বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হবে।’ বিপুল দাস বলছেন, ‘অতীতের পায়ের পাতার ছাপে পা দিয়েই এগোই আমরা। অতীত, বর্তমান মিলিয়েই সব।’

ফেস্টের অন্যতম কর্মকর্তা সেবন্তী ঘোষ জানালেন, এদিনও সাত সেশন ধরে সাহিত্যচর্চার পরেও ছিল ঘণ্টাদেড়েকের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট সুব্রত দত্ত। শুক্রবার শিলিগুড়ির এক হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে এই ফেস্ট শুরু হয়। এতে যোগ দেন হিন্দি ও নেপালি সাহিত্যের দিকপালরাও।

বিধিভঙ্গের নালিশ টক টু মেয়রে

কমিশনে বিজেপি প্রার্থী

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : শিলিগুড়ির মেয়র তথা শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের টক টু মেয়র অনুষ্ঠান নিয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। এ বিষয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানিয়েছেন। পালটা শংকরকে লাল পদ্ম বলে কটাক্ষ করেছেন গৌতম। গৌতমকে ১ লক্ষ ভোটে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন শংকর।

শংকর প্রশ্ন তুললেও এদিন টক টু মেয়র অনুষ্ঠান পুরোটাই করেছেন মেয়র গৌতম দেব। মাঝে একবার জরুরি ফোন আসায় অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন গৌতম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনি ফের টক টু মেয়র অনুষ্ঠান শুরু করেন। নির্বাচনি বিধিভঙ্গের অভিযোগ প্রসঙ্গে শংকর বলছেন, ‘গৌতম দেব যে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান করছেন, সেটা তাঁর ভয়ের কারণ। তিনি সাধারণ মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। দলীয় সহকর্মীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেম্বারের বাইরে বসিয়ে রেখেও দেখা করেন না। ভয়ের শিকার হয়ে নির্বাচনি আচরণবিধি ভেঙে যে কাজ করেছেন, সেটা তাঁর কাছ থেকে কাম্য ছিল না।’

পালটা মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘প্রয়োজনে আমি বাড়ি থেকে টক টু মেয়র করব।’

শনিবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের টক টু মেয়র অনুষ্ঠান নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান শংকর ঘোষ। এরপরেই নির্বাচন কমিশন থেকে ফোন করে টক টু মেয়র অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বলা হয়। কিন্তু এরপরেও মেয়র নিজের অনুষ্ঠান চালিয়ে গিয়েছেন। কেন তাঁকে টক টু মেয়র বন্ধ করতে বলা হচ্ছে, তা লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশন জানাক বলে মন্তব্য করেছেন গৌতম।

> **প্রয়োজনে আমি বাড়ি থেকে টক টু মেয়র করব।**
>
> **-গৌতম দেব**

তাঁর বক্তব্য, ‘স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগত পদ্ম ফুল ফুটতে অনেক সময় লাগে। এই পদ্ম ফুলটা (শংকর ঘোষ) সময়ে ফোটেনি। এটা ডিগবাজি খাওয়ার জন্য এআই দিয়ে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা। এটা লাল পদ্ম। শংকর কি সেটা সে নিজেই বুঝতে পারছেন না?’ পালটা শংকরের বক্তব্য, ‘উনি কী করছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। বয়স হয়েছে, এখন বিশ্রাম করুন। সাধারণ মানুষ বলছেন, গৌতমবাবু ১ লক্ষ ভোটে হারবেন।’

শান্তিনগরে দলবল সহ আটক মহিলা

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : শান্তিনগর এলাকায় জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। জমি মাফিয়াদের দাপটে অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা শনিবার এক মহিলা ও তাঁর দলবলকে হাতেনাতে ধরে বেধড়ক মারধর করেন। পরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শান্তিনগর মেইন রোড সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই জমি মাফিয়াদের উৎপাত চলছে। শনিবার দুপুরে হাতিয়াডাঙ্গার এক মহিলা কয়েকজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে এসে একটি ফাঁকা জমির মাপজোখ শুরু করেন। নিজেকে জমির মালিক হিসেবেও দাবি করেন তিনি। এরপরই সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয়রা তাঁদের ঘিরে ধরেন এবং জমির আসল মালিক সুধীরচন্দ্র দাসকে খবর দেন। সুধীর ঘটনাস্থলে পৌঁছালে জমিটি কেন্দ্র করে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয়রা ওই মহিলা ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপক মারধর করেন।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় সুধীরবাবুর মোট ছ’কাঠা জমি রয়েছে। এর মধ্যে তিন কাঠা তিনি তাঁর কাকাকে দিয়েছিলেন এবং বাকি তিন কাঠা জমি ফাঁকাই পড়ে ছিল। শনিবার সেই ফাঁকা অংশটিই ওই মহিলা দখল করতে এসেছিলেন বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা মালতী রায় বলেন, ‘এলাকায় প্রচুর খালি জমি রয়েছে। যদিও ওই মহিলা প্রায়দিনই আসছে। জমি মালিক পরিচয় দিয়ে মাপজোখ করে জমি দখল করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা দিনের পর দিন এই ঘটনা দেখে আসছি।’ জমির মালিক সুধীরের স্পষ্ট বক্তব্য, ‘এরা এইভাবে জাল কাগজপত্র বানিয়ে এলাকার বহু জমি বিক্রি করে দিয়েছে।’ মিহির দাস বলেন, ‘আমরা এই এলাকায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করি। কোনটা কার জায়গা আমরা ভালোভাবে জানি।’

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে ঘোগোমালি থেকে চোপড়ার এক ব্যক্তিকে শনিবার গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে এদিনই চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতের নাম পল্লবকুমার রায়।

অভিযোগ, পল্লব নিজেকে চোপড়ার একটি চা পাতা কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে পাতা সরবরাহকারী চোপড়ার সাগরিকা নুনিয়ার কাছ থেকে একাধিকবার টাকা নেন। সেই টাকা তিনি ফেরত দেননি। ২০২৫ সালে জুন মাসে চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সাগরিকা। তখন থেকেই পলাতক ছিলেন ওই ব্যক্তি।

বেশ কিছুদিন আগে তাঁরা খবর পান ওই ব্যক্তি শিলিগুড়ির চয়নপাড়া এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। সেইমতো শনিবার সকালে সাগরিকার মেয়ে জ্যোতি নুনিয়া হাজির হন চয়নপাড়া এলাকায়। হাতেনাতে ধরেন ব্যক্তিকে। এরপর খবর দেন আশিঘর ফাঁড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। খবর জানানো হয় চোপড়া থানায়। সেখান থেকে পুলিশ এসে পল্লবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

রান ফর হারমনি

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : ২৩ মার্চ বিপ্লবী ভগৎ সিং-শুকদেব-রাজগুরুর শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ‘রান ফর হারমনি’ করবে ডিওয়াইএফআই। ২৩ মার্চ বাঘা যতীন পার্ক থেকে মাটিগাড়ার পর্যন্ত সম্প্রীতির দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। শনিবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, ‘শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই আয়োজন করা হয়েছে। ১৬ বছরের বেশি বয়সিরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। ২২ মার্চ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রতিযোগিতায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।’ ৭৯০৮৯৮১১৪৯ নম্বরে ফোন করে আগ্রহীরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

দিনভর বৃষ্টির সঙ্গে কমেছে তাপমাত্রাও। শনিবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : শুক্রবার গভীর রাতে বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া ৮টি সাইকেল সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শিব চৌধুরী। তিনি সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা। ধৃতের বিরুদ্ধে আগেও সাইকেল চুরির অভিযোগ রয়েছে। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রামনবমী ঘিরে গেরুয়া পোশাকের চাহিদা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই রামনবমী। এই উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বের হয় সুসজ্জিত শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রাগুলিতে কমবেশি সকলকে দেখা যায় গেরুয়া পাঞ্জাবি, কুর্তি, পাগড়ি পরে অংশগ্রহণ করতে। শহরের বাজারগুলিও এখন এই সকল জিনিসে সেজে উঠেছে। কেউ খোঁজ করছেন গেরুয়া রংয়ের কুর্তির আবার কারও পছন্দ জয় শ্রীরাম লেখা টি-শার্ট। মহাবীরস্থানে সুমিত আগরওয়ালের দোকানের সামনে ছেলেদের জন্য রয়েছে গেরুয়া, সাদা, হলুদ রংয়ের পাঞ্জাবি। সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে ম্যাচিং করে রয়েছে সোনালি ও ঘিয়ে রংয়ের ওড়না। ওড়না সহ পাঞ্জাবিগুলি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার যে পাঞ্জাবিগুলিতে একটু কাজ করা রয়েছে সেগুলি ওড়না সহ বিক্রি হচ্ছে ৫০০ টাকায়। এক রংয়ের পাঞ্জাবি বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২০০ টাকায়। গেরুয়া রংয়ের সঙ্গে সাদা রংয়ের ছোঁয়ায় মিলছে পাগড়িও। এগুলি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। তরুণদের মধ্যে জয় শ্রীরাম লেখা টি-শার্টেরও চাহিদা রয়েছে।

রামনবমী উপলক্ষ্যে বাজারে বিভিন্নরকমের ধ্বজা পাওয়া যাচ্ছে। কোনওটিতে রয়েছে হনুমানজির ছবি, আবার কোনওটিতে রয়েছে রামলালার ছবি। ১০ টাকা থেকে এই ধরনের ধ্বজাগুলি পাওয়া যাচ্ছে। আকার অনুযায়ী বেশি দামের ধ্বজাও মিলছে। একটু বাড়তি উপার্জনের আশায় বিভিন্ন এলাকার স্টেশনারি দোকানগুলিও সেজে উঠেছে ধ্বজা, গদায়। হায়দরপাড়ার এক ব্যবসায়ী তরুণ হালদার বলেন, ‘গত কয়েকবছর ধরে রামনবমীর আগে এই জিনিসগুলি ভালো বিক্রি হয়। লাভও হয়। এবছরও বিক্রি শুরু হয়েছে।’ শনিবার ৩০০ টাকার পাঞ্জাবি-ওড়না একটু দরাদরি করে ২৫০ টাকায় কিনছিলেন সুমন সাহা। তিনি বলেন, ‘পাঞ্জাবির সঙ্গে সাদা রং-এর প্যান্ট পরব। তবে শুধু জামাকাপড় নয়, বড় ধ্বজাও কিনব। ছোট ভাইয়ের জন্য ধনুক কেনারও ইচ্ছে রয়েছে।’

মহাবীরস্থানে গেরুয়া পোশাক দেখাচ্ছেন বিক্রেতা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

> **রামনবমীর শোভাযাত্রায় তিন বছর ধরে হাঁটছি। আমার ইচ্ছে, এবার গেরুয়া রংয়ের চান্দেরি কুর্তি পরব।**
>
> **অরিত্রিকা মিশ্র** শহরবাসী

মহাবীরস্থানের ত্রিনাথ বণিকের দোকানে ছেলেমেয়েদের জন্য গেরুয়া রংয়ের কুর্তি, সেইসঙ্গে সাদা-হলুদ বিভিন্ন রং-এর ওড়না পাওয়া যাচ্ছে। এদিন ওড়না দেখতে দেখতে অরিত্রিকা মিশ্র বললেন, ‘তিন বছর ধরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাঁটছি। মার্কেটে এসেছিলাম খোঁজ নিতে রামনবমী উপলক্ষ্যে কী কী পাওয়া যাচ্ছে। তবে আমার ইচ্ছে, এবার গেরুয়া রংয়ের চান্দেরি কুর্তি পরব।’

ছোটদের মধ্যে রামনবমী উপলক্ষ্যে লেহেঙ্গা-চোলি বা ছোট শাড়ি পরার প্রবণতাও রয়েছে। বিধান মার্কেটে এসেছিলেন অর্পিতা দাস। তিনি জানান, রামনবমীর দিন মেয়েকে গেরুয়া শাড়ি পরাবেন। ছেলের জন্য একটা গদাও কিনতে হবে বলে জানান তিনি।

PRABIN AGARWAL
Empowering Investors
JOIN OUR GROWING TEAM!
SCAN TO APPLY NOW
EXPLORE OPPORTUNITIES WITH US.
Email us at: hr@prabinagarwal.com
97330 73333

পৃথিবীর পাঠশালা

বরফ চিরে ওষুধ আনা

১৯২৫ সালে আলাস্কার বরফে ঢাকা শহর নোম-এ ডিফথিরিয়া মহামারি দেখা দেয়। কিন্তু প্রবল তুষারঝড়ের কারণে সেখানে কোনও বিমান বা ট্রেন পৌঁছাতে পারছিল না। শহরের শতশত শিশুর জীবন বাঁচাতে তখন ভরসা হয়ে দাঁড়ায় একদল স্লেজ কুকুর। বাল্টো নামের এক সাইবেরিয়ান হাস্কি সেই দলের নেতৃত্ব দেয়। মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠান্ডায়, দিগন্তজোড়া তুষারঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এই কুকুররা জীবনদায়ী ওষুধ নিয়ে শহরে পৌঁছায়। বাল্টোর এই সাহসিকতার জন্য নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে আজও তার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবনের দুই রূপ

মানুষ হয় লম্বা হয়, না হয় বেঁটে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার অ্যাডাম রেইনার ছিলেন ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি তাঁর জীবনে এই দুই রূপই দেখেছিলেন। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন একজন বামন বা ডোয়ার্ফ। একুশ বছর বয়সে তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র চার ফুট। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে একটি টিউমার দেখা দেয়। এর ফলে তাঁর শরীরে গ্রোথ হরমোন প্রবলভাবে বেড়ে যায়। চোখের পলকে তিনি লম্বা হতে শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগে তাঁর উচ্চতা গিয়ে দাঁড়ায় সাত ফুট আট ইঞ্চিতে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম বিস্ময় এই মানুষটি জীবনের প্রথম অর্ধেক বামন এবং শেষ অর্ধেক দৈত্যাকার রূপ নিয়ে কাটিয়েছিলেন।

টাইটানিক থেকে বাঁচা কুকুর

টাইটানিক ডোবার গল্প আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই অভিশপ্ত রাতে মানুষের পাশাপাশি যে তিনটি কুকুরও প্রাণে বেঁচেছিল, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের সঙ্গে প্রচুর দামি কুকুর জাহাজে ছিল। যখন জাহাজ ডুবতে শুরু করে, তখন লাইফবোটে কেবল নারী আর শিশুদেরই জায়গা হচ্ছিল। কিন্তু দুজন নারী তাঁদের ছোট পমেরানিয়ান কুকুরকে জ্যাকেটের ভেতর লুকিয়ে লাইফবোটে ওঠেন। আরেকজন পেকিনিজ কুকুরকেও বাঁচানো হয়। বিশাল ওই জাহাজডুবিতে যেখানে পনেরোশো মানুষ মারা যায়, সেখানে এই তিন সৌভাগ্যবান কুকুরের বেঁচে ফেরা সত্যিই এক অদ্ভুত এবং মজার ঘটনা।

গাড়ি নিষিদ্ধ যে শহরে

আমেরিকা মানেই চওড়া হাইওয়ে আর ঝাঁ চকচকে গাড়ির বহর। কিন্তু মিশিগানের ম্যাকিনাক দ্বীপে গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে কোনও গাড়ি ঢোকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ১৮৯৮ সালে এখানকার মানুষ গাড়ির ধোঁয়া এবং শব্দ রুখতে এই আইন পাশ করেছিলেন, যা আজও বহাল। দ্বীপে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হল ঘোড়ায় টানা গাড়ি অথবা সাইকেল। অ্যাম্বুল্যান্স বা ফায়ার ইঞ্জিনও এখানে খুব বিশেষ প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয়। আধুনিক সভ্যতার একেবারে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এই দূষণমুক্ত এবং শব্দহীন দ্বীপটি পর্যটকদের যেন এক লহমায় পুরোনো যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

রাতভর বৃষ্টিতে বিপদ, বহু বাজারে মরণফাঁদ

মার্কেটের ছাদ ভেঙে মৃত্যু

হরষিত সিংহ

মালদা, ২১ মার্চ : ইদের ভোর। উৎসবের খুশির বদলে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় নেমে এল বিষাদ। শুক্রবার রাতভর বৃষ্টির জেরে হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ল রথবাড়ি নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেটের ছাদের একাংশ। আর এই দুর্ঘটনা কেড়ে নিল এক তরতাজা প্রাণ। মৃত রিন্টু সরকার (৩৫) ওই মার্কেটের নৈশপ্রহরী ছিলেন। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পুরসভার এক সাফাইকর্মী। উৎসবের সকালে এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছে ব্যবসায়ী মহল। তাদের সাফ কথা, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং প্রশাসনিক উদাসীনতার ফল।

মালদা শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই মার্কেটটি যে ভগ্নপ্রায়, তা প্রশাসনের অজানা ছিল না। ২০১৮ সাল থেকে ব্যবসায়ীরা বারবার সংস্কারের দাবি জানালেও পুরসভা বা জেলা প্রশাসনের টনক নড়েনি। অভিযোগ, নিয়মিত কর দেওয়া হলেও পরিকাঠামো উন্নয়নের বদলে জুটেছে কেবল অবহেলা। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, '২০১৮ সাল থেকে আমরা সংস্কারের আবেদন জানাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই চাঙড় ভেঙে পড়ে। প্রশাসনকে বহুবার চিঠি দিয়েও কাজ হয়নি। আজ একজনের প্রাণ গেল। এরপরেও ব্যবস্থা না নিলে আরও বড় বিপর্যয় ঘটবে।'

এদিন ভোরে ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ার শব্দে যখন এলাকা কেঁপে ওঠে, তখন স্থানীয়রাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে পুলিশ ও দমকল এসে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর রিন্টুর দেহ উদ্ধার করে। পুরাতন মালদার বাচামারি এলাকার ওই তরুণের পরিবারে এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম স্ত্রী ও দুই ছোট সন্তান রয়েছে। যদিও এই মৃত্যুর দায় নিতে নারাজ পুর কর্তৃপক্ষ। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ঘটনাস্থলে গিয়ে বলেন, 'মার্কেটটি দীর্ঘদিনের ড্যামেজ। সংস্কারের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তবে নির্বাচনি আচরণবিধি চলছে, তবুও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি।'

নেতাজি মার্কেটের ভেঙে পড়া অংশ সরানো হচ্ছে। রথবাড়িতে শনিবার।

পুরসভার এই যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধীরা। ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'মার্কেট ভবনটি ড্যামেজ হয়েছে বারবার ব্যবসায়ীরা বলেছেন। আমরাও মিটিংয়ে একাধিকবার বলেছি। কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভার এদিকে কোনও হেলদোল নেই। ন্যূনতম মানুষের নিরাপত্তার দিকে নজর দিচ্ছে না।'

বামফ্রন্ট প্রার্থী অম্বর মিত্র বলেন, 'সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হলে আজ জীবনহানি হত না। যাদের দায়িত্বে আছে এই মার্কেট তাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে। শুধুমাত্র এই মার্কেট নয়, মালদা শহরের অন্য মার্কেটগুলিও মরণফাঁদ হয়ে রয়েছে।'

শুক্রবার রাত থেকে টানা বৃষ্টি। আর তাতেই কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত সাধারণ জীবনযাপন। মালদা শহরের প্রবেশদ্বার সাহাপুর সেতু মোড়। টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে এই মোড় জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। নেই নিকাশি ব্যবস্থা। সেই জল পার করে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। শনিবার ইদ উপলক্ষ্যে মানুষের ভিড় ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ইংরেজবাজার শহর থেকে পুরাতন মালদা শহরের বেশকিছু রাস্তায় জল জমতে থাকায় কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশিক্ষণ জল জমে থাকেনি। ইংরেজবাজার শহরের অধিকাংশ এলাকা থেকেই জল বেরিয়ে গিয়েছে। শনিবার বিকেল থেকে আবার ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে কোথাও কোথাও নতুন করে জল জমতে শুরু করে। তবে পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, সেভাবে কোথাও জল জমে নেই। বৃষ্টির সময় সামান্য কিছু জল জমছে। বৃষ্টি থামার কিছুক্ষণের মধ্যেই জল বেরিয়ে গিয়েছে।

লস্কর কমান্ডার নিকেশ

লাহোর, ২১ মার্চ : ইদের নমাজ শেষ হতেই কুপিয়ে, গুলি করে খুন করা হল জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার শীর্ষ কমান্ডার বিলাল আরিফ সালাফিকে। শনিবারের এই ঘটনা পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মুরিদকেতে সংগঠনের সদর দপ্তর মরকজ তৈবার। ইদ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গি প্রশিক্ষক মৌলানা আবু জার এবং মৌলানা আবদুল রহমান আবিদের মতো নেতারা। নমাজ শেষে প্রার্থনাস্থল ছেড়ে বেরোতেই বিলালকে লক্ষ করে গুলি ছুড়তে শুরু করেন দুজন আততায়ী। পরে আরেক মহিলা এসে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিলালকে মৃত ঘোষণা করা হয়। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বিলালকে। ২০০৫ সাল থেকে লস্করের সক্রিয় সদস্য ছিলেন বিলাল। তাঁর মূল ভূমিকা ছিল জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য অর্থ, অস্ত্র সংগ্রহ করা।

ঘাঁটিতে প্রচার শুরু মমতার

প্রথম পাতার পর

শংকর মালাকারকে এই আসনে প্রার্থী করার বিরোধিতা করেছিলেন শিলিগুড়ি শহরের তৃণমূল নেতারা। সঙ্গে ছিলেন মহকুমার বেশকিছু নেতাও। প্রচারপর্বে এসে তাঁরা যেন আর সমস্যা তৈরি করতে না পারেন, সেই বার্তাও দিয়ে যাবেন মমতা। প্রচারে তৃতীয় কেন্দ্র ময়নাগুড়িও বিজেপির জেতা আসন। গতবারের জয়ী বিধায়ক কৌশিক রায়কে বিজেপি আবার প্রার্থী করার পরই ক্ষোভ-বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে ময়নাগুড়িতে বিজেপির পার্টি অফিসে। দলের জেলা সভাপতি সহ অন্য নেতা-নেত্রীদের পার্টি অফিসে প্রায় ছয় ঘণ্টা তালাবন্দি করে রাখেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, বিধায়কের জনসংযোগ বলে কিছু নেই। প্রার্থী বদল করতে হবে। ঠিক এটাকেই হাতিয়ার করে ময়নাগুড়ি পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন মমতা। বিজেপি প্রার্থীর জনসংযোগে যতটা ঘাটতি, তৃণমূল প্রার্থী রামমোহনের জনসংযোগ ততটাই অ্যাডভান্টেজ। বিজেপি ঘাঁটিতে হানা দিতেই প্রচারের প্রথম দফায় মমতা পা রাখছেন উত্তরবঙ্গে। শনিবার ক্যামাক স্ট্রিটের তরফে যে কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে রবিবার থেকেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পুরোদমে প্রচার শুরু করবেন। সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক কেন্দ্রে জনসভা করার পর বুধবার তিনি যাবেন নন্দীগ্রামে। ২৬ তারিখ অভিষেক যাবেন উত্তরবঙ্গে। সেখানে ১২টা থেকে পরপর নাটাবাড়ি এবং ধূপগুড়িতে জনসভা করবেন অভিষেক। দুপুর ২টোয় কালচিনিতে তিনি রোড শো করবেন। ২৮ মার্চ ফের উত্তরে যাবেন তৃণমূলের সেনাপতি। বালুরঘাট, তপন ও মানিকচকে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ৩১ মার্চ উত্তরবঙ্গের শীতলকুচি, ফালাকাটা ও রাজগঞ্জে তিনটি জনসভা করবেন তিনি। দলীয় সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বিমানে সরাসরি হাসিমারায় নামবেন। সেখান থেকে তিনি হেলিকপ্টারে আলিপুরদুয়ার ও ময়নাগুড়িতে সভা করে তিনি বেলা ৩টা নাগাদ শিলিগুড়িতে পৌঁছাবেন।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জনসভা এবার শিবমন্দির অথবা বাগডোগরায় করা হবে। সেই জন্য একাধিক মাঠও দলের তরফে দেখা হয়। কিন্তু কোনও মাঠই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিটের (এসএসইউ) পছন্দ হয়নি। পরে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিষয়টি টেলিফোনে গৌতম দেবকে জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীও সভাস্থল নিয়ে গৌতম দেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বলে সূত্রের খবর। এরপর মমতার ইচ্ছাতেই নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠেই সভা করার সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছে। শনিবার মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খারিয়া, তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠ পরিদর্শন করেন।

জানা গিয়েছে ময়নাগুড়ি থেকে দুপুর আড়াইটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে রওনা হয়ে সরাসরি নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠে নামবেন। ওই মাঠেরই অপরপ্রান্তে তিনি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী শংকর মালাকারের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। ওই সভায় ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা এবং শিলিগুড়ির প্রার্থী গৌতম দেবও উপস্থিত থাকবেন। সভা শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে চাঁদমণির অস্থায়ী হেলিপ্যাডে পৌঁছাবেন। মাটিগাড়ার উপনগরীর একটি হোটেলে রাতে থাকবেন তিনি। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই এখানকার সব আসনে জোরদার প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এলাকায় প্রচারে আসছেন। তাঁর বক্তব্যে দলের নেতা-কর্মী, সমর্থকরা আরও উজ্জীবিত হবেন, প্রচারে আরও জোয়ার আসবে বলে আমরা আশা করছি।' গৌতম বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ২৪ মার্চ প্রচার শুরু করছেন। তিনি আবার প্রচারে আসবেন, শিলিগুড়িতেও সভা হবে।'

অবাঙালি ভোট নিয়ে টানাটানি

প্রথম পাতার পর

খাবারের দোকানে অভিযানে আপত্তি, কখনও মিউটেশন করে দেওয়ার দাবি তো কখনও মার্কেটের নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলের মতো নানা সমস্যার কথা বলেছে তারা। বেশকিছু কাজও মেয়র করে দিয়েছেন বলে দাবি। সেজন্য ভোটের মুখে সংগঠনগুলির অনেকে মেয়রকে আরও নানা সমস্যার কথা জানাতে চাইছেন। সেই প্রভাব ভোটে পড়া স্বাভাবিক। একটি ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতার বক্তব্য, মেয়র আমাদের অনেক দিয়েছেন। এবার মেয়রকে দেওয়ার পালা।

আরেকটি সংগঠনের এক পদাধিকারীর দাবি, 'কারা, কীভাবে, কোন প্রার্থীর সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং কার কথা শুনবেন সেটা তাঁদের বিষয়। ব্যবসায়ীদের তো সবার সঙ্গেই থাকতে হয়।'

দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদ থেকে অলোক চক্রবর্তীকে সরিয়ে সঞ্জয় টিব্রুয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদ থেকে সৌরভ চক্রবর্তীকে সরিয়ে দিলীপ দুগারকে করা হয়েছে। অবাঙালি ভোটের কথা মাথায় রেখে শহরের দুই অবাঙালিকে পার্টি ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে বলেও দলের একাংশ দাবি করেছেন।

তৃণমূলের এই অঙ্ক কীভাবে মোকাবিলা করবেন শংকর? তিনি বলছেন, 'মেয়রের মেকি প্রীতি বোঝার বাকি নেই অবাঙালিদের। অবাঙালিদের সঙ্গে বৈঠক ভালোবাসার নয়, ভয়ের। স্বার্থসিদ্ধির জন্যই মেয়র বৈঠক করতে পারেন। সারাবছর যোগাযোগ থাকলে আলাদা করে বসার দরকার নেই। ভোটবাক্সে তা উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি।'

পালটা মেয়র বলেন, 'কার সঙ্গে বৈঠক করব সেটা ব্যক্তিগত। কে, কোথায় যাবেন, কী খাবেন সেটাও কি বিজেপি বলে দেবে নাকি? বিজেপির ভিত্তিহীন অভিযোগ।'

তাজমহলের সামনে নমাজ পাঠ। শনিবার আগ্রায়। ছবি : এএফপি

প্রচার শিকেয়, নাজেহাল বিজেপি

প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ অব্যাহত

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২১ মার্চ : ভোটের দামামা বাজলেও জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপিতে এখন উৎসবের বদলে বিদ্রোহের সুর। সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে মালবাজার ও ময়নাগুড়ির প্রার্থীদের নিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ এখন চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ নেই, আক্ষরিক অর্থেই তা রাস্তায় নেমে এসেছে। কোথাও 'বহিরাগত' তকমা, কোথাও আবার 'চাপিয়ে দেওয়া' প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার আর বিক্ষোভ— সবমিলিয়ে প্রচার শুরুর আগেই জেলায় এখন ঘেঁটে 'ঘ' পদ্ম শিবির। দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেও বরফ গলার লক্ষণ নেই।

মালবাজারের ছবিটা সবথেকে তপ্ত। মাল টাউন মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে শুক্রবার ফের বিক্ষোভ দেখান ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্মীরা। তাঁদের সাফ কথা, ২০২১ সালের পর থেকে যাঁরা রক্ত জল করে দলটাকে দাঁড় করালেন, তাঁদের গুরুত্ব না দিয়ে কেন শুক্রা মুন্ডার মতো নেতাকে প্রার্থী করা হল? ইউনিয়নের ব্লক সভাপতি অনিল ওরাওঁ সোজাসুজি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এখানে কি কোনও যোগ্য প্রার্থী ছিল না? পরিস্থিতি সব বিগড়ে দিল। প্রার্থী বদলই এখন একমাত্র রাস্তা।' এমনকি দাবিপূরণ না হলে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করানো বা ভোটদানে বিরত থাকার মতো চরম সিদ্ধান্তের ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন বিক্ষুব্ধরা। যদিও বিতর্কের মধ্যেই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শুক্রা মুন্ডা। তাঁর সংক্ষিপ্ত

> **এখানে কি কোনও যোগ্য প্রার্থী ছিল না? পরিস্থিতি সব বিগড়ে দিল। প্রার্থী বদলই এখন একমাত্র রাস্তা।**
>
> **অনিল ওরাওঁ** ব্লক সভাপতি
> ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

মন্তব্য, 'যাঁরা প্রতিবাদ করছেন তাঁদের কোনও দোষ নেই। দ্রুত সবাই মিলে কাজে নেমে পড়বেন।'

অস্বস্তি কম নেই ময়নাগুড়িতেও। ঘোষিত প্রার্থী তথা বিদায়ি বিধায়ক কৌশিক রায়কে বাতিলের দাবিতে অনড় একপক্ষ। দলীয় কার্যালয়ে জেলা সভাপতিকে তালাবন্দি করে রাখার মতো নজিরবিহীন ঘটনার পর এখন ২৪ ঘণ্টার 'ডেডলাইন' চলছে। শনিবারও দিনভর ময়নাগুড়ির পার্টি অফিস বন্ধ ছিল। টাউন মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বর্ধনের কথায়, 'দল সময় চেয়েছে, সবাই অপেক্ষা করছে। তবে সমস্যা তো রয়েইছে।' ধূপগুড়িতে আবার ক্ষোভের চোরাস্রোত অন্তঃসলিলা। কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলি খাওয়া প্রাক্তন আধাসেনা নরেশ রায়কে আরএসএসের চাপে প্রার্থী করা হয়েছে বলে গুঞ্জন দলের অন্দরেই। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়ের মতো 'ওজনদার' প্রার্থীর বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী মুখ দরকার ছিল। তবে দলের জেলা নেতা আগুন রায় এসব মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, 'ঘোষিত প্রার্থী নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ নেই।' অন্যদিকে, রাজগঞ্জে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে না পারায় কর্মীদের উষ্মা বাড়ছে। তবে সবমিলিয়ে জেলায় বিজেপির অন্দরে যে চোরা টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা স্বীকার না করলেও দুশ্চিন্তা কাটছে না নেতৃত্বের। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলেন, 'সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কর্মী-সমর্থকদের মান-অভিমানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।' আপাতত ২২ মার্চের সময়সীমার দিকেই তাকিয়ে জেলার বিক্ষুব্ধ পদ্ম শিবির।

প্রচারে বঙ্গে মোদি

কলকাতা, ২১ মার্চ : মার্চের শেষে বা এপ্রিলের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনি প্রচারে আসতে পারেন। এই দফায় তিনি কোচবিহার থেকে প্রচারাভিযান শুরু করতে পারেন। সূত্রের খবর, মনোনয়ন শুরুর সঙ্গেই পদ্ম শিবির রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মূল পর্বের প্রচারাভিযান শুরু করতে চায়। সেই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি জনসভা ও প্রচার কর্মসূচি নিয়ে প্রাথমিকভাবে এটা ভাবা হয়েছে। এদিকে আগামী সপ্তাহে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারেন। তবে এখনও পর্যন্ত নীতিনের কর্মসূচিতে কোনও প্রকাশ্য সভা বা প্রচার কর্মসূচি নেই।

বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরবঙ্গ থেকে কর্মসূচি শুরু করতে পারেন। ২৬ মার্চ রামনবমীর পরেই সেই সফর হতে পারে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি এখনও চূড়ান্ত

আগে নবীন

হয়নি। রাজ্যে প্রথম দফায় পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছিল মোদির হাতেই। সেবার আলিপুরদুয়ারে সভা করে তার সূচনা করেছিলেন তিনি। পরে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে সভা করেন মোদি। সেই তালিকায় সর্বশেষ সভা ছিল ১৪ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশ। দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী যখন সভা করতে আসবেন তখন দলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা সম্পূর্ণ করে মনোনয়ন ও প্রচারের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী দু-একদিনের মধ্যে দলের সংকল্পপত্র বা ইস্তাহারও ঘোষণা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারে এলে কী করতে চায় সে বিষয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি সামনে এনেছে দল। 'বাংলার জন্য দিদির ১০ প্রতিজ্ঞা' এবার মমতার ইস্তাহার। মমতার সেই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল। তাই দেরি না করে মমতার প্রতিশ্রুতির পালটা প্রচারে নামতে চাইছে বিজেপিও। রাজ্যে মোদির সফর শুরুর আগেই আসার সম্ভাবনা সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের। সূত্রের খবর, নির্বাচনের জন্য দলের সংগঠন প্রকৃতই কতটা প্রস্তুত তা নিজে যাচাই করে দেখে নিতে চান নবীন। সেই লক্ষ্যে দলের ৫ জনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন তিনি। একই সঙ্গে ভোটে দলের সাংগঠনিক কৌশল কী হবে তা নিয়েও সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদব, শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদারদের দিশা দেখাবেন তিনি।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝায়

প্রথম পাতার পর

পর্যটককে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বরফে ফালুটের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, তা নতুন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে পাহাড়ে সাময়িকভাবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম কোঅর্ডিনেটর দাওয়া শেরপা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস তুলে ধরে রাজ্যের কয়েকটি এলাকার জন্য তুষারঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় থাকা এলাকাগুলিতে তুষারঝড় হতে পারে বলে ওই সতর্কতায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রবল তুষারপাত ঘটতে পারে ছাংগু, নাথু লা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। মংগন-দিকচু, ফিডং-জংগুর রাস্তা বন্ধ। ফিডংয়ে সেতুর উপর দিয়ে জল বইছে। যে কোনও সময় উত্তর সিকিম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পাহাড়ের পরিবর্তিত আবহাওয়ার আঁচ লেগেছে সমতলেও। মালদা থেকে শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ থেকে কোচবিহার বিরামহীন বৃষ্টি চলেছে দিনভর। বিপর্যস্ত জনজীবন। প্রয়োজনে যাঁদের বাড়ির বাইরে পা রাখতে হয়েছে, তাঁদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। রাস্তা থেকে মাটির উঠোন, সর্বত্রই জলকাদা। দু'দিনের বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে হুহু করে পারদ পতন ঘটেছে পাহাড় থেকে সমতলে। শুক্রবার দার্জিলিংয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেখানে ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এদিন তা কমে ৮.৪ ডিগ্রিতে। কোচবিহারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১.৩ এবং আলিপুরদুয়ারে ২২.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমনভাবে প্রতিটি জায়গাতেই তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পতন ঘটায় নতুন করে গরম পোশাক বেরিয়েছে অনেকের বাড়িতেই। প্রত্যেকের প্রতীক্ষা এখন পরিষ্কার আকাশের জন্য।

ফুলে-ফুলে নেতাদের

প্রথম পাতার পর

এই ভাঙাগড়ার খেলার ঠেলায় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির খাসতালুক কালিয়াগঞ্জে সিপিএম তো বটেই, কংগ্রেস কোণঠাসা হতে হতে কার্যত পোস্টারে পরিণত হয়েছে।

আমজনতা মহাফাঁপরে। কে প্রকৃত তৃণমূল আর কে প্রকৃত বিজেপি, ঠাওর করতে না পেরে নটী বিনোদিনী যাত্রায় ঠাকুরের সংলাপের মতো অনেকে বলছেন, 'আসল নকল সব একাকার হয়ে গেছে গো!' তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন রেকর্ড দানখয়রাতির নজির গড়েছিলেন কার্তিক। তাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে বহু মানুষের 'হৃদয়ে' তিনি। তাঁর দলবদল নিয়ে খুব একটা ভাবেন না কেউ।

কালিয়াগঞ্জে গুঞ্জন আছে, স্থানীয় বহু তৃণমূল নেতাই নাকি রাতের অন্ধকারে কার্তিকের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখেন। দুই ফুলের গোপন প্রেমের গোপন কথাটি অবশ্য গোপন থাকেনি। কিছুদিন আগে তৃণমূলের এক সভায় দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির চেয়ারম্যান হামিদুর রহমান একপ্রকার সেকথা স্বীকারই করেছিলেন। কালিয়াগঞ্জের অনন্তপুর ও রাধিকাপুর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার। ওই এলাকায় দালালদের যোগসাজশে মাঝেমধ্যেই মানুষ পাচার চলে। স্থানীয় একজন কানের কাছে ফিশফিশিয়ে বললেন, 'এখানে রাত নামলে প্যাঁচার মতো সক্রিয় হয়ে ওঠে পাচারকারী চক্র। দালালদের হাত ধরে কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে কাঁটাতারের এপার-ওপার করে মানুষ।' বেআইনি এই কারবারের মাথাদের কাউকে বিএসএফ তেমন ধরতে পারে না। তবে পুলিশ মাঝেমধ্যে দু-একজনকে পাকড়াও করে আদালতে পাঠায়। সীমান্তের জনপদ রাধিকাপুর অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে টাঙন নদী। যে তল্লাটে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। স্থানীয় বাসিন্দারা একযোগে জানালেন, নদীর বালি চুরিতে বিজেপি ও তৃণমূল- উভয় দলের একাংশের মদত রয়েছে। সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলে মাঝেমধ্যে দু-একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করা হয় ঠিকই। কিন্তু বড় চক্রের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত বড় পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। মোস্তাফানগর অঞ্চলের হাটপাড়া টেরাকোটা শিল্পের জন্য পরিচিত। এই শিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যকর কোনও উদ্যোগ না থাকায় ক্ষুব্ধ শিল্পী মহল।

টেরাকোটাশিল্পী দুলালচন্দ্র রায়ের কথায়, 'দেশ-বিদেশে কালিয়াগঞ্জের টেরাকোটাশিল্পের কদর থাকলেও স্থানীয় স্তরে আমাদের কোনও উন্নতি নেই। ক্লাস্টারের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মাথার চুল সাদা হয়ে গেল। এভাবে চললে একদিন হাটপাড়ার এই শিল্প ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে।' হাটপাড়ার শিল্পীদের আক্ষেপের প্রতিধ্বনি যেন মালগাঁও অঞ্চলের কার্পেটশিল্পীদের গলায়। মালগাঁওয়ের কার্পেটশিল্প আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে শিল্পীদের চেষ্টায়। সরকার ক্লাস্টার গঠনের জন্য দীর্ঘদিন আগে প্রায় দেড় একর জমি চিহ্নিত করে রাখলেও নির্মাণ শুরু হয়নি। কার্পেটশিল্পী নিখিল বৈশ্যর গলায় ব্যঙ্গের সুর, 'শিল্পের উন্নতির বদলে সরকারি মেলায় কার্পেটশিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে নেতারা বেশি ব্যস্ত।' কালিয়াগঞ্জে শহরের নাগরিকদের মুখে নেইয়ের তালিকা দীর্ঘ। রাজ্য সড়কে ফুটপাথ নেই। পানীয় জলের রিজার্ভার আছে, জল নেই। বহু বাড়িতে পুরসভার জলের লাইন নেই। অর্ধনির্মিত স্টেডিয়ামটা প্রতি নির্বাচনে প্রচারের ইস্যু হয়ে ওঠে মাত্র।

চুপ থাকলেও ক্ষোভের বারুদ ঠাসা

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারে তাঁর বাহিনী এখন রণংদেহি মেজাজে। সেই বাহিনীকে দিয়ে ঘাসফুল প্রতীকে ভোট দেওয়ানো সম্ভবত শিবেরও অসাধ্য। যদি বা কোথাও তারা বাধ্য হয়, তবে সেটা হবে নিছক নিয়মরক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের সঙ্গী খোকন মিয়াঁ শেষপর্যন্ত কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে বিদ্রোহের ভিন্ন পথ দেখালেন। কোচবিহারে এমনিতেই পদ্মফুলের চাষ বেশি। তৃণমূলের এই বিদ্রোহ সেই জমিতে সার জোগালে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইসলামপুরের করিম নিজে আড়ালে থাকলেও তাঁর অনুগামীরা ক্ষুব্ধ বললেও কম বলা হয়। করিমকে টিকিট না দেওয়াকে তাঁরা মুসলিম সমাজের অপমানের সঙ্গে তুলনা করে প্রচার করছেন।

এই মানসিকতা থাকলে করিমের অনুগামী ও সমর্থকদের আঙুল ইভিএমে জোড়াফুলের বোতাম পর্যন্ত পৌঁছাবে কি না সন্দেহ। হরিশ্চন্দ্রপুরের তজমুল হোসেন তাঁকে প্রার্থী না করার ফল দলকে ভুগতে হবে যে হুমকি দিয়ে রেখেছেন, তা বাস্তবায়িত করলে তৃণমূলের মুসলিম সমর্থকদের ভোট দু'ভাগ হবে। ওই কেন্দ্রে তৃণমূল অন্য একজন মুসলিমকে প্রার্থী করেছে। নেতাদের যদিও বা সামলানো যায়, তাঁদের বাহিনী কথা শোনার পাত্র নয়। দাদা বা দিদিকে প্রার্থী করেনি তো জোড়াফুলকে নির্বংশ করে দেব- প্ল্যান এখন বিক্ষুব্ধ বাহিনীর মাথায় গেড়ে বসে আছে। এরপর কি মনে হয়, দলের প্রতি কারও ভালোবাসা আছে! কিংবা নিজের হাতে দল গড়েছেন বলে কোনও দরদ আছে! দেখা যাচ্ছে, যত প্রেম সব পদের সঙ্গে। তবে দলের পদ নয়! জনপ্রতিনিধিত্ব চাই। আপাতত বিধায়কের পদই লক্ষ্য। বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট না পেলে কীসের দল!

গত ১৫ বছরে অধিকাংশ নেতার ছত্রছায়ায় তৈরি হওয়া এরকম অনেক বাহিনীর আনুগত্য দল নয়, ধান্দার দিকে। প্রোমোটারি-ঠিকাদারি, বালি-পাথর পাচার, চোরাই গোরুর কারবার, লাইসেন্স বা নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে কাটমানি ইত্যাদি সুযোগ যদি না-ই থাকে, তবে দলের প্রতি আনুগত্য ধুয়ে জল খেয়ে তো লাভ নেই। আর এসব অবাধে করতে হলে কোনও না কোনও নেতার ছত্রছায়া চাই। যিনি পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদি 'ঝুটঝামেলা' প্রয়োজনে সামলে দেবেন।

সেই নেতার তাই ক্ষমতা থাকা চাই। জনপ্রতিনিধি না হলে সেই ক্ষমতার হকদার হওয়া যায় না। সে পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের কর্মকর্তা হোন বা সাংসদ-বিধায়ক-পদ একটা লাগবেই। বিধানসভা নির্বাচন সামনে বলে সব নজর এখন বিধায়ক পদের দিকে। বিদ্রোহ যাঁরা করছেন, তাঁদের অনেকের তৃণমূলের তকমাটা চাই। তাই ফোঁস করে আবার ফণা নামিয়ে নিচ্ছেন। তবে যাঁদের মনে হচ্ছে, কোনও আশা আর নেই, তাঁরা দলকে ছোবল মারার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

এদিকে, মমতার পুলিশ-প্রশাসনে কমিশনের লন্ডভন্ড কাণ্ড সমানতালে চলছে। কাউকে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ বলে সামান্যতম সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহবাতিক এমনই যে, কমিশন নিজের নিয়োগ করা আধিকারিককে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে সরিয়ে দিচ্ছে- এমন উদাহরণও আছে।

আনুগত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় হলে একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর খাঁড়া নামত পুলিশ, প্রশাসনে। হয়তো সেই অফিসার বিরোধী দলের ঘনিষ্ঠ নয়, কিন্তু কিছুটা স্বাধীনচেতা বা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। তাতেও রেহাই ছিল না। কমিশন সেই খোলনলচে বদলে দেওয়ায় তৃণমূল এখন ঘরে-বাইরে চরম বিপদে।

কেউ না শেখালেও ডিম থেকে বেরিয়েই কচ্ছপের বাচ্চারা সমুদ্রের দিকে দৌড় দেয়।

বাংলা নববর্ষের প্রস্তুতি — লেখালেখি

এই বিষয় নিয়ে দশ লাইন তোমার ভাবনা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার ভাবনা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আমাদের লেখালেখি

জীবনের পথ

পাহাড়ের নীচে আমাদের ছোট গ্রাম,
সবুজে ঘেরা শান্ত ও নয়নাভিরাম।
জঙ্গলের পাশে বাড়ি,
মেঘেদের সাথে আড়ি,
মনে হয় স্বর্গের ছোঁয়া অবিরাম।

দেবদারু আর শালগাছে ঘেরা পথ,
ছুটে চলে ছোট ছোট ঝরনার রথ।
আছে হাতিদের হানা
আরো অসুবিধা নানা,
তবু গ্রামই আমাদের জীবনের পথ।

-সুবীন মণ্ডল, অষ্টম শ্রেণি, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, আলিপুরদুয়ার

দিনের আলোয়

সুদীপ চৌধুরী

প্যাঁচার মনে ভারী দুঃখ। সে বেচারি দিনেরবেলায় বের হতে পারে না। সে মনে মনে ভাবে, রোদে আমি কিছুই তেমন স্পষ্ট দেখতে পাই না, সব আবছা। অথচ অন্য পাখিরা কী সুন্দর দিনে পরিষ্কার দেখে, উড়ে বেড়ায়, কত বড় বড় শহর, মল, রেস্তোরাঁ, মার্কেট, মেলা, খেলা সব দেখে বেড়ায়। কত আনন্দ করে। কী আনন্দে দিন কাটায়। আর আমি রাত ছাড়া বের হতে পারি না। আর তখন আনন্দ করার কিছুই থাকে না। কারণ রাতেরবেলা সবই তো বন্ধ হয়ে যায়।

সেদিন প্যাঁচা খুব দুঃখ করছে প্যাঁচানির কাছে। দুঃখ করতে করতে চোখে জল চলে এল। প্যাঁচানি বলল, তোমার কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছে। এই বলে দুজনেই কাঁদতে লাগল। বাহনের দুঃখ মা লক্ষ্মী বুঝতে পারলেন। দুজনকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'তোদের কষ্ট দেখে চলে এলাম। বল, আমি তোদের জন্য কী করতে পারি।' মা লক্ষ্মীকে দেখে তারা কান্না থামিয়ে বলল, 'মা, আমাদের এমন বর দাও যাতে আমরা অন্য পাখিদের মতো দিনেরবেলাতে দেখতে পাই, দিনেরবেলাতে শিকার ধরে খাওয়াদাওয়া সেরে ওদের মতো ঘুরে বেড়াতে পারি। শহরের সব সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পারি। ভারী মজা হবে। আর সারাদিনের ক্লান্তি মেখে রাতে ওদের মতো ঘুমিয়ে পড়ব।' একথা শুনে লক্ষ্মী দেবী বললেন, 'বেশ, তাই হবে। তোদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

প্যাঁচা আর প্যাঁচানি সারারাত আনন্দে কাটাল। খিদে তৃষ্ণা সব ভুলেছে। শিকারেও বের হল না। শুধু অপেক্ষা করছে কখন সুয্যিমামা উঁকি দেন। এমন সময় পুব আকাশে ঊষার আলো দেখা দিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ফুটল। প্যাঁচা আনন্দে চিৎকার করে প্যাঁচানিকে বলল, 'ওহে গিন্নি, বলি তুমি কি সব দেখতে পাচ্ছ? আমি তো সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' প্যাঁচানি আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ও মা! কী মজা! আমিও সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি! বাড়িঘর, রাস্তা, লোকজন, দূরের ওই মন্দির, গির্জা। সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

আনন্দে প্যাঁচা বলল, 'চলো গিন্নি, আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি। আজ পুরো শহরটা ঘুরে দেখব।' প্যাঁচানি বলল, 'চলো,

আর দেরি করা যাবে না। এবার ডানা মেলি।'

প্যাঁচা আর প্যাঁচানিকে দিনের আলোতে এমন মুক্তভাবে উড়তে দেখে অন্য পাখিরা তো অবাক। শালিক পাখি বলল, 'কী ব্যাপার, তোমরা দিনের আলোতে উড়ে বেড়াচ্ছ কীভাবে?' প্যাঁচা হেসে বলল, 'দিনের আলোতে সব আনন্দ কি তোমরাই করবে নাকি? এখন থেকে আমরাও তোমাদের মতো দিনের আলোতে ঘুরব ফিরব মহা আনন্দ করব।' একটা দাঁড়কাক বড় বড় চোখে ঠোঁট হাঁ করে ঘাড় ঘুরিয়ে যতদূর চোখ যায় ততদূর ওদেরকে দেখতে লাগল।

ভোরের শহরটা প্যাঁচা ও প্যাঁচানির খুব ভালো লাগল। প্যাঁচা স্বগতোক্তি করল, 'আহা! এতদিন এমন সুন্দর দৃশ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম।'

এদিকে, যত বেলা বাড়তে লাগল সূর্যের তাপ ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হল। রাস্তায় গাড়ির পর গাড়ির ভিড়, তাদের হর্নের বিকট আওয়াজ, গিজগিজ করছে লোকজন, রিকশা, টোটো, বাস, স্কুটি, বাইক সব ছুটছে। উড়তে উড়তে খুব জল তেষ্টা পাওয়ায় ওরা একটা নদীর কাছে এল। জল খাবে কী, নোংরা জলে নদীর জল এমন দূষিত যে ওরা সাহস পেল না জল ঠোঁটে ছোঁওয়াতে। একটা টাইমকল থেকে সরু সুতোর মতো জল পড়ছিল। সেই জল খেয়ে ওরা তেষ্টা মেটাল। প্যাঁচানির একটু চাট খাবার ইচ্ছে ছিল। প্যাঁচা বলল, 'ছি! দেখছ না গামলায় প্লেটগুলো একই জলে ধুয়ে তাতে সবাই চাট খাচ্ছে।' প্যাঁচানির চাট খাওয়া মাথায় উঠল। তখন বেশ বেলা হয়েছে। প্রায় দুপুর। গাড়িঘোড়ার শব্দ, গাড়ির কানফাঠানো কর্কশ স্বর, কালো কালো ধোঁয়া, লোকজনের ভিড় ও কোলাহলে প্যাঁচানির মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, গা গুলাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। প্যাঁচা বলল, 'আর চোখ জ্বলছে না? আমার তো খুব চোখ জ্বলছে। দিনের আলোতে ঘুরে লাভ নেই। চলো, আমরা আমাদের বাসায় ফিরে যাই।' প্যাঁচানি বলল, 'সেই ভালো।'

এমন সময় তারা মানুষের চিৎকার শুনতে পেল। দিনেরবেলা প্যাঁচা দেখে তারা ঢিল ছুড়ছে। প্যাঁচা আর প্যাঁচানি তক্ষুনি সেখান থেকে উড়ে পালাল। দিনের আলোর শহর ছেড়ে অন্ধকার বনের দিকে তাদের কোটরের উদ্দেশে রওনা হল। পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা নেমে এল। প্যাঁচা মা লক্ষ্মীকে মনে মনে ডাকতেই মা লক্ষ্মী তাদের সামনে এলেন। মুচকি মুচকি হাসছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল?' দুজনেই চেঁচিয়ে বলল, মা, শখ মিটে গেছে। আর দিনের আলোতে বের হব না। আমাদের রাতই ভালো! লক্ষ্মী বললেন, 'বেশ, তাহলে তোদের দৃষ্টি আবার আগের মতো হয়ে যাবে। রাতে পরিষ্কার দেখতে পাবি, কিন্তু দিনের বেলায় না।' প্যাঁচা আর প্যাঁচানি দুজনেই ঘাড় নেড়ে বলল, আমরা এতেই ভালো থাকব।

আকাশের শূন্যস্থান

রাতের আকাশে আমরা যে অসংখ্য তারা দেখি, তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সির নাম হল মিল্কিওয়ে। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে, আমাদের আশপাশের বেশিরভাগ গ্যালাক্সি যেন ধীরে ধীরে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এতে একটা রহস্য ছিল। কারণ মহাকর্ষ বল তো সব কিছুকে একে অপরের দিকে টেনে আনার কথা! তাহলে তারা দূরে সরে যাচ্ছে কেন?

অনেক বছর আগে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডোইন হাবল দেখেছিলেন যে, বেশিরভাগ গ্যালাক্সি একে অপর থেকে দূরে যাচ্ছে। এই আবিষ্কার থেকেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে, মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে।

তবে সব গ্যালাক্সি কিন্তু দূরে যাচ্ছে না। আমাদের কাছের গ্যালাক্সি এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি ধীরে ধীরে মিল্কিওয়ের দিকে এগিয়ে আসছে।

মিল্কিওয়ে এবং অ্যান্ড্রোমিডা সহ কাছাকাছি অনেক গ্যালাক্সি নিয়ে একটি ছোট মহাজাগতিক পরিবার তৈরি হয়েছে। একে বলা হয় লোকাল গ্রুপ। অনেক বেশি ভর থাকার কারণে এই গ্যালাক্সিগুলোর মহাকর্ষ শক্তি আশপাশের গ্যালাক্সিগুলোকে টেনে আনার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বেশিরভাগ গ্যালাক্সি উলটে দূরে সরে যাচ্ছে!

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে এর একটি নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, আমাদের গ্যালাক্সি আসলে এক বিশাল সমতল 'মহাজাগতিক চাদর'-এর ভেতরে রয়েছে। এই চাদরটি কোটি কোটি আলোকবর্ষজুড়ে ছড়িয়ে আছে। এতে শুধু দৃশ্যমান বস্তু নয়, অদৃশ্য রহস্যময় পদার্থও আছে, যাকে বলা হয় ডার্ক ম্যাটার।

এই বিশাল সমতল অঞ্চলের উপরে ও নীচে রয়েছে বড় বড় ফাঁকা এলাকা। এগুলোকে বলা হয় মহাজাগতিক শূন্যস্থান। এই গঠনটির কারণে আশপাশের গ্যালাক্সিগুলোর ওপর নানা দিক থেকে মহাকর্ষের প্রভাব পড়ে। ফলে মিল্কিওয়ে সব গ্যালাক্সিকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে না। বরং অনেক গ্যালাক্সি ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে।

বিজ্ঞানীরা এই পুরো ঘটনাটি বোঝার জন্য মহাবিশ্বের শুরুতে কীভাবে বস্তু ছড়িয়ে ছিল, সেই তথ্য ব্যবহার করে কম্পিউটারে একটি 'ভার্চুয়াল মহাবিশ্ব' তৈরি করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, সেই মডেলটি বাস্তব মহাবিশ্বের সঙ্গে অনেকটাই মিলেছে!

এই নতুন গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মহাবিশ্ব শুধু তারা আর গ্যালাক্সি দিয়ে তৈরি নয়, এতে বিশাল অদৃশ্য গঠন ও রহস্যময় পদার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে। তাই মহাবিশ্বের রহস্য এখনও শেষ হয়নি বরং প্রতিদিনই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করছেন।

এআই ভাই

এই এআই ভাইয়ের সঙ্গে তোমাদের কি কারও পরিচয় হয়েছে? যাদের হয়েছে তারা তো তাকে খানিকটা চেনোই। আর যাদের হয়নি তাদের জন্য বলি, এই ভাইকে দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের চারপাশেই থাকে। এই ভাইয়ের প্রাণ নেই তাই প্রাণী নয়। তবে কথা বলতে পারে, গান গাইতে পারে, লিখতে পারে, ছবি আঁকতে পারে। আসলে এই এআই হল একটি প্রযুক্তি। এর আস্তানা হল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইলের মতো ডিভাইস। এআই অর্থাৎ ইংরেজির পুরো কথাটি হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আমরা বাংলায় বলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই এআই মানুষের অনেক জটিল কাজ চটপট করে দিতে পারে। তবে এখনও মানুষের মতো সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারেনি।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ মন্ট্রিলের বিজ্ঞানীরা এআই নিয়ে একটি বড় গবেষণা করেছেন। তাঁরা ১ লক্ষেরও বেশি মানুষের সৃজনশীলতা পরীক্ষা করেন এবং সেই ফলাফল তুলনা করেন বিভিন্ন এআই সিস্টেমের সঙ্গে। গবেষণায় দেখা যায়, কিছু সহজ সৃজনশীল পরীক্ষায় এআই অনেক সাধারণ মানুষের চেয়েও ভালো ফল করেছে! অর্থাৎ গড়পড়তা মানুষের মতো নতুন শব্দ বা আইডিয়া তৈরি করতে এআই এখন বেশ পারদর্শী।

কিন্তু ওই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সবচেয়ে সৃজনশীল মানুষদের কাছে এআই এখনও অনেক পিছিয়ে। বিশেষ করে গল্প লেখা, কবিতা লেখা বা নতুন কল্পনার জগৎ বানানোর মতো কাজে মানুষের সৃজনশীলতা এখনও অনেক বেশি শক্তিশালী।

বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন, এআই কতটা সৃজনশীল হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে মানুষ তাকে কীভাবে নির্দেশ দেয় তার ওপর। যদি মানুষ ভালোভাবে প্রশ্ন বা নির্দেশ লেখে, তাহলে এআই আরও নতুন ও মজার আইডিয়া দিতে পারে।

তাই বিজ্ঞানীদের মতে, ভবিষ্যতে এআই মানুষের জায়গা পুরোপুরি নেবে না। বরং এটি মানুষের জন্য একটি শক্তিশালী সহকারী হয়ে উঠতে পারে। মানুষ নিজের কল্পনা ব্যবহার করবে, আর এআই তাকে নতুন নতুন ভাবনা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। কিন্তু মানুষের কল্পনা, অনুভূতি আর সৃজনশীলতার জাদু এখনও একেবারেই আলাদা!

বরফে জমাট ভালোবাসা

সিনেমার গপ্পো

শিশুদের জন্য সিনেমা মানেই রঙিন কল্পনার জগৎ, নতুন বন্ধু আর দারুণ সব অভিযান! পৃথিবীতে এমন অনেক সিনেমা আছে যেগুলো শুধু শিশুদেরই নয়, বড়দের মনও ভরিয়ে দেয়। আজ তোমাদের Frozen সিনেমার গল্প বলি। এটি দুই বোনের ভালোবাসার এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।

অনেক দূরের এক রাজ্য এরেনডেল। সেখানে থাকত দুই রাজকুমারী এলসা আর আন্না। এলসার ছিল এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সে হাত নাড়লেই চারদিকে বরফ আর তুষার তৈরি হয়ে যেত। ছোটবেলায় দুই বোন এই জাদু দিয়ে মজার মজার খেলা খেলত। কিন্তু একদিন খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আন্না আঘাত পায়। তখন থেকেই এলসা ভয় পেয়ে তার জাদু লুকিয়ে রাখে।

বড় হয়ে যখন এলসা রানি হল, তার রাজ্যাভিষেকের দিন সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু হঠাৎ এক মুহূর্তে তার জাদু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। রাগ আর ভয়ের কারণে পুরো রাজ্য বরফে ঢেকে যায়! ভয় পেয়ে এলসা পাহাড়ে পালিয়ে যায় এবং সেখানে বরফ দিয়ে এক সুন্দর প্রাসাদ বানায়।

এদিকে সাহসী আন্না ঠিক করল- সে তার দিদিকে খুঁজে বের করবে এবং রাজ্যকে আবার আগের মতো করবে। পথে তার সঙ্গে দেখা হল মজার বরফমানব ওলাফ, সাহসী বরফকাটা ছেলে ক্রিস্টফ, আর তার বিশ্বস্ত হরিণ স্ভেন-এর সঙ্গে। তারা সবাই মিলে বরফে ঢাকা পাহাড় পেরিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

অবশেষে দেখা হল দুই বোনের। আন্না বুঝতে পারল ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় জাদু। যখন দুই বোন আবার একে অপরকে জড়িয়ে ধরল, তখন এলসার জাদু ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে এল এবং বরফ গলে রাজ্যে আবার বসন্ত ফিরে এল।

এই গল্প আমাদের শেখায়- ভালোবাসা, সাহস আর পরিবারের বন্ধন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাদু।

অক্ষর সাজাও

- নতর্বির্বচচ
- আয়দাদবকা
- হাণীসংরবে
- ভিস্মবিয়াতভূ
- বিপ্রসরনীবী
- চারশোপযোড়
- তক্তাউস্থিবপ

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : খিদমদগিরি, গগনমণ্ডল, চিত্তপ্রসন্নতা, তরিতরকারি, দয়াপরবশ, নিবাতকবচ, পাড়াপ্রতিবেশী।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

কোন বিখ্যাত ভারতীয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের নোবেল মিউজিয়ামকে তাঁর সাইকেল দান করেছেন?

মহাত্মা গান্ধি ও জওহরলাল নেহরুর মরদেহ বহনকারী গাড়িটি আর কোন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের শেষকৃত্যে ব্যবহৃত হয়েছিল?

আনন্দ মেহতা ব্রিজ খেলায় সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। তাঁর জামাইও বিখ্যাত খেলোয়াড়। কী নাম তাঁর?

হিন্দি সিনেমা জগতের বিখ্যাত পরিচালক ও গীতিকার অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। কে তিনি?

না পারলে দেখে নাও

দিলে বাজ
ফলাফল, জবা উলটে
'ড' যোগ করে এক ডজন,
'একজন'-এর মাঝখানে
Monkey ও Turkey,

আঁকিবুকি

অমৃতা অধিকারী, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারী সারদা বিদ্যামন্দির

অর্পিতা দাস, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারী সারদা বিদ্যামন্দির

সিঞ্জন ব্যানার্জি, পঞ্চম শ্রেণি, মডেলা কেয়ারটেকার স্কুল, শিলিগুড়ি

সিদ্ধার্থ চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়ি

বিশ্বকাপের স্বপ্ন যখন তাসের ঘর

সুমিত চক্রবর্তী

'ফুটবলে ভারতের মেয়েরা ছেলেদের আগে বিশ্বকাপ খেলবে' মহিলাদের এশিয়ান কাপ শুরুর আগে পর্যন্তও ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ অন্তত এই আশায় বাঁচতো। কিন্তু গত দুই সপ্তাহে সেই আশা শুধু তাসের ঘরের মতো ভেঙেই পড়েনি বরং কার্যত দুরমুশ হয়েছে।

প্রতিযোগিতায় ভারতের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করার অনেক দিক রয়েছে। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন জাগে ২২ বছর পর ভারতের মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু এআইএফএফ এই বিরাট কীর্তির সঠিকভাবে মার্কেটিং করল কই? আদ্যন্ত ফুটবলপ্রেমী, সাংবাদিক, অ্যানালিস্ট এবং সেইসঙ্গে যারা ফুটবলের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত, তারা ছাড়া কজন নতুন মানুষের কাছে এই প্রতিযোগিতার আপডেট ফেডারেশন পৌঁছে দিতে পেরেছে? ডিজিটাল যুগে সুযোগ থাক সত্ত্বেও কেন কেবল ইন্সটা আর এক্সে পোস্ট করেই সমস্ত দায় সারা হল, সেই উত্তর হয়তো কারোর কাছেই নেই।

অন্যদিকে, ১১-০, ২-১, ৩-১- এই স্কোরলাইনগুলোর পেছনে অনফিল্ডের তুলনায় অফফিল্ড সিদ্ধান্তের তাৎপর্য অনেক বেশি। চুলচেরা ট্যাকটিকাল বিশ্লেষণ অবশ্যই সম্ভব কিন্তু সেইসঙ্গে মাঠের বাইরে কী ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সেটাও আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা ঠিক ১২ দলীয় ওই প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষ দলগুলি ভারতের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে। কিন্তু ফেডারেশনের কৃপায় সেই দূরত্ব আরও খানিক বেড়ে গিয়েছিল। নইলে কোনও দল অন্তত এত বড়ো টুর্নামেন্টয়ের আগে কোচ বদল করে না। সাধারণ বুদ্ধি বলে যোগ্যতা অর্জন পর্বে যিনি দলকে সামলেছেন, মূল প্রতিযোগিতাতেও তিনিই সবটা দেখবেন। কারণ দলের দায়িত্ব সামলানোটা একটা দীর্ঘমেয়াদি ইনভেস্টমেন্টের মতো। সময়ের সঙ্গেই তার ফলাফল চোখে পড়ে।

তাই ক্রিসপিন ছেত্রীর পরিকল্পনায় তৈরি হওয়া একটা দলকে, নতুন কোচ অ্যামেলিয়া ভালভের্দের কৌশল ও পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়া কতটা যুক্তিসংগত ছিল সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। সেখানে এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী দল জাপান তাদের কোচ হিসাবে নিলস নিলসনকে ২০২৪ সালে নিয়োগ করেছিল। ভালভের্দের অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ হতে পারে কিন্তু কর্তৃপক্ষ সময়কে এই ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

> সাধারণ বুদ্ধি বলে যোগ্যতা অর্জন পর্বে যিনি দলকে সামলেছেন, মূল প্রতিযোগিতাতেও তিনিই সবটা দেখবেন। সেখানে ক্রিসপিন ছেত্রীর পরিকল্পনায় তৈরি হওয়া একটা দলকে নতুন কোচ অ্যামেলিয়া ভালভের্দের কৌশল ও পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়াটা কতটা যুক্তিসংগত ছিল, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

ওদিকে, অনফিল্ডে ভারতকে পুরো টুর্নামেন্টে ভুগিয়েছে তাদের ফ্ল্যাঙ্ক। প্রতিযোগিতায় হজম করা ১৬টির মধ্যে ১২ গোল ওই রিজিওন দিয়ে হলেও অ্যামেলিয়া তার মোকাবিলায় কোনও পালটা পরিকল্পনা দেখাতে পারেননি। ফুল-ব্যাক সঞ্জু যাদব এবং নির্মলা দেবী ফানজৌবামকে দেখে একপ্রকার ক্লু-লেস মনে হয়েছে।

কিন্তু এই বিষয়ে ট্যাকটিক্যাল পর্যালোচনার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেশনের ভূমিকা। গত বছরের ৫ জুলাই ভারতীয় দল এশিয়ান খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। তারপর থেকে কতগুলি ভবিষ্যতমুখী সিদ্ধান্ত এআইএফএফ নিয়েছিল?

দশটা প্রগতিশীল দেশের মতো ট্রেনিং ক্যাম্পের সময়সীমা বাড়ানো, ভালো কিছু দেশ অন্তত নিজেদের থেকে ভালো পজিশনে আছে এমন দেশের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি খেলা, ভালো পুষ্টি, ভালো ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। কেন না এগুলো খেলোয়াড়দের নূন্যতম অধিকারের মধ্যে পরে। সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল মেয়েদের জাতীয় লিগ সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে ডিসেম্বরে শেষ হবে। বাকি হাতে থাকা তিনমাসে মোটামুটি ৮৩দিন জাতীয় দল অন্তত ক্যাম্প করবে। কিন্তু হয়েছিল ঠিক উল্টোটা। লিগ শুরু হল ডিসেম্বরে, জানুয়ারিতে ফার্স্ট হাফ শেষ হলেও যথেষ্ট গেম টাইম খেলোয়াড়দের দেওয়া সম্ভব হয়নি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে এশিয়ার বিভিন্ন ক্লাবের বিরুদ্ধে বেসরকারি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। কিন্তু প্রতিপক্ষ জাপানের অধিকাংশ খেলোয়াড় যেখানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলে সেখানে ওই সীমিত প্রস্তুতি ভালো কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না, হয়ওনি।

সম্ভাবনা তত্ত্বে ভারতীয় দল পিছিয়ে থাকলেও কিন্তু তার মাঝে যথেষ্ট আশার আলো ছিল। ভারতীয় পুরুষ দলের থেকে অনেকক্ষেত্রেই মেয়েরা এগিয়ে। তারা অনেক বেশি বিদেশমুখী। কিন্তু সবকিছুর পরেও যেন কতৃপক্ষের কাছে তারা ফেলনাই। ভিয়েতনাম ম্যাচের আগে দলের কাছে যে কিট আর সরঞ্জাম পাঠানো হয় তার ৮০ শতাংশই সঠিক মাপের ছিল না। এমনকি ট্রেনিং কিটও লোকাল মার্কেট থেকে কিনে আনতে হয়েছিল।

ফুটবল শৃঙ্খলা দাবি করে কিন্তু মাঠের বাইরের বিশৃঙ্খলা অনেকক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখে যায়। কিন্তু এই হতাশার মধ্যেও কিছু খবর স্বপ্ন দেখতে সাহস জোগায়। ভারত পুরো প্রতিযোগিতায় মাত্র দুটি গোল করেছে, যার একটি আসে মনিষা কল্যাণের দুর্দান্ত ফ্রি-কিক থেকে। পুরো টুর্নামেন্টে তিনিই ছিলেন ভারতের সেরা পারফর্মার। বর্তমানে তিনি পেরুর শীর্ষ লিগের ক্লাব অ্যালিয়াঞ্জা লিমাতে খেলছেন এবং তিনিই জাতীয় দলের একমাত্র নিয়মিত বিদেশি লিগে খেলা ফুটবলার।

অন্যদিকে, প্রতিযোগিতার আগে চোট পেয়েছিলেন অধিনায়ক সুইটি দেবী। কিন্তু কঠিন সময়ও তিনি দলকে ছেড়ে যাননি বরং হাঁটুতে ভারী টেপ বেঁধে সব ম্যাচ খেলেছিলেন। অথবা গোলকিপার পন্থোই চানু এলাংবাম, যিনি প্রতিযোগিতায় ২০টি সম্ভাব্য গোল বাঁচিয়েছেন। হয়তো দিনশেষে জেতাই সব কিন্তু যেখানে ন্যূনতম সুবিধা প্রদান করা হয় না সেখানে এগুলো উৎযাপন করতেই হয়।

ভারতের আরও কয়েকজন ফুটবলারও বিদেশে নিজেদের ছাপ রেখেছেন। ২০২২-২৩ মরশুমে গ্রেস ডাংমেই উজবেকিস্তান উইমেন্স লিগ জেতেন সেভিঞ্চ কার্শির হয়ে। গোলকিপার পন্থোই অস্ট্রেলিয়ার মেট্রো ইউনাইটেডের হয়ে খেলেছেন এবং আভেকা সিং বর্তমানে ডেনমার্কের নেস্টভেড এইচজির হয়ে খেলছেন। যা আবারও ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের আশাকে অক্সিজেন যোগায়। শুধু যদি কর্তৃপক্ষ একটু নড়েচড়ে বসতেন।

আটে ইনফিনিটি, আটে ভালভের্দে

সোহম ঘোষ

'টোয়া টুডা, ফেডে' রিয়ালের হয়ে শেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পর টোনি ক্রুস ট্রফি উদযাপনের প্রথাগত জায়গা সিবেলেস ফাউন্টেনে গ্রিক দেবী সিবেলের মূর্তির সামনে নিজের আট নম্বর জার্সিটা ফেডেরিকো ভালভের্দের হাতে তুলে দেওয়ার সময় ওপরের কথাগুলো বলেছিলেন। ইংরেজিতে তর্জমা করলে যার মানে দাঁড়ায়, 'অল ইয়োর্স ফেডে'। সেদিনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত সমস্তটা দেখে মনে হচ্ছে, সত্যিই সবটা তাঁরই। খেলার মাধ্যমে জার্সির নম্বরের মতোই নিজেকেও 'ইনফিনিটি' বানিয়ে তুলেছেন। হঠাৎ এখন তাঁকে নিয়ে এত কথা বলার কারণ অবশ্যই ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ওই রুদ্ধশ্বাস হ্যাটট্রিক। কিন্তু, হ্যাটট্রিকের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে সেই ম্যাচে ডিফেন্সে তাঁর অসাধারণ খেলা।

ফুটবল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন, ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড সম্পর্কে আর যাই সত্যি হোক, তিনি নিজের প্রাইমারি ডিউটি অর্থাৎ ডিফেন্ডিংয়ে সবথেকে দুর্বল। প্রিমিয়ার লিগে অসংখ্যবার ট্রেন্টের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন পেপ। এই ম্যাচেও সেটাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

জেরেমি ডোকুকে টাচ লাইনের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন যাতে ট্রেন্টকে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে ট্রেন্টের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে লেফ্ট ব্যাক নিকো ও'রেইলিকে তুলে এনেছিলেন মিডফিল্ডে। ফলে, ভালভের্দে তাঁকে ট্র্যাক করতে ওপরে ঢুকে আসছিলেন এবং ট্রেন্ট সর্বক্ষণ দ্বিধায় পড়ছিলেন যে ডোকুর জন্য নিজের ডিফেন্সের লাইন ছেড়ে ঠিক কতটা বেরোবেন। এরপর প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ডোকু অমন বিপদে ফেলার পর অবশেষে রিয়াল এর সমাধান খুঁজে বের করে। ভালভের্দে আর ট্রেন্ট খানিক জায়গা অদলবদল করলেন। ফলে, ট্রেন্ট ডিফেন্সিভ লাইন ধরে রাখতে পারলেন আর ডোকুও একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে আর সহজে বেরিয়ে যেতে পারলেন না। ও'রেইলি আর বার্নার্ডোর ক্রমাগত মাদ্রিদ ডিফেন্সের পেছনে দৌড়গুলোও বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাটট্রিকের আলোয় চাপা পড়লেও, ডিফেন্ডার ভালভের্দেই কিন্তু আসল ম্যান অব দ্য ম্যাচ।

এদিকে, ও'রেইলির মিডফিল্ডে উঠে আসার এই সুযোগটাই এরপর কাজে লাগালেন আরবেলোয়া। এবং সেটাও সেই ফেডেকে দিয়েই। পেপ ভিনিকে আসল থ্রেট ধরে নিয়ে তাঁকে নিষ্ক্রিয় করার সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, কিন্তু সব হিসাব উল্টে দিলেন ফেডে। কীভাবে? সেসব সকলেই দেখেছেন, সেইসঙ্গে হ্যাটট্রিকের গোলগুলো নিয়েও অজস্র লেখালেখি হয়েছে। এখানে বরং ফেডেকে নিয়ে অল্প জানা দু-চারটে কথা উল্লেখ করা যাক।

আজ যে ভালভের্দেকে আমরা দেখি, যিনি রিয়াল মাদ্রিদ দলটার ইঞ্জিন, যিনি দলে থাকা মানে নব্বই মিনিটে মাঠের প্রতিটা ঘাসের ডগা একবার না একবার ছোঁবেনই, তিনি কিন্তু চিরকাল এমন ছিলেন না। বরং ছোটবেলায় তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর মারাদোনার মতো শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু অনূর্ধ্ব ১৪-১৫ তে খেলার সময় এক ম্যাচে ট্র্যাক ব্যাক না করায় তাঁর তৎকালীন কোচ তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন। সেটাই ফেডেকে বদলে দিয়েছিল। ছোট্ট ফেডে, যার ডাকনাম ছিল 'পাখারিতো'(ছোট্ট পাখি), সেদিন বুঝেছিলেন দৌড়ের থেকে ভালো কোনও মন্ত্র নেই।

এখন সমাজমাধ্যমের কল্যাণে প্রায় অনেকেই জানেন, ভালভের্দের আর্সেনাল ট্রায়ালে গিয়ে ব্যর্থতার কথা। কিন্তু, তাঁর নিজের কথায়, সেটা খানিক অর্ধসত্য। ষোল বছরের ফেডে কখনও বাবা-মাকে ছেড়ে, ভাষা না জানা একটা দেশে যেতেই চাননি। যার প্রভাব দেখা গিয়েছিল ট্রায়ালে। সেখান থেকে অনূর্ধ্ব-১৭ লাতিন আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপে রিয়াল মাদ্রিদ তাঁকে সই করায় এবং ফেডের স্বপ্নের মানুষ, জিনেদিন জিদানের দ্বিতীয় ম্যানেজারিয়াল মেয়াদ ছিল ফেডের আকাশ ছোঁয়ার মরশুম।

লোপেতেগুইয়ের সময়ে প্রথম সিনিয়র দলে সুযোগ পেলেও ভালভের্দে খুবই সংশয়ী ছিলেন নিজেকে নিয়ে। তাঁর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল এবং ব্যর্থতার ভয়ে তিনি চেষ্টা করাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভয় থেকে জাঁকিয়ে বসা জড়তা প্রকট হচ্ছিল খেলায়। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মিনা বোনিনো হাল ছাড়েননি। মিনা এবং মনোবিদের সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেন। সেই আত্মসংশয়ী ফেডে থেকে আজকের ভালভের্দে, যাকে বর্তমান কোচ নির্দ্বিধায় রিয়ালের আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তি বলতে পারেন, তুলনা করতে পারেন কিংবদন্তী হুয়ানিতোর সঙ্গে- গোটাটাই যেন একটা রূপকথা। যার নতুন নতুন অধ্যায় এখনও লেখা বাকি।

সিটির বিরুদ্ধে ম্যাচের পরে ট্রেন্ট বলেছেন, 'একজন খেলোয়াড়ের শ্রেষ্ঠ গুণ হল তাঁর সতীর্থরা যেন তাঁর ওপর সবসময় ভরসা করতে পারে। ভালভের্দে আমাদের কখনও হতাশ করে না। যখন আপনি তার সঙ্গে খেলবেন তখনই আপনি বুঝবেন, সে সবসময় দলের জন্য সমস্তটা নিংড়ে দিতে প্রস্তুত। এই গুণ থাকার পরেও আপনি তাঁকে রিয়ালের আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তি বলবেন না তো কাকে বলবেন? দলে যোগ দেওয়ার আট মরশুম পরে মন্তেভেদিয়োর এক ছোট্ট জনপদে বেড়ে ওঠা এই খেলোয়াড় দিন দিন যেন মাদ্রিদিস্তাদের কাছে হয়ে উঠেছেন গ্ল্যাডিয়েটরসম এক প্রতীক। যার ওপর ভরসা করে সুর উঠছে 'আসি আসি গানা এল মাদ্রিদ' (লাইক দিস, লাইক দিস, লাইক দিস ইজ হাউ মাদ্রিদ উইনস)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

‘এ সালা কাপ নামদে’। বাংলা অর্থ এবার ট্রফি আমাদের। অষ্টাদশ প্রচেষ্টায় অবশেষে গতবার কাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আরসিবি-র সঙ্গে আইপিএল-আক্ষেপ দূর বিরাট কোহলিরও। ট্রফি আর হাতছাড়া করতে রাজি নন। এবার টার্গেট খেতাব ধরে রাখার।

ট্রফি হাতছাড়া করতে নারাজ বিরাটরা

মাঝে আর সপ্তাহ খানেক। ২৮ মার্চ পর্দা উঠতে চলেছে উনিশতম আইপিএলের। ঢাকে কাঠি পড়ার আগে কোন দল কতটা প্রস্তুত, খতিয়ে দেখতে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গলুরুর শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

অধিনায়ক : রজত পাতিদার

হেড কোচ : অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার
ব্যাটিং কোচ ও মেন্টর : দীনেশ কার্তিক
স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ : শংকর বসু
ঘরের মাঠ : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু
প্রথম ম্যাচ : ২৮ মার্চ, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
দামি ক্রিকেটার : বিরাট কোহলি (২১ কোটি)

স্কোয়াড

নিলাম থেকে
জ্যাকব ডাফি (২ কোটি), ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৭ কোটি), জর্ডন কক্স (৭৫ লক্ষ)।

শক্তি

ওপেনিং জুটি : ওপেনিংয়ে বিরাট কোহলির সঙ্গী ফিল সল্ট। টি২০ ফরম্যাটে বিপজ্জনক সল্টের চ্যাম্পিয়ন লাকও চোখে পড়ার মতো। ২০২৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০২৫-এ আরসিবি-র হয়ে চ্যাম্পিয়ন। আর বরাবরের মতো এবারও ভরসা বিরাটের চওড়া ব্যাট।

স্পিন-কামাল : যুযবেন্দ্র চাহালকে ছাড়ার পর গত কয়েক বছর স্পিন ভুগিয়েছে। ২০২৫-এ সেই চিন্তা দূর ক্রুণাল পান্ডিয়া (১৭ উইকেট), সুযশ শর্মার জুটিতে। লো প্রোফাইল স্পিন ব্রিগেডের হাই প্রোফাইল পারফরমেন্স। এবারও চমক জারি রাখতে বদ্ধপরিকর ক্রুণালরা।

অলরাউন্ডার : ক্রুণাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রোমারিও শেফার্ড। আরসিবি-র টিম কম্বিনেশনে ভারসাম্য গড়ে দিচ্ছে।

দুর্বলতা

হ্যাজেলউডের চোট : আরসিবি-র আইপিএল জয়ের অন্যতম কারিগর। ১২ ম্যাচে ২২ উইকেট নেওয়া জোশ হ্যাজেলউড অবশ্য চোটের কারণে এবার শুরুর বেশ কিছু ম্যাচে নেই। তারকা অজি পেসারের অনুপস্থিতি পেস ব্রিগেডকে কিছুটা হলেও কমজোরি করবে।

বিরাট নির্ভরতা : ব্যাটিং গভীরতা বেশ ভালো। তবে অতিরিক্ত বিরাট-নির্ভরতা চিন্তার জায়গা। বিরাটের ব্যাট না চললে বাকিরা কীভাবে সামাল দেন, তা নিয়ে সংশয় থাকছে।

এক্স ফ্যাক্টর

জ্যাকব বেথেল
ইংল্যান্ড ক্রিকেটের পরবর্তী তারকা বলা হচ্ছে। কেন, তা ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভালোমতোই টের পেয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব। আরসিবি-র জার্সিতেও আইপিএলেও বেথেল-বিস্ফোরণের হাতছানি।

সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন, ২০২৫
সর্বাধিক স্কোর : ২৬৩/৫, পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়া, ২০১৩
সর্বনিম্ন রান : ৪৯, কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০১৭
সর্বাধিক রান : ৮৬৬১, বিরাট কোহলি
এক মরশুমে সর্বাধিক রান : ৯৭৩, বিরাট কোহলি, ২০১৬
সর্বাধিক ১০০ : ৮, বিরাট কোহলি
টিম অ্যানথেম : প্লে বোল্ড
ম্যাসকট : মিস্টার নাগস (কৌতুক চরিত্র)

সম্ভাব্য একাদশ : বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, দেবদত্ত পাডিক্কাল/ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রজত পাতিদার (অধিনায়ক), জিতেশ শর্মা, টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড, ক্রুণাল পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজেলউড/জ্যাকব ডাফি ও যশ দয়াল।

এবার পরীক্ষা আরও কঠিন : বিরাট

> গত দুই-তিন মরশুম আমরা পরিশ্রম করেছিলাম। যার ফল গত বছর পেয়েছি আমরা। এবারের পরীক্ষা আরও কঠিন আমাদের জন্য। প্রতিপক্ষ অনেক বেশি তৈরি হয়ে নামবে আমাদের বিপক্ষে।
> -বিরাট কোহলি

বেঙ্গালুরু, ২১ মার্চ : ‘এ সালা কাপ নামদে’। বাংলা তর্জমা ‘এবার কাপ আমাদের’। ১৮ বছরের প্রতীক্ষার পর ২০২৫ সালে সত্যি আইপিএল ট্রফি এসেছিল বেঙ্গালুরুর ঘরে। আইপিএলের অমৃত চেখে দেখেছিলেন বিরাট কোহলি। এবার খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। কথায় বলে, প্রথমবার ট্রফি জেতা সহজ। কিন্তু সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটানো কঠিন। কোহলি নিজেও সেই কথা। তাই সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বিরাট-সতর্কবার্তা, ‘এবার আরও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।’

আরসিবি-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দ্বৈরথ দিয়ে ২৮ মার্চ ঢাকে কাঠি পড়ছে এবারের আইপিএলের। গত কয়েকদিন ধরে রজত পাতিদার, ক্রুণাল পান্ডিয়াদের সঙ্গে অনুশীলনে ডুবে রয়েছেন বিরাট। ভুবনেশ্বর কুমারের ইয়র্কারে বিরাটের বোল্ড হওয়ার দৃশ্য ভাইরাল হলেও নেটে ছন্দেই রয়েছেন কিং কোহলি। অনুশীলনের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে আরসিবি। যেখানে টিম বন্ডিং সেশনে বিরাট সতীর্থদের বলেছেন, ‘গত দুই-তিন মরশুম আমরা পরিশ্রম করেছিলাম। যার ফল গত বছর পেয়েছি আমরা। এবারের পরীক্ষা আরও কঠিন আমাদের জন্য। প্রতিপক্ষ অনেক বেশি তৈরি হয়ে নামবে আমাদের বিপক্ষে। প্র্যাকটিস সেশনে এক মিনিটও সময় নষ্ট করা যাবে না। আগামী আড়াই মাস মাঠে আমাদের ১২০ শতাংশ দিতে হবে।’

গত বছরের কোর দলটাকেই ধরে রেখেছে আরসিবি। নিলাম থেকে আসা ভেঙ্কটেশ আইয়ার, জ্যাকব ডাফিরা দলের ভারসাম্য বাড়িয়েছেন। যা নিয়ে কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার বলেছেন, ‘নিলাম আমাদের জন্য খুব ভালো গিয়েছিল। দল আরও শক্তিশালী হয়েছে। বেশকিছু নতুন মুখের সঙ্গে বিরাট, রজতরা রয়েইছে। আশা করি, এই দল নতুন অধ্যায় লিখতে পারবে।’

‘নিখোঁজ’ যশের খোঁজে আরসিবি

আরসিবি শিবিরের চিন্তার নাম অবশ্য ‘নিখোঁজ’ যশ দয়াল। গত বছর দলের ট্রফি জয়ে উত্তরপ্রদেশের এই পেসার গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছিলেন। কিন্তু আইপিএলের ফাইনালের পর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে সহবাসে নাম জড়ায় যশের। যার জেরে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য দল থেকেও বাদ পড়েন তিনি। এবারের আইপিএলের জন্য বাকিরা প্রস্তুতি শুরু করে দিলেও যশ এখনও আরসিবি শিবিরে যোগ দেননি। তাঁর স্ত্রী শ্বেতা পুন্দিরের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নেটে থ্রো ডাউন নিচ্ছেন যশ। কিন্তু কোথায় তা জানা যায়নি। এমনকি আরসিবি-তে তিনি কবে যোগ দেবেন, আদৌ যোগ দেবেন কি না তা নিয়ে আরসিবি-র কর্তাদের কাছেই কোনও খবর নেই। ফলে ‘নিখোঁজ’ যশ চিন্তা বাড়াচ্ছেন বিরাটদের।

এদিকে, বিরাটরা মাঠে নামার আগেই তাদের প্রথম একাদশ বেছে দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। যেখানে তিনি দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে বাদ দিয়ে সেরা এগারোয় জ্যাকব বেথেল এবং ৫.২ কোটি টাকায় দলে আসা পেসার মঙ্গেশ যাদবকে রেখেছেন।

আরসিবি-র বিদেশি ব্রিগেডকে এবারের আইপিএলের সেরা আখ্যা দিয়ে অশ্বীন বলেছেন, ‘জোশ হ্যাজেলউড চোটের জন্য প্রথম কয়েক ম্যাচে অনিশ্চিত। যা ওদের জন্য আশীর্বাদ। এতে আরসিবি ফিল সল্ট ও বেথেলকে খেলাতে পারবে। হ্যাজেলউড ফিরলে শক্তি আরও বাড়বে। মঙ্গেশ মার খেলে ওর জায়গায় ডাফিকে নামাতে পারবে। আরসিবি-র যা স্কোয়াড তাতে ওরা ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য হওয়ার ক্ষমতা রাখে।’

অশ্বীনের একাদশ ঃ বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, জ্যাকব বেথেল, রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড, ক্রুণাল পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, মঙ্গেশ যাদব ও যশ দয়াল। ইমপ্যাক্ট সাব-সুযশ শর্মা।

পাঞ্জাব কিংসকে ট্রফি দেওয়াই লক্ষ্য শ্রেয়সের

মোহালি, ২১ মার্চ : তীরে এসে তরী ডুবেছিল ২০২৫ সালে। গোটা লিগে দাপট দেখিয়েও খেতাবি যুদ্ধে শেষ রক্ষা হয়নি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে পাঞ্জাব কিংসকে প্রথম আইপিএল ট্রফি দেওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। আসন্ন লিগে অধরা যে স্বপ্নটাকে ফের বুকের মধ্যে নিয়ে মাঠে নামার প্রতিশ্রুতি অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ‘আমার চোখ ট্রফিতেই।’

অর্শদীপ সিংকে সঙ্গে করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি শ্রেয়স আইয়ার।

পাঞ্জাব কিংসের নতুন জার্সির উন্মোচন অনুষ্ঠানে শ্রেয়স বলেছেন, ‘প্রত্যাশা আকাশচুম্বি। তবে আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি। মূল কথা হল, আমরা যখন মাঠে নামি, একটাই লক্ষ্য থাকে জেতা। এবারও আমার চোখ থাকবে ট্রফি জয়েই।’ মাঝে বেশ কয়েক মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। ২০২৫ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় চোট পেয়ে হাসপাতালেও দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে।

মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনে সাফল্য। ফিরেছেন জাতীয় দলেও। এবার আইপিএলের মঞ্চ। পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, ‘চোট কাটিয়ে ফেরা সবসময় কঠিন। প্রায় সাত কিলো ওজন কমে গিয়েছিল ওই সময়। সেখান থেকে মাস দুয়েকের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এরজন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভালোবাসি। একের পর এক হার্ডল কাটিয়েও উঠেছি। কঠিন সময় কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরেছি। এবার পাঞ্জাবের হয়ে নামার পালা।’

নিউ চণ্ডীগড়ে গুজরাট টাইটান্স ম্যাচ দিয়ে এবার অভিযান শুরু করবে গতবারের ফাইনালিস্টরা। ঘরের মাঠে শুরুর উচ্ছ্বাস নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের অন্যতম পেস অস্ত্র অর্শদীপ সিং বলেছেন, ‘প্রত্যাশার চাপের মধ্যে আলাদা খুশি লুকিয়ে থাকে। নিজের দর্শকদের সামনে, তাঁদের জনসমর্থনে মাঝে খেলার মজাই আলাদা। তিরিশ হাজার দর্শক আমাদের হয়ে গলা ফাটাবে। চেষ্টা করব ওদের সমর্থনের মর্যাদা রেখে প্রতিটি হোমম্যাচই জিততে।’

পিসিবি-র কর্তাদের উপর এখনও বিরক্ত কার্স্টেন

কলম্বো, ২১ মার্চ : পাকিস্তান কোচের পদটা যেন মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলা। কোচের কর্মকাণ্ডে পাক কর্তাদের হস্তক্ষেপ এবং পরে কোচ পরিবর্তন হওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বীকার হয়েছেন ভারতকে ২০১১ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন করা কোচ গ্যারি কার্স্টেন।

কিছুদিন আগে গ্যারিকে দুই বছরের চুক্তিতে সীমিত ওভারের ফরম্যাটের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিল পাক বোর্ড। কিন্তু বিশ্বজয়ী প্রোটিয়া কোচ পাক দলের দায়িত্বে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র ছয় মাস। বিভিন্ন কাজে পাক কর্তাদের সবসময় হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে দায়িত্ব ছাড়েন এই প্রোটিয়া কোচ।

পাকিস্তান ক্রিকেট কোচ হিসেবে সেই খারাপ অভিজ্ঞতার কথা সম্প্রতি তুলে ধরেছেন গ্যারি। এক সাক্ষাৎকারে কোচের কাজকর্মে পাক কর্তাদের হস্তক্ষেপ নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। গ্যারি বলেছেন, ‘আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে কোচের কাজকর্মে পাক কর্তাদের মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ। এর আগে কোথাও এই অভিজ্ঞতা হয়নি। বাইরে থেকে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করলে একজন কোচের পক্ষে কাজ করাটা কঠিন হয়ে যায়। তার ওপর একটু খারাপ পারফরমেন্স হলেই পাক বোর্ড শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। খারাপ পারফরমেন্স হলে সবার আগে কোচের ওপরই কোপ পড়ে।’

গ্যারির মতো একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন প্রাক্তন অজি তারকা জেসন গিলেসপি। তিনি ২০২৪ সালে পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু গিলেসপিও বেশিদিন টিকতে পারেননি। পাক কর্তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তিনিও দায়িত্ব ছেড়ে দেন। দায়িত্ব ছাড়ার কারণ হিসেবে প্রাক্তন অজি তারকা বলেছেন, ‘আমি পাকিস্তান টেস্ট দলের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। কিন্তু আচমকাই পিসিবি আমার প্রধান সহকারীকে বরখাস্ত করে। এই বিষয়ে আমাকে তারা কিন্তু কিছুই জানায়নি। এছাড়া আরও কিছু বিষয়ে আমাকে পুরোপুরি অপমানিত করেছিল।’

হার থেকে শিক্ষা নিতে চান লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মার্চ : বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে খুশির ইদ। সেখানে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ঘরে যেন হঠাৎই অন্ধকার।

নিজেদের ঘরের মাঠে মরশুমের হিসাবে দেড় হলেও আদতে প্রায় বছর দুয়েক বাদে হার! তাও আবার মাত্র ১৩ ম্যাচের লিগের ছয় নম্বর ম্যাচেই! স্বাভাবিকভাবেই সবুজ-মেরুনে সের্জিও লোবেরার ভবিষ্যৎ হঠাৎই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমনকি আড়ালে এটাও শোনা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ জাতীয় দল থেকে ডাক পেতেই হয়তো তিনি খানিকটা অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন বর্তমান দলের প্রতি। মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের পর টানা পাঁচদিন ছুটি দিয়েছেন লোবেরা। ফলে বিদেশিরা তরতাজা হতে অনেকেই শুক্রবার রাতেই শহর ছেড়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কেউ যাচ্ছেন জাতীয় শিবিরে। বাকিরাও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে নিজেদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে ফের ২৬ মার্চ থেকে অনুশীলনে নামবেন। সম্ভবত মুম্বই কাঁটা যে বিঁধতে পারে, এটা আশা করেননি লোবেরাও। বিশেষ করে পরপর দুই ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করা শেষদিকে চাপ বাড়াবে, এটা বোঝার জন্য ফুটবল বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন যেমন নেই তেমনি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টও যে আদৌ খুশি হবে না, সেটাও জানেন তিনি। ফলে ম্যাচের পর বেশ বিধ্বস্তই দেখায় ধবধবে সাদা শার্ট পরা বাগান কোচকে। ম্যাচ নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, ‘আমার কাছে এই হার খুবই বেদনাদায়ক। এই রকম একটা ম্যাচে পুরো পয়েন্ট হারানো সত্যিই খুব কষ্টের। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা গোল করার জন্য সবকিছু করেছি। কিন্তু গোলটাই করতে পারিনি। আর এটাই নিজেদের বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, আমাদের আরও অনেকটা উন্নতি করতে হবে। নিজেদের ঘরের মাঠের এই হার মেনে নেওয়া যায় না। যখন আমাদের কাছ থেকে বল ওদের পায়ে চলে যাচ্ছিল তখন আর আমরা ভারসাম্য রাখতে পারছিলাম না।

> আমার কাছে এই হার খুবই বেদনাদায়ক। এই রকম একটা ম্যাচে পুরো পয়েন্ট হারানো সত্যিই খুব কষ্টের। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা গোল করার জন্য সবকিছু করেছি। কিন্তু গোলটাই করতে পারিনি। আর এটাই নিজেদের বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, আমাদের আরও অনেকটা উন্নতি করতে হবে।
> -সের্জিও লোবেরা

তাছাড়া কাউন্টার অ্যাটাকে ওরা অনেকবেশি তৎপরতা দেখিয়েছে। যা আমরা সামাল দিতে পারিনি। তবু বলছি, ম্যাচটা আমাদের জেতা উচিত ছিল।’

এই হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বারবার বলছেন লোবেরা। তবে জামশেদপুরে গিয়ে জামশেদপুর এফসি-র মোকাবিলা করা কোনও সময়েই খুব একটা সুখকর হয়নি মোহনবাগানের পক্ষে। লোবেরা যেভাবে বললেন তাতে মনে হল সবটাই তিনি এখন ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের যতটা ভালোভাবে সম্ভব নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এই মরশুমটা এমনিতেই কঠিন। আমাদের কাছে সুযোগ ছিল মুম্বইয়ের বিপক্ষে জিতে শীর্ষে থেকে বিরতিতে যাওয়ার। সেটা হারালাম বলে খানিকটা চাপ তো হলই। এখন জামশেদপুর আর আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ওখানে গিয়ে জেতা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমাদের কাছে।’

গত ম্যাচে ভালপুইয়ার খেলা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে এসব নিয়ে কোনও অজুহাত দিতে রাজি নন লোবেরা বা বাগান ম্যানেজমেন্ট।

নৌফল পি এনের গোলে প্রায় দুই বছর পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হারতে হল মোহনবাগানকে।

প্রীতি ম্যাচে নেই রোনাল্ডো

লিসবন, ২১ মার্চ : ২৯ মার্চ মেক্সিকো ও ১ এপ্রিল আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। ওই দুই ম্যাচের জন্য কোচ রবার্তো মার্টিনেজ যে দল ঘোষণা করেছেন, সেখানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর নাম নেই। এর জেরেই শুরু জোর জল্পনা, ২০২৬ বিশ্বকাপেও কি রোনাল্ডোকে ছাড়াই মাঠে নামবে পর্তুগাল?

বিষয়টা ঠিক তেমন নয়। আসলে গত ফেব্রুয়ারিতে আল নাসেরের হয়ে খেলার সময় চোট পান পর্তুগিজ মহাতারকা। সেই জন্যই তাঁকে দলে রাখা হয়নি। পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ মার্টিনেজ অবশ্য

বিশ্বকাপের আগে সতর্ক পর্তুগাল

আশ্বস্ত করেছেন, রোনাল্ডোর চোট নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। তিনি বলেছেন, ‘চোট গুরুতর নয়। ওর বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও কোনও সংশয় নেই। আশা করছি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে পুরো ফিট হয়ে যাবে রোনাল্ডো।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জন্য জায়গা বরাদ্দ রয়েছে। এই মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ও।’

ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে আর মাঠে নামতে পারেননি ক্রিশ্চিয়ানো। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ইউরোপ ফিরে যান। স্পেনেই তাঁর চিকিৎসা হয়েছে। আগের থেকে ফিট হলেও রোনাল্ডোকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না পর্তুগাল টিম ম্যানেজমেন্ট। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তাঁকে বিশ্বকাপে খেলানোই এখন দলের প্রধান লক্ষ্য।

দুরন্ত তনভি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : অর্লিয়ঁ মাস্টার্স সুপার ৩০০ টুর্নামেন্টে দুরন্ত জয় পেলেন ভারতের ১৭ বছরের ব্যাডমিন্টন সেনসেশন তনভি শর্মা। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ২১-১৪, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়ে দিয়েছেন ২৩ নম্বর স্থানে থাকা জাপানের নাতসুকি নিদাইরাকে। তাঁর চেয়ে ১০ বছরের বড় এবং অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন তনভি। এবার তাঁর সামনে জাপানের প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নোজোমি ওকুহারা।

দুই ছেলেকে নিয়ে খুশির ইদে শামিল ইরফান পাঠান (বাঁয়ে)। ইদে একসঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু, ইস্টবেঙ্গলের ইউসেফ এজেজ্জারি, মহম্মদ রাকিব ও মোহনবাগানের সাহাল আব্দুল সামাদ।

আইপিএলের শুরুতে বিদেশিদের অনুপস্থিতি, সমালোচনা আকাশের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : আইপিএলের প্রাক্কালে একের পর এক বিদেশি ক্রিকেটারের অনুপস্থিতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কপালে চিন্তার ভাঁজ। যা নিয়ে এবার সরব প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এই বছর অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে পাচ্ছে না। চোটের জন্য প্রতিযোগিতার শুরুতে জোশ হ্যাজেলউডের সার্ভিস পাবে না ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু। একই অবস্থা দিল্লি ক্যাপিটালসেরও। মিচেল স্টার্ককে ছাড়াই প্রতিযোগিতার প্রথম কয়েকটি ম্যাচ খেলতে হবে তাদের।

আইপিএল শুরুর প্রাক্কালে একের পর এক অজি তারকার অনুপস্থিতি নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সমালোচনা করেছেন আকাশ। বিশেষ করে ফিট থাকা সত্ত্বেও স্টার্কের অনুপস্থিতি নিয়ে সরব তিনি। আকাশ বলেছেন, ‘আইপিএলের শুরুতে হ্যাজেলউডকে আসতে দেয়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সও আসছে না। স্টার্ক ফিট থাকা সত্ত্বেও তাকে আটকে দেওয়া হল। ও অ্যাসেজের পর কোনও ক্রিকেট খেলেনি। তারপরেও স্টার্ককে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সামনে বড় টেস্ট মরশুম রয়েছে। যেখানে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ রয়েছে। কিন্তু সেই সিরিজ তো পরের আইপিএলের আগে হবে। তাহলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কেন এই ধরনের আচরণ করছে?’

পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন বলে আইপিএলের শুরুতে নেই নিউজিল্যান্ডের লকি ফার্গুসন। এই নিয়েও কিউয়ি পেসারকে রীতিমতো কটাক্ষ করেছেন আকাশ।

তাঁর কথায়, ‘ফার্গুসনের বিষয়টি বেশ সিরিয়াস। ওর কোনও চোট আছে কি না জানি না। তবে শুনেছি, প্রথম সাত ম্যাচে নেই কিউয়ি পেসার। কারণ, লকি নিজের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চায়। ওকে তো দুই কোটি টাকা বেস প্রাইসে নেওয়া হয়েছে। এরপর লকি এসে সাতটা ম্যাচ খেলে ১ কোটি টাকা নিয়ে চলে যাবে। এর মানে কী? এর ফলে তো দলের মারাত্মক ক্ষতি হবে।’

এবার বিদায় আকাশের

কঙ্কালসার নাইটদের পেস বোলিং বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মার্চ : আইপিএল শুরুর আগেই কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে একের পর এক ধাক্কা! হর্ষিত রানার পর এবার চোটের কারণে গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন বাংলার তারকা পেসার আকাশ দীপ। বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (এনসিএ) রিহ্যাব করছিলেন তিনি। আশা ছিল, আইপিএল শুরুর আগেই হয়তো ম্যাচ ফিট হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষকর্তা শনিবার বলে দিলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও চোটের জন্য গোটা টুর্নামেন্টেই আকাশ দীপকে পাওয়া যাবে না।' গত নিলামে ১ কোটি টাকায় কেনা বাংলার পেসারের এই ছিটকে যাওয়া 'কিং খান' শিবিরের রক্তচাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

আকাশের এই বিদায় নাইটদের পেস বোলিং লাইনআপকে কার্যত কঙ্কালসার করে দিয়েছে। বাংলাদেশ ইস্যুতে আগেই হাতছাড়া মুস্তাফিজুর রহমান, চোটের জন্য নেই হর্ষিতও। আবার শ্রীলঙ্কার তারকা পেসার মাথিশা পাথিরানাকেও এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। মুস্তাফিজুরের পরিবর্ত হিসেবে জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানিকে নেওয়া হলেও, হর্ষিত বা আকাশের বদলি এখনও চূড়ান্ত করতে পারেননি অভিষেক নায়াররা। দলের বর্তমান পেস-অস্ত্র বলতে বৈভব অরোরা, চোটপ্রবণ উমরান মালিক এবং অনভিজ্ঞ কার্তিক ত্যাগী।

লখনউ সুপার জায়েন্টস থেকে এসে কেকেআর জার্সি গায়ে চাপানো হল না আকাশ দীপের।

শুক্রবারের প্রস্তুতি ম্যাচে এদের বিবর্ণ পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। জোড়া পরিবর্ত খুঁজতে তাই জোরকদমে চলছে ট্রায়াল। নভদীপ সাইনি, আকাশ মাধওয়াল, সিমরজিৎ সিংদের মতো পরিচিত মুখরা ইতিমধ্যেই নায়ার, শেন ওয়াটসনদের সামনে পরীক্ষা দিয়েছেন। রবিবার ফের ট্রায়াল রয়েছে ইডেন গার্ডেন্সে।

গত ১৮ মার্চ থেকে ইডেনে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেছে কেকেআর। আগামী ২৮ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করছে আজিঙ্কা রাহানের দল। রবিবার ও সোমবার ইডেনে প্রস্তুতি সেরে, ২৪ তারিখ বিশ্রাম নিয়ে ২৫ মার্চ মুম্বই উড়ে যাবে নাইট ব্রিগেড। ইতিমধ্যেই শহরে পা রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের তিন তারকা-টিম সেইফার্ট, ফিন অ্যালেন এবং রাচিন রবীন্দ্র। শুক্রবার ইডেনে আন্তঃ দলীয় ম্যাচ না খেললেও মাঠের ধারে বসে সতীর্থদের খেলা দেখেছেন তাঁরা। শনিবার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। ফলে সোমবারের প্রস্তুতি ম্যাচে পুরো দলকেই একসঙ্গে পাবেন কোচেরা।

আজ, শনিবার অবশ্য ইডেনমুখো হননি কেউই। টিম হোটেলেই ছুটির মেজাজে সময় কাটিয়েছেন ক্রিকেটাররা। কেউ কেউ ব্যস্ত ছিলেন বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে। তবে দলের এই ছুটির মেজাজের মধ্যেও পেসার-সঙ্কটের কাঁটা বিঁধে রয়েছে কেকেআর থিঙ্কট্যাঙ্কে। ডোয়েন ব্রাভো, নায়াররা টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে এই প্রবল পেসার-সঙ্কট কীভাবে সামাল দেন, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় দেখার বিষয়।

কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে যোগ দিয়ে ক্যামেরন গ্রিন।

ম্যান ইউয়ের ড্র, ফের হার লিভারপুলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ মার্চ : জোড়া পেনাল্টি এবং লাল কার্ডের জোড়া ধাক্কায় ইপিএলে এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে আটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৭১ মিনিটে জেমস হিলের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে গেলেও, পরে পেনাল্টি দিয়ে দলকে বিপদে ফেলেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। এরপর তাঁকে লাল কার্ড দেখে মাঠও ছাড়তে হয়। আর তারপরই পেনাল্টি থেকে এলি জুনিয়ার ক্রোপির গোল ম্যান ইউয়ের হাত থেকে দুই পয়েন্ট কেড়ে নেয়। ৬১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের গোল ম্যাচে প্রথমবার লিড দেয় ম্যান ইউকে। যা শোধ করেন রায়ান ক্রিস্টি। ম্যাচ ড্র করে ৩১ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট হল তাদের। যার ফলে লিগ টপার আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়াল ১৫।

দুঃসময় অব্যাহত লিভারপুলের। লিগে টানা তৃতীয় ম্যাচে তারা পয়েন্ট নষ্ট করল। যার মধ্যে রয়েছে জোড়া হারও। অ্যাওয়ে ম্যাচে শনিবার ব্রাইটন ২-১ গোলে লিভারপুলকে হারিয়ে দেয়। ১৪ মিনিটে ড্যানি ওয়েলবেকের গোলে ব্রাইটন এগিয়ে যায়। ৩০ মিনিটে সমতা ফিরিয়েছিলেন মিলোস কেরকেজ। কিন্তু ৫৬ মিনিটে ওয়েলবেকের দ্বিতীয় গোল লিভারপুলের পয়েন্ট প্রাপ্তির আশায় জল ঢেলে দেয়।

এভার্টনের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে চূর্ণ হয়েছে চেলসি। ৩৩ ও ৬২ মিনিটে বেটো জোড়া গোল করেন। ৭৬ মিনিটে তৃতীয় গোলটি ইলিমান দিয়ায়ের। এই হারে চেলসির লিগ টেবিলের প্রথম চারে উঠে আসার রাস্তা আরও কঠিন হল। ৩১ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে ৬ নম্বরে।

আইপিএলে ফিটনেস-কাঁটা

কলম্বো, ২১ মার্চ : আইপিএলে খেলার ছাড়পত্র পেতে হলে এবার কড়া ফিটনেস টেস্ট পাশ করতে হবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের। স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, মাথিশা পাথিরানাদের মতো আইপিএল চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়রা বর্তমানে চোট সারিয়ে উঠছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই বোর্ডের আট সপ্তাহের বিশেষ ট্রেনিং প্রোগ্রামের পর ফিটনেস টেস্ট পাশ করতে হবে। বোর্ড সাফ জানিয়েছে, এই পরীক্ষায় সফল হলেই মিলবে এনওসি, অন্যথায় আইপিএলে খেলা হবে না।

এবার পরীক্ষা আরও কঠিন : বিরাট
-খবর উনিশের পাতায়

মহমেডান ম্যাচে ব্রুজোঁর ভাবনায় জোড়া স্ট্রাইকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মার্চ : অস্কার ব্রুজোঁ বুঝে গিয়েছেন দলের হাল ফেরাতে হলে সাজঘরের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে হবে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে তাই সেদিকেও জোর দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ।

অনুশীলন শুরুর আগে লম্বা বৈঠক। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর থেকে লাল-হলুদ শিবিরের এই ছবিটা

প্রতিদিনের। শনিবারও ফুটবলারদের নিয়ে সাজঘরে চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় ধরে মিটিং চলল। বৈঠকের অনেকটা জুড়ে থাকছেন দলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো। দলকে চাপমুক্ত রাখতে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলছেন তিনি। ব্রুজোঁও সাজঘরে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বাড়তি সময় খরচ করছেন। স্প্যানিশ কোচ বুঝে গিয়েছেন লাল-হলুদে পায়ের নীচে জমি শক্ত করতে হলে ফুটবলারদের সমর্থন আদায় করতে হবে তাঁকে। স্ট্র্যাটেজি তৈরির পাশাপাশি তাই সেদিকেও মন দিয়েছেন।

একই সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচের রণকৌশল তৈরি করছেন তিনি। মহমেডানের বিরুদ্ধেও ইস্টবেঙ্গলের লড়াই খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। অস্কার নিজেও খুব ভালোভাবে জানেন সেই কথা। মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে রুখে দিলেই তাঁর দলের সব জারিজুরি শেষ। সম্ভবত সেই কারণেই মহমেডান ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান মিডিওর ভূমিকায় বদল আসছে। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলের রক্ষণ ভাঙতে দুই স্ট্রাইকারে দল সাজাতে পারেন ব্রুজোঁ। ইউসেফ এজেজ্জারির সঙ্গী হতে পারেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। সেক্ষেত্রে মিগুয়েল খেলবেন বাম প্রান্তে। গত ম্যাচে উইং হাফে খেলেছেন পিভি বিষ্ণু। সাদা-কালোর বিরুদ্ধেও হয়তো একই জায়গায় খেলবেন তিনি। বিষ্ণু বল নিয়ে উঠলে জায়গা পরিবর্তন করবেন মিগুয়েল। রক্ষণে আনোয়ার আলির সঙ্গে জিকসন সিং ছাড়াও মার্তণ্ড রায়নাকে ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, মহমেডান ম্যাচে লাল-হলুদের প্রথম একাদশে একাধিক অদল-বদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

অভিষেকের ত্রাতা শুভমানের ব্যাট

অনুশীলন শুরুর আগে অটোগ্রাফ দিচ্ছেন শুভমান গিল।

হায়দরাবাদ, ২১ মার্চ : বিশ্বজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আইপিএলের মেগা টক্কর। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্বকাপ জেতা সতীর্থরাই এখন একে অপরের প্রতিপক্ষ। নতুন মেজাজে নিজেকে মেলে ধরতে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অভিষেক শর্মা। তবে বিশ্বমঞ্চে টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে ফেরার সেই দুঃস্বপ্ন এখনও তাড়া করে ফেরে তাঁকে। সেই কঠিন সময়ে দলের বাইরে থাকা ছোটবেলার বন্ধু শুভমান গিলের কাছেই সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। সেই অজানা গল্প শুনিয়ে অভিষেক বলেছেন, 'টানা তিন শূন্যের পর শুভমানকে মেসেজ করে লিখেছিলাম, তাড়াতাড়ি তোর ব্যাট দে, নাহলে আরও জঘন্য কোনও রেকর্ড হয়ে যাবে!'

অফ-ফর্মের সেই সময়ে বন্ধুকে দারুণ ভরসা জুগিয়েছিলেন ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক শুভমান। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, অভিষেক ঠিকই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অবশ্য শুভমান মজার ছলে বলেছিলেন, 'অভিষেক তো বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার। ওকে আমি আর কী পরামর্শ দেব!' ছোটবেলা থেকেই দুইজনের একপথে বেড়ে ওঠা। শুভমান জানান, অভিষেক সবসময় তাঁর ব্যাট নিয়েই খেলে। অভিষেকও অকপটে স্বীকার করেছেন, শুভমানের ব্যাটই তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। তবে মজার ব্যাপার হল, মেগা ফাইনালে নিজের বা শুভমানের নয়, সতীর্থ শিবম দুবের ব্যাট দিয়েই ওই বিস্ফোরক ইনিংসটি খেলেছিলেন অভিষেক!

অন্যদিকে, অভিষেকের মতো আসন্ন আইপিএল শুভমানের কাছেও এক মেগা অগ্নিপরীক্ষা। টি২০ বিশ্বকাপ থেকে শেষমুহূর্তে বাদ পড়ার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে এবার বদ্ধপরিকর গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক। চেতেশ্বর পূজারার বিশ্বাস, মেগা লিগে এবার একেবারে আগুনে মেজাজে দেখা যাবে শুভমানকে।

পূজারা বলেছেন, 'বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার আক্ষেপ শুভমানকে তাড়া করবে। ও তিন ফরম্যাটের জন্যই দুর্দান্ত প্লেয়ার। আইপিএল ভালো কাটলে ওর জন্য টি২০ দলের দরজাও ফের খুলে যাবে।' পূজারার মতে, স্ট্রাইক রেট কিছুটা বাড়াতে পারলেই শুভমানকে আটকানো মুশকিল। তিনি আরও যোগ করেছেন, 'নিজেকে প্রমাণের জন্য আইপিএল ওর কাছে সেরা মঞ্চ। আমি নিশ্চিত, ১৫০-১৬০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করার লক্ষ্য নিয়েই এবার মাঠে নামবে ও।'

ভরতে আস্থা ঋষভের

লখনউ, ২১ মার্চ : রবি শাস্ত্রীর জমানায় টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিংয়ের খোলনলচে বদলে দিয়েছিলেন তিনি। সেই ভরত অরুণের হাতেই এবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের (এলএসজি) বোলিং কোচের রিমোট কন্ট্রোল। আর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের এই নতুন বোলিং মাস্টারমাইন্ডকে ঘিরেই এবার মেগা লিগে 'ভরত-ম্যাজিক' দেখার আশায় বুক বাঁধছেন লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকার সময় ভরতের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঋষভের। সেই প্রসঙ্গ টেনে অধিনায়ক বলেছেন, 'বোলারদের থেকে আমি ঠিক কী চাইছি, আর বোলিংয়ে ও নতুন কী যোগ করতে চায়, তা নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ভরতভাই নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা বোলিং কোচ। ওর ওপর আমার একশোভাগ আস্থা রয়েছে। ওর এই বিরাট অভিজ্ঞতা দলের কাজে আসবে। গত মরশুমে বুঝেছিলাম, আমাদের বোলিংয়ের শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। বোলাররাও এখন নির্দ্বিধায় ওর কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবে।'

তিন পদক দীপ্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : চণ্ডীগড়ে খেলো মাস্টার্স ন্যাশনাল গেমসে তিনটি পদক জিতলেন মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার দীপ্তি পাল। তিনি মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৫ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন। এছাড়াও ৩ হাজার মিটার দৌড় ও ৫ হাজার মিটার হাঁটায় পেয়েছেন রুপো। দীপ্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মাফির শিলিগুড়ি শাখার সচিব বিদ্যুৎ বসাক।

চণ্ডীগড়ে পদক জয়ের পর দীপ্তি পাল।

ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অ্যাকাডেমির ফুটবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন পুরনিগমের অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : ইসলামপুরের গোয়ালপোখরে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি। শনিবার ফাইনালে তারা ৫-১ গোলে আমবাড়ি কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। পুরনিগমের ইহান রায় হ্যাটট্রিক করে। তাদের বাকি গোল দুইটি প্রান্তিক রায় ও আয়ুষ্মান দেবনাথের। প্রতিযোগিতার সেরা ইহান। প্রথম ম্যাচে পুরনিগমের অ্যাকাডেমি ৫-০ গোলে নন্দঝাড় কোচিং সেন্টারের 'বি' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল ইহানের। বাকি গোলগুলি প্রান্তিক, আয়ুষ্মান ও সৌমিকের। পরে নন্দঝাড় 'এ' দলকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে পুরনিগমের অ্যাকাডেমি। এই ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করে ইহান। অন্য গোলটি প্রান্তিকের।

ফ্যান্সি ইয়ুথে ক্যারম শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : সূর্যনগর ফ্যান্সি ইয়ুথ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার তৃতীয় বর্ষ জেলা প্রতিযোগিতা শনিবার শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে জুনিয়ার বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছে শুভম দাস, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি, পৃথ্বী সাহা ও অমিত রক্ষিত। সিনিয়ারদের কোয়ার্টার ফাইনাল রবিবার সকালে হবে।

ST. COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL
DAKSHIN DHALKAR ALIPURDUAR
Join Our Academic Team
St. Columbus International School invites applications from qualified, dynamic, and forward-thinking educators for the following subjects :
• English • Mathematics • Science • History • Geography • Artificial Intelligence & Robotics • Music • French • Physical Education
Eligibility & Expectations :
• Preference will be given to candidates teaching in ICSE schools.
• B.Ed. qualification is preferred.
• Teachers must be dynamic, tech-savvy, and confident in integrating modern teaching tools into the classroom.
• Strong commitment to mentoring and motivating students to excel academically as well as in co-curricular activities is essential.
• Ability to inspire discipline, performance, and holistic development among students is highly valued.
Salary: As per industry standards.
Additional Benefits: • Complimentary food and accommodation will be provided for outstation teachers.
How to Apply: Interested candidates may email their updated CV along with relevant credentials to : careers.scis@gmail.com
Be a part of a team committed to academic excellence and all-round development.
90024 26644/9332835553
Email: info@stcolumbus.org/stcolumbusinternational@gmail.com
www.stcolumbus.org

Amul Milk. Always Fresh.
180 days shelf life
No need to boil
Anytime, anywhere

From the house of SALICAL
ব্রাহ্মী ও শঙ্খপুষ্পী সমৃদ্ধ
Herbo-Chem's
মেধা
মস্তিষ্কের বিকাশ এবং স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
ছাত্র থেকে বয়স্ক সবার ব্রেনের পুষ্টি জোগায়
মেধা
Trade Enquries: 9804688185
Available on: Flipkart amazon

চাকরীর বিজ্ঞপ্তি !!!
CALL 102 EMERGENCY
EMRI Green Health Services ভারতের বৃহত্তম ইমারজেন্সি রেসপন্স সার্ভিস অর্গানাইজেশন "not for profit" ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। EMRI GHS পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সাল থেকে গর্ভবতী মায়েদের এবং ১ বছর অবধি বাচ্চাদের বিনামূল্যে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান করে আসছে এবং এই কাজের জন্য আমাদের অতি শীঘ্র প্রয়োজনঃ
GVK EMRI GREEN HEALTH SERVICES
DRIVER & ATTENDANT (102 অ্যাম্বুলেন্সের জন্য)
ড্রাইভার
যোগ্যতা : ন্যূনতম মাধ্যমিক
LMV License (2 বছরের অভিজ্ঞতা)
বয়স : 21-35
ইংরাজি ও বাংলা পড়তে জানতে হবে
অ্যাটেনডেন্ট
যোগ্যতা : ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক (বায়োলজি সহ)
বয়স : 18-35
ইংরাজি ও বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতে হবে
বিস্তারিত জানবার জন্য ফোন করুন: 629234410/7605005293/03366335252, অথবা সমস্ত কাগজ নিয়ে নীচের ঠিকানায় আসুনঃ EMRI Green Health Services, DEC India Building, Rear Wing, Action Area 1, New Town, Rajarhat, Kol-156, Web: www.emri.in

নিশ্চয়তা
আরাম
আত্মনির্ভরতা
সুরক্ষা
আমার সিঙ্গেল প্রিমিয়াম প্ল্যান!
এলআইসি'র নব জীবন শ্রী
সিঙ্গেল প্রিমিয়াম
ইউআইএন:512N390V01 • প্ল্যান নং:911
গুধু একবার প্রিমিয়াম পে করুন আর পান
• প্রতি ₹1000/- এর বেসিক সাম অ্যাশিয়োরেন্সের উপর @ ₹85/- এর গ্যারান্টীড এডিশন
• মৃত্যু / ম্যাচুরিটিতে সেটেলমেন্টের বিকল্প
• বর্তমান পলিসি হোল্ডারের জন্য আকর্ষণীয় ছাড়
• পলিসি টার্মের সময়কালে লোনের সুবিধা
প্ল্যান অনলাইনও পাওয়া যায়
(এক নন্-পার, নন্-লিঙ্কড, লাইফ, ব্যক্তিগত, সেভিংস প্ল্যান)
LIC লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে
8976862090
LIC India Forever I IRDAI Regn No.: 512
LIC/R1/2025-26/10/BEN